Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের সৌন্দর্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানজিলুর রহমান

রোলঃ 23100110178

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের সৌন্দর্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানজিলুর রহমান

রোলঃ 23100110178

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামের সৌন্দর্য " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তানজিলুর রহমান, আইডিঃ 23100110178 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামের সৌন্দর্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Tanjilur Rahman

(স্বাক্ষর)

তানজিলুর রহমান

আইডিঃ 23100110178

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় - ভূমিকা 5

দ্বিতীয় অধ্যায় - সৌন্দর্যের সংজ্ঞা 11

তৃতীয় অধ্যায় - **আকীদার সৌন্দর্য** 27

চতুর্থ অধ্যায় - ইবাদতের সৌন্দর্য 42

পঞ্চম অধ্যায় - নৈতিকতা ও চরিত্রের সৌন্দর্য 60

ষষ্ঠ অধ্যায় - সামাজিক ও মানবিক সৌন্দর্য 77

সপ্তম অধ্যায় - ইসলামের সার্বজনীনতা 87

অষ্টম অধ্যায় - আধুনিক জীবনে ইসলামের সৌন্দর্য: 102

নবম অধ্যায় - উপসংহার ও সারসংক্ষেপ 117

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

প্রথম অধ্যায় - ভূমিকা

ইসলামের সৌন্দর্য: আকীদা, ইবাদত, চরিত্র, সমাজ ও মানবজীবনে আল্লাহর প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ দীন

১.১ প্রারম্ভিক কথন

ইসলাম কেবল একটি ধর্মের নাম নয়—এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, একটি অনন্য সভ্যতার ভিত্তি এবং মানবজাতির জন্য আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ ও চিরস্থায়ী উপহার। পৃথিবীর বুকে যত মতবাদ, দর্শন ও ধর্মীয় ব্যবস্থা এসেছে, সেগুলোর প্রায় প্রতিটিই মানুষের কোনো-না-কোনো মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছে—কেউ আখিরাতকে উপেক্ষা করে শুধু দুনিয়ার কথা বলেছে, কেউ দুনিয়াকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে বৈরাগ্যের পথ দিয়েছে, কেউ আবার বিধাতার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে মানুষকে এক অর্থহীন শূন্যতায় ছেড়ে গেছে। একমাত্র ইসলামই সেই পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা মানুষের সত্তার প্রতিটি মাত্রার—বিবেক, হৃদয়, আত্মা ও দেহের—প্রতিটি চাহিদাকে সঠিকভাবে মেটায়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এই পূর্ণাঙ্গতার ঘোষণা দিয়েছেন এমন এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে, যা ছিল বিদায় হজের দিন—নবুওয়াতের সর্বোচ্চ পূর্ণতার মুহূর্ত:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

সূরা আল-মায়িদাহ (৫:৩)

অনুবাদ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম।

এই আয়াতটি কেবল একটি ঘোষণা নয়—এটি একটি সনদ, একটি নিশ্চয়তাপত্র। যে দীন পরিপূর্ণ, যার নিয়ামত সম্পূর্ণ, এবং যাকে স্বয়ং আল্লাহ মনোনীত করেছেন—তার মধ্যে যে সৌন্দর্য থাকবে তা কতটা গভীর ও বহুমাত্রিক হবে, এটি সহজেই অনুমেয়। এই থিসিসের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন সেটিকে ঘিরেই: ইসলামের এই সৌন্দর্য ঠিক কোথায়? কোন কোন স্তরে? কীভাবে?

১.২ সৌন্দর্যের ধারণা: ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ইসলামে 'সৌন্দর্য' ধারণাটি নিছক বাহ্যিক রূপ বা নান্দনিক অনুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আরবী ভাষায় এই ধারণা তিনটি পৃথক শব্দে প্রকাশ পায়: জামাল (جَمَال) যা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উৎকর্ষকে বোঝায়; হুসন (حُسْن) যা সুষমা ও শ্রেষ্ঠত্বকে নির্দেশ করে; এবং বাহা (بَهَاء) যা দীপ্তি ও আলোকময়তার ধারণা প্রকাশ করে। ইসলামের সৌন্দর্য এই তিনটি মাত্রাকেই ধারণ করে।

ইসলামী দৃষ্টিতে সৌন্দর্যের উৎস হলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মৌলিক হাদীছে এই সত্য ঘোষণা করেছেন:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৯১

অনুবাদ: নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন।

এই হাদিসটি ইসলামের নান্দনিক দর্শনের মূলভিত্তি স্থাপন করে। আল্লাহ নিজে 'জামীল' অর্থাৎ সর্বোচ্চ সুন্দর। সুতরাং তাঁর দেওয়া দীন, তাঁর নির্ধারিত বিধান এবং তাঁর নির্দেশিত জীবনপদ্ধতিতেও সৌন্দর্য থাকবে—এটি যুক্তির দাবি। এই সৌন্দর্য বাহ্যিক নয়, বরং এটি অন্তর্গত, সুশৃঙ্খল এবং মানব-প্রকৃতির সাথে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

"ইসলামের সৌন্দর্য তার সরলতায়, তার ভারসাম্যে এবং মানবিকতায় নিহিত। এটি এমন একটি জীবনব্যবস্থা যা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই সফলতা নিশ্চিত করে।"

— হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ, ইসলামের সৌন্দর্য

১.৩ গবেষণার পটভূমি ও প্রাসঙ্গিকতা

বর্তমান বিশ্বে ইসলাম সম্পর্কে নানা ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। একটি বড় অংশের মানুষ ইসলামকে শুধু কিছু আনুষ্ঠানিক নিয়মের সমষ্টি মনে করে—নামাজ, রোজা, কিছু নিষেধাজ্ঞা। আরেকটি অংশ পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের কিছু বিধানকে 'অযৌক্তিক' বা 'সনাতনী' বলে সমালোচনা করে। এই প্রেক্ষাপটে ইসলামের অন্তর্গত সৌন্দর্যকে কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে যুক্তি ও প্রজ্ঞার সাথে উপস্থাপন করা আজকের সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী দায়িত্ব।

এই থিসিসের মূল অনুপ্রেরণা হলেন হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ (১৮৬৩–১৯৪৩)। তিনি তাঁর যুগে দেখেছিলেন যে পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম যুবসমাজের একাংশ ইসলামের বিধানসমূহকে নিয়ে

সংশয়ে পড়ছে। সেই সংশয়ের জবাব দিতে তিনি রচনা করেছিলেন 'ইসলামের সৌন্দর্য'—এমন একটি গ্রন্থ যেখানে ইসলামের প্রতিটি বিধানের পেছনে কী গভীর প্রজ্ঞা লুকিয়ে আছে তা যুক্তি, কুরআন ও হাদীছের আলোকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আজও সেই প্রাসঙ্গিকতা অটুট। বরং একবিংশ শতাব্দীতে তথ্যের সয়লাবে ও ধর্মহীন বস্তুবাদী সংস্কৃতির চাপে মুসলমান তরুণ-তরুণীদের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য নতুনভাবে, গভীরভাবে এবং প্রাসঙ্গিকভাবে উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি। এই থিসিস সেই লক্ষ্যেই রচিত।

১.৪ থিসিসের কাঠামো, লক্ষ্য ও পদ্ধতি

১.৪.১ কেন্দ্রীয় থিসিস বক্তব্য

এই গবেষণাপত্রের কেন্দ্রীয় দাবি হলো: ইসলামের সৌন্দর্য কোনো একটি দিকে নয়, বরং পাঁচটি পরস্পরসম্পর্কিত স্তম্ভে—আকীদা, ইবাদত, চরিত্র, সামাজিক ব্যবস্থা এবং মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ পরিচালনায়—এক অখণ্ড, সুগঠিত ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সৌন্দর্য হিসেবে প্রকাশিত। এই সৌন্দর্য বাহ্যিক নয়, এটি আভ্যন্তরীণ; এটি যুক্তিসংগত, মানবিক এবং চিরন্তন।

১.৪.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

1. ইসলামের আকীদার মধ্যে নিহিত তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের মুক্তিদায়ী এবং প্রশান্তিদায়ী সৌন্দর্য তুলে ধরা।
2. ইবাদতের বিভিন্ন স্তর—সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ—এর মধ্যে থাকা বহুমাত্রিক সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করা।
3. ইসলামী নৈতিকতার সৌন্দর্যকে—বিশেষত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের উদাহরণের মাধ্যমে—উপস্থাপন করা।
4. ইসলামের সামাজিক বিধানে ন্যায়বিচার, সাম্য ও মানবিক মর্যাদার যে অনন্য সৌন্দর্য রয়েছে তা বিশ্লেষণ করা।
5. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে কুরআন-হাদিসকে সমন্বিত করে একটি সুসংগত ও শিক্ষামূলক গবেষণা উপস্থাপন করা।

১.৪.৩ গবেষণার মূল সূত্র ও পদ্ধতি

এই গবেষণাটি তিনটি প্রাথমিক সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম ও সর্বোচ্চ সূত্র হলো আল-কুরআনুল কারীম—যা থেকে প্রতিটি আলোচনার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় সূত্র হলো সহীহ হাদিসগ্রন্থ: সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনান তিরমিযী, সুনান আবু দাউদ ও মুসনাদ আহমাদ—যা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী, শিক্ষা ও ব্যবহারিক নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছে। তৃতীয় সূত্র হলো হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহর রচনাবলী—বিশেষত 'ইসলামের সৌন্দর্য'—যা সমগ্র গবেষণার আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছে।

পদ্ধতিগতভাবে এই গবেষণায় তুলনামূলক বিশ্লেষণ, বিষয়ভিত্তিক সংশ্লেষণ এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ—এই তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সহজ ও স্মরণযোগ্য আয়াত ও হাদিস নির্বাচনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, যাতে পাঠকের মুখস্থ করার কাজ সহজ হয়।

১.৫ ইসলামের সৌন্দর্যের পাঁচটি মাত্রা: একটি প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গি

এই থিসিসে ইসলামের সৌন্দর্যকে পাঁচটি পরস্পর-সংযুক্ত মাত্রায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি মাত্রা একে অপরের পরিপূরক এবং একত্রে ইসলামের সামগ্রিক সৌন্দর্যের পূর্ণ চিত্র তুলে ধরে:

ক) আকীদার সৌন্দর্য: তাওহীদের মুক্তিদায়ী শক্তি, রিসালাতের মানবিক উষ্ণতা এবং আখিরাতের নিখুঁত ন্যায়বিচারের ধারণায় এক অপূর্ব সৌন্দর্য নিহিত—যা মানুষের বিবেককে তৃপ্ত করে এবং আত্মাকে শান্তি দেয়।

খ) ইবাদতের সৌন্দর্য: সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ—প্রতিটি ইবাদতই একই সাথে আধ্যাত্মিক, শারীরিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সৌন্দর্যের ধারক। এগুলো আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং জীবনকে সুন্দর করার সামগ্রিক ব্যবস্থা।

গ) চরিত্রের সৌন্দর্য: সত্যবাদিতা, দয়া, ক্ষমা, লজ্জা—ইসলামের নৈতিক শিক্ষা মানুষের ভেতর থেকে পরিবর্তন আনে। নবীজির চরিত্র এই সৌন্দর্যের জীবন্ত সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত।

ঘ) সামাজিক সৌন্দর্য: পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত ইসলামের সামাজিক বিধান ন্যায়বিচার, সাম্য ও মানবিক মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। নারী, এতিম, দরিদ্র—সবার অধিকার সুনির্দিষ্ট ও সুরক্ষিত।

ঙ) পূর্ণাঙ্গতার সৌন্দর্য: ইসলাম কোনো আংশিক সমাধান নয়। এটি দুনিয়া ও আখিরাত উভয়কে একসাথে ধরে—ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়ের কথা বলে—এবং সকল যুগের, সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

কুরআনুল কারীম এই পাঁচটি মাত্রার সমন্বয়কে 'সিরাতুল মুস্তাকীম' বা সরল-সঠিক পথ হিসেবে চিহ্নিত করেছে—সেই পথ যা উম্মত হিসেবে মুসলমান প্রতিটি নামাজে প্রতিটি রাকাতে চায়:

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

সূরা আল-ফাতিহা (১:৬–৭)

অনুবাদ: আমাদের সরল পথ দেখাও—সেই পথ, যাদের উপর তুমি নিয়ামত দিয়েছ।

প্রতিদিন সতেরোবার পড়া এই দুআটি ইসলামের সৌন্দর্যের সারকথা ধারণ করে। 'সিরাত' মানে পথ—একটি পথ যা সুস্পষ্ট, সুগঠিত, আলোকিত ও গন্তব্যমুখী। ইসলামের প্রতিটি বিধান এই পথের একেকটি আলোকবর্তিকা।

১.৬ ফিতরাত ও ইসলাম: সৌন্দর্যের অপরিহার্য ভিত্তি

ইসলামের সৌন্দর্যের সবচেয়ে মৌলিক কারণ হলো এটি মানুষের ফিতরাত বা আদি প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফিতরাত হলো সেই স্বভাব যা নিয়ে মানুষ জন্মায়—সত্যের প্রতি ঝোঁক, ন্যায়ের প্রতি ভালোবাসা, অন্যায়ের প্রতি বিদ্বেষ এবং সর্বশক্তিমান কারো সামনে নত হওয়ার অনুভূতি। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

সূরা আর-রূম (৩০:৩০)

অনুবাদ: তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দীনের দিকে স্থির রাখো—আল্লাহর সেই ফিতরাতের দিকে যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর এই সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন।

এই আয়াতে ইসলামকে মানুষের আদিপ্রকৃতির সাথে অভিন্ন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যে বিধান মানুষের গভীরতম স্বভাবের সাথে মিলে যায়, সেটাই সত্যিকারের সুন্দর—কারণ সেখানে কোনো সংঘাত নেই, কোনো অস্বস্তি নেই, কেবল এক স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতা আছে। মাওলানা থানভী রহিমাহুল্লাহ এই বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন: ইসলামের বিধান মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি, বরং এগুলো মানুষের প্রকৃতিরই বিকশিত রূপ।

১.৭ ভূমিকার উপসংহার

ইসলামের সৌন্দর্য কোনো কাব্যিক অতিরঞ্জন নয়। এটি কুরআনের আয়াতে প্রমাণিত, নবীজির সুন্নাহয় প্রতিফলিত এবং চৌদ্দশো বছরের ইতিহাসে বাস্তবায়িত। এই থিসিস সেই সৌন্দর্যকে বিভিন্ন কোণ থেকে দেখার একটি সুশৃঙ্খল প্রয়াস। আশা করা যায় যে প্রতিটি অধ্যায়ে পাঠক ইসলামের প্রতি নতুন কোনো আলোকিত দিকের সন্ধান পাবেন এবং হৃদয়ে গভীর ঈমান ও ভালোবাসার অনুভূতি জাগ্রত হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—এবং এই বাক্যটি সমগ্র থিসিসের মর্মবাণী:

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ

সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৬৮১

অনুবাদ: যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ করে, আল্লাহর জন্য দেয় এবং আল্লাহর জন্য বিরত থাকে—সে পূর্ণ ঈমানে পৌঁছে গেছে।

এই পূর্ণ ঈমানই ইসলামের সর্বোচ্চ সৌন্দর্য—যেখানে জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহমুখী হয়ে পড়ে এবং সমগ্র অস্তিত্ব একটি সুন্দর, সুসংগত ও অর্থময় রূপ লাভ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায় - সৌন্দর্যের সংজ্ঞা

ইসলামের দৃষ্টিতে সৌন্দর্যের প্রকৃত ধারণা ও দর্শন

২.১ ভূমিকা: সৌন্দর্যের প্রশ্ন — মানুষের চিরন্তন অনুসন্ধান

সৌন্দর্য কী? এই প্রশ্ন মানবজাতির ইতিহাসের সবচেয়ে গভীর ও পুরনো প্রশ্নগুলোর একটি। প্লেটো বলেছিলেন সৌন্দর্য হলো একটি স্বতন্ত্র আদর্শ সত্তা যা পরিবর্তনশীল জগতের উপরে বিরাজ করে। অ্যারিস্টটল বললেন সৌন্দর্য হলো সমতা ও শৃঙ্খলা। কান্ট বললেন সৌন্দর্য হলো বিষয়নিরপেক্ষ আনন্দের উৎস। পশ্চিমা দর্শনের হাজার বছরের আলোচনায়ও এই প্রশ্নের একটি সর্বসম্মত উত্তর পাওয়া যায়নি — কারণ পার্থিব দৃষ্টিতে সৌন্দর্য সবসময়ই আপেক্ষিক ও অসম্পূর্ণ।

ইসলাম এই চিরন্তন প্রশ্নের একটি বিপ্লবী ও পরিপূর্ণ উত্তর দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে সৌন্দর্যের কোনো মানবিক সংজ্ঞা চূড়ান্ত হতে পারে না — কারণ সৌন্দর্যের উৎস ও মালিক স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তিনিই পরম সুন্দর, তিনিই সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন এবং তিনিই মানুষের মধ্যে সৌন্দর্য উপলব্ধির শক্তি দিয়েছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি সৌন্দর্যের আলোচনাকে একটি সম্পূর্ণ নতুন মাত্রায় নিয়ে যায় — আপেক্ষিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে একটি পরম ও চিরন্তন সৌন্দর্যবোধের দিকে।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'ইসলামের সৌন্দর্য' (جَمَالُ الإسلامِ)-এ এই বিষয়ে গভীর আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন: ইসলামের সৌন্দর্য বোঝার আগে সৌন্দর্যের প্রকৃত ধারণা বোঝা দরকার। মানুষ যা সুন্দর বলে, তার মধ্যে অনেক কিছুই বাস্তবে সুন্দর নয় — কারণ মানুষের রুচি পাপ ও গাফলতের কারণে বিকৃত হয়ে যায়। প্রকৃত সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হয় তখনই, যখন মানুষ আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করে।

এই অধ্যায়ে আমরা সৌন্দর্যের ইসলামি ধারণার ছয়টি মূল মাত্রা পর্যালোচনা করব: (১) আল্লাহর নাম 'আল-জামীল' এবং সৌন্দর্যের ঐশী উৎস, (২) ফিত্রাত বা মানুষের সহজাত সৌন্দর্যবোধ, (৩) সৌন্দর্যের তিনটি স্তর — বাহ্যিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক, (৪) কুরআনের সৌন্দর্যদর্শন, (৫) সৌন্দর্য ও ইহসানের সম্পর্ক এবং (৬) পশ্চিমা সৌন্দর্যদর্শনের সাথে ইসলামের তুলনা। প্রতিটি বিষয়ে কুরআন, হাদিস এবং মাওলানা থানভী রহ.-এর আলোকবর্তিকা আমাদের পথ দেখাবে।

{ ❧ }

২.২ আল্লাহ আল-জামীল: সৌন্দর্যের পরম উৎস

২.২.১ আল-জামীল — আল্লাহর সুন্দরতম নামের তাৎপর্য

ইসলামের সৌন্দর্যদর্শনের সবচেয়ে মৌলিক ভিত্তি হলো এই বিশ্বাস যে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং পরম সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন। এটি কোনো দার্শনিক অনুমান নয় — এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রত্যক্ষ হাদীসে প্রমাণিত। এই একটি হাদিস ইসলামের সমগ্র সৌন্দর্যদর্শনের ভিত্তি তৈরি করে:

إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

(সহীহ মুসলিম: ৯১)

অর্থ: *নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন।*

এই হাদিসটি মাত্র পাঁচটি আরবি শব্দে সৌন্দর্যসম্পর্কিত সমগ্র দর্শনকে একত্রিত করেছে। 'إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ' — আল্লাহ সুন্দর। এটি আল্লাহর একটি সিফাত বা বিশেষণ — অর্থাৎ সৌন্দর্য আল্লাহর সত্তার একটি অবিচ্ছেদ্য গুণ। আল্লাহ সুন্দর মানে তাঁর সত্তা, তাঁর সিফাত, তাঁর আফআল — সবকিছুই পরম সুন্দর। তাঁর রহমত সুন্দর, তাঁর ন্যায়বিচার সুন্দর, তাঁর হিকমাত সুন্দর, তাঁর সৃষ্টি সুন্দর। 'يُحِبُّ الْجَمَالَ' — তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন। অর্থাৎ সৌন্দর্য অনুসন্ধান করা, সৌন্দর্য তৈরি করা এবং সৌন্দর্যের প্রশংসা করা — এগুলো আল্লাহর পছন্দের কাজ।

ইমাম নববী রহ. সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় বলেন: আল্লাহ 'জামীল' মানে তাঁর জাত বা সত্তা পরম সুন্দর — যা মানুষের বোধের অতীত। তাঁর সিফাতসমূহ পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে ভরপুর — কোনো ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা নেই। আর 'ইউহিব্বুল জামাল' — তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন — এর অর্থ হলো বাহ্যিক সৌন্দর্য (পোশাক, পরিচ্ছন্নতা), আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য (আখলাক, ঈমান) এবং কর্মের সৌন্দর্য (ইবাদাত ও নেক আমল) — সব ধরনের সৌন্দর্যই আল্লাহর পছন্দ।

মাওলানা থানভী রহ. বলেন: 'আল্লাহ জামীল' — এই সত্যটি স্বীকার করার পর মানুষ আর সৌন্দর্যকে শুধু পার্থিব দৃষ্টিতে দেখতে পারে না। যখন বুঝি যে সকল সৌন্দর্যের মূল আল্লাহ, তখন প্রতিটি সুন্দর জিনিস দেখে আল্লাহর কথা মনে পড়ে। ফুলের সৌন্দর্য দেখলে আল্লাহর সৃষ্টিশীলতার কথা মনে পড়ে, সন্তানের হাসি দেখলে আল্লাহর রহমতের কথা মনে পড়ে, সূর্যাস্তের রঙ দেখলে আল্লাহর কুদরতের কথা মনে পড়ে। এভাবে সৌন্দর্য ইবাদাতে পরিণত হয়।

২.২.২ আল্লাহর সৌন্দর্যের প্রকাশ: সৃষ্টিজগতে জামালের ছাপ

আল্লাহ পরম সুন্দর — এই সত্যটি তাঁর সৃষ্টিজগতে প্রতিফলিত হয়। সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর জামালের একটি প্রতিচ্ছবি। কুরআনুল কারীম বারবার মানুষকে এই সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণ করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

(সূরা আস-সাজদা: ৭)

অর্থ: *যিনি প্রতিটি জিনিস যা তিনি সৃষ্টি করেছেন তা সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন।*

'أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ' — প্রতিটি জিনিস সুন্দর করেছেন। 'কুল্লা শাই'ইন' — প্রতিটি জিনিস, কোনো ব্যতিক্রম নেই। অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো কিছুই অসুন্দর নয় — পোকামাকড়ও সুন্দর, পাথরও সুন্দর, ব্যাকটেরিয়াও সুন্দর — প্রতিটি সৃষ্টিতে এক অনন্য নকশা ও পরিপূর্ণতা আছে। আধুনিক বিজ্ঞান মাইক্রোস্কোপ ও টেলিস্কোপের মাধ্যমে যা আবিষ্কার করছে — ডিএনএর সর্পিল কাঠামো, গ্যালাক্সির সর্পিল বাহু, তুষারকণার জ্যামিতিক নকশা — তা এই আয়াতের সত্যতার জীবন্ত প্রমাণ।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

(সূরা আত-তীন: ৪)

অর্থ: *নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সর্বোত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি।*

'أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ' — সর্বোত্তম গঠন বা কাঠামো। আল্লাহ মানুষকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ সৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এই সৌন্দর্য শুধু শারীরিক নয় — মানুষের বিবেক, কল্পনাশক্তি, ভাষা, প্রেম ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির ক্ষমতা এই 'আহসানি তাকবীম'-এর অংশ। ইমাম রাযী রহ. বলেন: মানুষের দেহ-কাঠামো এত নিখুঁতভাবে তৈরি যে প্রতিটি অঙ্গ তার কাজের জন্য নিখুঁতভাবে উপযুক্ত — এটিই 'আহসানি তাকবীম'।

মাওলানা থানভী রহ. এই প্রসঙ্গে বলেন: আল্লাহর সৃষ্টিজগতে যে সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে, তা আল্লাহর জামালের (সৌন্দর্যের) একটি অনুচ্ছেদমাত্র। যেমন একটি বই থেকে একটি অনুচ্ছেদ পড়লে লেখকের গুণ বোঝা যায়, তেমনি সৃষ্টিজগতের সৌন্দর্য দেখে আল্লাহর জামালের একটি ক্ষীণ ধারণা পাওয়া যায়। জান্নাতে আল্লাহর দিদার বা দর্শন — যেখানে তাঁর জামাল সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হবে — তা হবে জান্নাতের সর্বোচ্চ নেয়ামত।

❧

২.৩ ফিত্রাত: মানুষের সহজাত সৌন্দর্যবোধ

২.৩.১ ফিত্রাত — আল্লাহর দেওয়া স্বভাব-সৌন্দর্যবোধ

মানুষ কেন সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়? কেন সূর্যাস্তের রঙ দেখলে মন ভালো হয়? কেন শিশুর হাসি দেখলে আনন্দ লাগে? কেন সুরেলা কণ্ঠস্বর শুনলে হৃদয় দ্রবীভূত হয়? এই প্রশ্নের উত্তর বিবর্তনবাদ বা মনোবিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে দিতে পারে না। ইসলাম বলে: মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ আছে কারণ আল্লাহ তাকে এই বোধশক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন — এটি ফিত্রাতের অংশ।

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

(সূরা আর-রূম: ৩০)

অর্থ: *আল্লাহর সেই ফিত্রাত অনুযায়ী যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই সুদৃঢ় দীন।*

'ফিত্রাত' শব্দটি আরবির 'ফাতারা' ধাতু থেকে — যার অর্থ 'ভেদ করে তৈরি করা', 'নতুন কিছু উদ্ভাবন করা'। ফিত্রাত হলো সেই মৌলিক প্রকৃতি যা আল্লাহ প্রতিটি মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবে স্থাপন করেছেন। এই ফিত্রাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত: আল্লাহকে চেনার স্বাভাবিক ক্ষমতা, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করার সহজাত বোধ, সত্যের প্রতি আকর্ষণ এবং সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ। অর্থাৎ সৌন্দর্যবোধ মানুষের কৃত্রিম অর্জন নয় — এটি আল্লাহর দেওয়া স্বাভাবিক গুণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: প্রতিটি শিশু ফিত্রাতের উপর জন্মগ্রহণ করে, তারপর তার মাতাপিতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী বানায়। এই হাদীসে বলা হচ্ছে — মানুষের মূল প্রকৃতি পরিষ্কার ও সৌন্দর্যময়; পরিবেশ ও লালন-পালন তাকে বিকৃত করে। ইসলাম তাই সৌন্দর্যবোধকে জাগ্রত করতে শেখায় — নতুন কিছু তৈরি করতে নয়, বরং ফিত্রাতকে পুনরুদ্ধার করতে।

মাওলানা থানভী রহ. এই প্রসঙ্গে বলেন: মানুষ যখন পাপে ডুবে যায়, তখন তার ফিত্রাত ঢেকে যায় — কিন্তু মরে যায় না। তাওবা ও ইবাদাতের মাধ্যমে এই ফিত্রাত আবার জাগ্রত হয়। তখন মানুষ আবার প্রকৃত সৌন্দর্যকে চিনতে পারে — ইবাদাতের সৌন্দর্য, কুরআনের সৌন্দর্য, আখলাকের সৌন্দর্য। এটি ইসলামের তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির মূল লক্ষ্য।

২.৩.২ ফিত্রাতের সৌন্দর্য: পরিচ্ছন্নতা ও সাজসজ্জার ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামে 'ফিত্রাত'-এর একটি ব্যবহারিক প্রকাশ হলো পরিচ্ছন্নতা ও বাহ্যিক সৌন্দর্যের বিধান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: পাঁচটি বিষয় ফিত্রাতের অন্তর্ভুক্ত — খৎনা, নাভির নিচে চুল পরিষ্কার করা, গোঁফ ছোট করা, নখ কাটা এবং বগলের চুল পরিষ্কার করা। এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, ইসলাম বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতাকে ধর্মের অংশ মনে করে — এটি কেবল স্বাস্থ্যবিধি নয়, আল্লাহর দেওয়া ফিত্রাতের অনুশীলন।

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

(সূরা আল-আরাফ: ৩১)

অর্থ: *হে আদমের সন্তানরা! প্রতিটি নামাযের সময় তোমাদের সাজসজ্জা ধারণ করো।*

'زِينَة' — যীনাহ বা সাজসজ্জা। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নামাযের সময় সুন্দর পোশাক পরতে বলছেন। এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ — ইসলাম পার্থিব সৌন্দর্যকে ধর্মীয় আচারের সাথে সংযুক্ত করেছে। আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর সময় পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হওয়া — এটি ইসলামের সৌন্দর্যবোধের একটি বাস্তব প্রকাশ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই সৌন্দর্যের প্রতি মনোযোগী ছিলেন। তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, পরিষ্কার পোশাক পরতেন এবং মেসওয়াক করতেন। সাহাবারা বলেছেন: যখন রাসূল ﷺ কোনো পথ দিয়ে হাঁটতেন, সেই পথ থেকে সুগন্ধ আসত। এটি ইসলামের একটি মূল বার্তা: বাহ্যিক সৌন্দর্য অহংকারের বিষয় নয়, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

{ ❧ }

২.৪ সৌন্দর্যের তিনটি স্তর: বাহ্যিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক

২.৪.১ প্রথম স্তর — বাহ্যিক সৌন্দর্য: চোখের আনন্দ

ইসলাম বাহ্যিক সৌন্দর্যকে অস্বীকার করে না বা তুচ্ছ মনে করে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: 'আল্লাহ সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন' — এই হাদীসের প্রেক্ষাপট হলো: একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, কেউ যদি চায় তার পোশাক সুন্দর হোক এবং জুতা সুন্দর হোক — এটি কি অহংকার? রাসূল ﷺ বললেন: না, এটি অহংকার নয়। ইসলাম সুন্দর পোশাক পরা, সুন্দর ঘর তৈরি করা, সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা — সব অনুমোদন করে।

তবে বাহ্যিক সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে ইসলামের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি আছে। প্রথমত, বাহ্যিক সৌন্দর্য যেন অপচয়ে পরিণত না হয়। কুরআন বলেছে:

وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

(সূরা আল-আনআম: ১৪১)

অর্থ: *অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।*

দ্বিতীয়ত, বাহ্যিক সৌন্দর্য যেন অহংকারে পরিণত না হয়। সুন্দর পোশাক পরা ভালো, কিন্তু সেই পোশাক দিয়ে অন্যকে তুচ্ছ মনে করা পাপ। তৃতীয়ত, বাহ্যিক সৌন্দর্য যেন হারামের পথে না যায় — নারীদের পর্দা লঙ্ঘন করে বা পুরুষের জন্য সোনা-রেশম পরা। ইসলাম বাহ্যিক সৌন্দর্যকে একটি সীমার মধ্যে রেখে উপভোগের অনুমতি দেয় — সেই সীমা হলো হালাল ও হারামের সীমা।

মাওলানা থানভী রহ. বলেন: বাহ্যিক সৌন্দর্যকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা ইসলামের শিক্ষা নয়। কিছু সুফি ধারায় দেখা যায় যে ময়লা পোশাক পরাকে তাওয়াযু (বিনয়) মনে করা হয় — কিন্তু রাসূল ﷺ এটি করেননি। তিনি বলেছেন: আল্লাহ সৌন্দর্য ভালোবাসেন। তাই সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অনুসরণ করতে হবে — না অতিরিক্ত সজ্জা, না অবহেলা।

২.৪.২ দ্বিতীয় স্তর — নৈতিক সৌন্দর্য: আখলাকের জামাল

ইসলামের দৃষ্টিতে সৌন্দর্যের দ্বিতীয় ও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো নৈতিক সৌন্দর্য বা আখলাকের জামাল। একজন মানুষ দেহে সুন্দর না হলেও আখলাকের সৌন্দর্যে সর্বোচ্চ হতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

(সহীহ মুসলিম: ২৫৬৪)

অর্থ: *নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও সম্পদের দিকে তাকান না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কর্মের দিকে তাকান।*

এই হাদিসটি ইসলামের সৌন্দর্যদর্শনের সবচেয়ে বিপ্লবী বক্তব্যগুলোর একটি। সমাজ মানুষের চেহারা ও সম্পদ দেখে বিচার করে — কিন্তু আল্লাহ দেখেন অন্তর ও আমল। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে প্রকৃত সৌন্দর্য হলো অন্তরের সৌন্দর্য ও কর্মের সৌন্দর্য। একজন কুৎসিত চেহারার মানুষ যদি পরিষ্কার অন্তর ও সুন্দর আমলের অধিকারী হয়, সে আল্লাহর কাছে অনেক সুন্দর। আর একজন সুন্দর চেহারার মানুষ যদি কলুষিত অন্তর ও পাপাচারের অধিকারী হয়, সে আল্লাহর কাছে কুৎসিত।

নৈতিক সৌন্দর্যের অন্তর্গত গুণাবলী হলো: সততা (সিদক), দয়া (রাহমাহ), ন্যায়বিচার (আদল), ধৈর্য (সবর), কৃতজ্ঞতা (শোকর), উদারতা (জুদ), বিনয় (তাওয়াযু) এবং

ক্ষমাশীলতা (আফু)। কুরআন এই সব গুণকে মুমিনের পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করেছে। যে ব্যক্তি এই গুণগুলো অর্জন করে, সে প্রকৃত নৈতিক সৌন্দর্যের অধিকারী।

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

(সূরা আল-কলম: ৪)

অর্থ: *এবং নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর আছেন।*

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে এই ঘোষণা দিয়েছেন। 'خُلُقٍ عَظِيمٍ' — মহান চরিত্র। এটি রাসূল ﷺ-এর সর্বোচ্চ প্রশংসা যা আল্লাহ নিজে করেছেন — তাঁর বাহ্যিক সৌন্দর্যের নয়, তাঁর আখলাকের। এতে বোঝা যায় ইসলামে নৈতিক সৌন্দর্যই সর্বোচ্চ সৌন্দর্য। হযরত আয়েশা রা. বলেছেন: রাসূল ﷺ-এর চরিত্র ছিল সচলিত কুরআন। অর্থাৎ কুরআনের সৌন্দর্য তাঁর আখলাকে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।

মাওলানা থানভী রহ. বলেন: নৈতিক সৌন্দর্য বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে অনেক বেশি টেকসই এবং প্রভাবশালী। একজন সুন্দর মুখের মানুষ কিছু সময়ের জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করে, কিন্তু একজন সুন্দর আখলাকের মানুষ জীবনভর মানুষের হৃদয়ে স্থান পায়। রাসূল ﷺ-এর সাহাবীরা তাঁর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলেন — শুধু তাঁর চেহারার জন্য নয়, তাঁর অতুলনীয় আখলাকের জন্য।

২.৪.৩ তৃতীয় স্তর — আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য: অন্তরের নূর

সৌন্দর্যের সর্বোচ্চ স্তর হলো আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য — অন্তরের নূর বা আলো। এটি সেই সৌন্দর্য যা ইবাদাত, তাকওয়া ও আল্লাহর নৈকট্য থেকে আসে। যে ব্যক্তি প্রকৃত মুত্তাকী, তার চেহারায় একটি বিশেষ নূর থাকে — যা ফেরেশতারাও পছন্দ করেন। এটি কোনো কল্পনা নয়, এর সাক্ষ্য রয়েছে হাদীসে।

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

(সূরা আন-নূর: ৩৫)

অর্থ: *আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নূর।*

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: আল্লাহ নূর — কারণ তাঁর নূর দিয়ে আকাশ-পৃথিবী আলোকিত। এই নূর শুধু শারীরিক আলো নয়, এটি হেদায়াতের আলো, জ্ঞানের আলো, সত্যের আলো। যে বান্দা আল্লাহর কাছে যায়, সে এই নূরের অংশীদার হয়। এটিই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের উৎস।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন একজন বান্দা পাপ করে, তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। যদি সে তাওবা করে, সেই দাগ মুছে যায়। আর যদি সে পাপ করতেই থাকে,

সেই দাগ বাড়তে বাড়তে পুরো অন্তর ঢেকে ফেলে। এটাই কুরআনে বর্ণিত 'রান আলাল কলব' — অন্তরের মরিচা। অর্থাৎ পাপ অন্তরের সৌন্দর্য নষ্ট করে, আর ইবাদাত ও তাওবা অন্তরের সৌন্দর্য পুনরুদ্ধার করে।

আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য হলো সবচেয়ে গভীর সৌন্দর্য। যে বান্দার অন্তর আল্লাহর প্রেমে পূর্ণ, তার মুখমণ্ডলে একটি বিশেষ নূর থাকে যা যেকোনো মানুষকে আকৃষ্ট করে। এটি প্রসাধনীর নূর নয়, ঈমানের নূর। মানুষ দেখলে তাকে ভালো লাগে, তার সাথে থাকলে মন ভালো হয় — এটি আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের বাহ্যিক প্রকাশ।

— জামালুল ইসলাম, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

২.৫ কুরআনের সৌন্দর্যদর্শন: ইলাহী সৌন্দর্যের ঘোষণাপত্র

২.৫.১ কুরআনের ভাষাগত সৌন্দর্য: মানবভাষার সর্বোচ্চ শিখর

কুরআনুল কারীম নিজেই সৌন্দর্যের একটি জীবন্ত প্রমাণ। আরবি সাহিত্যের সর্বোচ্চ মানদণ্ডেও কুরআনের ভাষিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরা — যারা শব্দের জাদুকর ছিলেন — কুরআনের মোকাবেলা করতে পারেননি। এটি ইসলামের সত্যতার সবচেয়ে বড় নিদর্শনগুলোর একটি।

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

(সূরা আল-ইসরা: ৮৮)

অর্থ: *বলুন: যদি মানুষ ও জিন সকলে মিলে এই কুরআনের মতো কিছু নিয়ে আসতে চায়, তারা তার মতো আনতে পারবে না — যদিও তারা পরস্পরের সহযোগী হয়।*

এই আয়াত কুরআনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সৌন্দর্যের ঘোষণা। 'ই'জাযুল কুরআন' বা কুরআনের অলৌকিকতার একটি দিক হলো এর অতুলনীয় সৌন্দর্য। কুরআনের শব্দ নির্বাচন, বাক্যের গঠন, ছন্দ, অর্থের গভীরতা, বিষয়ের বৈচিত্র্য — সবকিছুই এমন পর্যায়ে যা মানবিক রচনার ক্ষমতার বাইরে। ওলীদ ইবনে মুগীরা — মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি — কুরআন শুনে বলেছিলেন: 'এটি মানুষের কথা নয়। এর উপরে একটি মাধুর্য আছে, এর নিচে একটি তাজা ভাব আছে।'

কুরআনের সৌন্দর্যের কিছু বিশেষ দিক: প্রথমত, শব্দের সঠিকতা — প্রতিটি স্থানে সঠিক শব্দ, অন্য কোনো শব্দ সেই জায়গায় বসলে অর্থ ও সৌন্দর্য উভয়ই নষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত, ছন্দ ও সুর — কুরআনের প্রতিটি আয়াতে একটি বিশেষ ছন্দ আছে যা পাঠে

কানকে তৃপ্ত করে। তৃতীয়ত, চিত্রকল্প — কুরআন এমন ছবি তৈরি করে যা পড়লে চোখের সামনে দৃশ্য ভেসে ওঠে। চতুর্থত, সংক্ষিপ্ততায় পূর্ণতা — অল্প কথায় গভীর অর্থ প্রকাশ করা।

২.৫.২ কুরআনে প্রকৃতির সৌন্দর্যের বর্ণনা: আল্লাহর সৃষ্টির মুগ্ধ পর্যবেক্ষণ

কুরআনুল কারীম বারবার প্রকৃতির সৌন্দর্যের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে — কারণ প্রকৃতির সৌন্দর্য আল্লাহর মহত্ত্বের সাক্ষ্য দেয়। কুরআন শুধু এই সৌন্দর্য উল্লেখ করেনি, বরং তা এমন ভাষায় বর্ণনা করেছে যা নিজেই সাহিত্যিক সৌন্দর্যের নমুনা:

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

(সূরা আল-গাশিয়া: ১৭-২০)

অর্থ: *তারা কি উটের দিকে তাকায় না — কীভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? আকাশের দিকে — কীভাবে তাকে উঁচু করা হয়েছে? পাহাড়ের দিকে — কীভাবে তাকে প্রোথিত করা হয়েছে? পৃথিবীর দিকে — কীভাবে তাকে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে?*

এই আয়াতগুলোর সৌন্দর্য লক্ষণীয়। 'কাইফা খুলিকাত' — কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? 'কাইফা রুফিআত' — কীভাবে উঁচু করা হয়েছে? 'কাইফা নুসিবাত' — কীভাবে প্রোথিত করা হয়েছে? 'কাইফা সুতিহাত' — কীভাবে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে? প্রতিটি ক্রিয়াপদ সঠিকভাবে তার বিষয়ের প্রকৃতি প্রকাশ করছে। এই সংক্ষিপ্ত আয়াতগুলো মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও আল্লাহর কুদরতে বিস্ময় — উভয়ই জাগিয়ে তোলে।

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۖ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

(সূরা আর-রাআদ: ৩)

অর্থ: *তিনিই পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন, তাতে পর্বত ও নদনদী স্থাপন করেছেন এবং সব ধরনের ফলের জোড়া তৈরি করেছেন।*

কুরআন এখানে পৃথিবীর ভূগোলের একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছে: পর্বত স্থিতিশীলতার প্রতীক, নদী প্রাণের প্রতীক, ফলের জোড়া বৈচিত্র্যের প্রতীক। 'মিন কুল্লিস সামারাতি জাওযাইনিস নাইনি' — প্রতিটি ফলের জোড়া তৈরি করা — এটি আধুনিক জীববিজ্ঞানের মাধ্যমে যাচাইযোগ্য: উদ্ভিদজগতে যৌন প্রজনন সর্বব্যাপী। এই আয়াত একসাথে বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক এবং সাহিত্যিকভাবে সুন্দর।

২.৬ ইহসান: সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্বের ইসলামি সংজ্ঞা

২.৬.১ ইহসান — সৌন্দর্যের সর্বোচ্চ প্রকাশ

ইসলামের সৌন্দর্যদর্শনের সবচেয়ে গভীর ও সমৃদ্ধ ধারণাটি হলো 'ইহসান' (الإِحْسَان)। আক্ষরিকভাবে ইহসান মানে 'ভালো করা' — কিন্তু এর তাৎপর্য অনেক গভীর। ইহসান মানে প্রতিটি কাজ সর্বোচ্চ সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার সাথে করা — এই বিশ্বাসে যে আল্লাহ দেখছেন।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ

(সূরা আন-নাহল: ৯০)

অর্থ: *নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, ইহসান এবং আত্মীয়দের দান করার নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত থাকতে বলেন।*

এই আয়াতে আল্লাহ তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন: আদল (ন্যায়বিচার), ইহসান ও আত্মীয়দের দান। আদল হলো ন্যূনতম প্রয়োজন — কারো ক্ষতি না করা। ইহসান হলো তার উপরে — কেবল ন্যায় নয়, উত্তমতা। ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন: আদল হলো তোমার প্রাপ্য দেওয়া; ইহসান হলো প্রাপ্যের চেয়ে বেশি দেওয়া। আদল হলো অধিকার রক্ষা; ইহসান হলো অধিকারের বাইরে উপকার করা।

ইহসানের বিখ্যাত সংজ্ঞাটি জিবরীল আ.-এর হাদীসে পাওয়া যায়:

الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

(সহীহ বুখারী: ৫০, সহীহ মুসলিম: ৮)

অর্থ: *ইহসান হলো এই যে তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে (মনে রাখবে যে) তিনি তোমাকে দেখছেন।*

এই হাদিসটি ইহসানকে একটি অসাধারণ আধ্যাত্মিক অবস্থায় পরিণত করেছে — যেখানে আল্লাহর উপস্থিতির অনুভূতি প্রতিটি কাজে সর্বোচ্চ সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা নিয়ে আসে। 'কাআন্নাকা তারাহু' — যেন তুমি তাঁকে দেখছ। কারো সামনে কাজ করলে আমরা সর্বোচ্চ মনোযোগ দিই, সর্বোচ্চ সুন্দরভাবে করি। আল্লাহ সামনে আছেন — এই অনুভূতি প্রতিটি কাজে সর্বোচ্চ গুণমান নিশ্চিত করে।

ইহসানের এই নীতি ইসলামের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য: নামাযে ইহসান মানে খুশু ও খুযুর সাথে পড়া; ব্যবসায় ইহসান মানে সর্বোচ্চ সততার সাথে করা; শিল্পকর্মে ইহসান মানে সর্বোচ্চ দক্ষতার সাথে তৈরি করা; সন্তান লালনে ইহসান মানে সর্বোচ্চ

ভালোবাসার সাথে করা। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ইহসান ইসলামের সর্বজনীন সৌন্দর্যনীতি — এটি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে একটি শিল্পকর্মে পরিণত করার শিক্ষা।

২.৬.২ ইহসান ও শিল্পকলা: ইসলামি সভ্যতার নান্দনিক উত্তরাধিকার

ইহসানের এই নীতি ইসলামি সভ্যতার শিল্পকলায় এক অনন্য ছাপ ফেলেছে। মসজিদের স্থাপত্য, ক্যালিগ্রাফি, কার্পেটের নকশা, মিনিয়েচার পেইন্টিং, মিনারার কারুকাজ — এগুলো শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, আল্লাহর প্রতি ইহসানের প্রকাশ। হাজার বছর আগের কারিগর যখন মসজিদের মিহরাবে জটিল নকশা তৈরি করতেন, তখন তিনি মনে করতেন — এটি আল্লাহর ঘরের জন্য, তাই সর্বোচ্চ সুন্দর হতে হবে।

ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলিম শিল্পীরা জ্যামিতিক নকশা, আরাবেস্ক এবং ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে এমন শিল্পকলা তৈরি করেছিলেন যা আজও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার অন্তর্ভুক্ত। তাজমহলের মার্বেলের কারুকাজ, আলহামব্রা প্রাসাদের স্তম্ভসারি, ইস্তাম্বুলের নীল মসজিদের টাইলস — এগুলো ইহসানের নীতি থেকে জন্ম নেওয়া শিল্পকর্ম। মাওলানা থানভী রহ. বলেন: ইসলামি শিল্পকলার বিশেষত্ব হলো এটি সৌন্দর্যকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যায় — সৌন্দর্যের নিজের দিকে নয়।

{ ❧ }

২.৭ ইসলামি সৌন্দর্যবোধের বিশেষ দিক: সীমা ও স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য

২.৭.১ সৌন্দর্য ও শালীনতা: পর্দার নান্দনিক দর্শন

ইসলামের সৌন্দর্যদর্শনের একটি অনন্য দিক হলো শালীনতা ও পর্দার নীতি। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে সৌন্দর্য প্রায়ই অর্থহীন প্রদর্শনীতে পরিণত হয় — নারীর শরীরকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইসলাম এর বিপরীতে বলে: প্রকৃত সৌন্দর্য প্রদর্শনীতে নয়, মর্যাদায়। শালীনতা সৌন্দর্যকে ঢেকে দেয় না — বরং সৌন্দর্যকে তার উপযুক্ত স্থান ও উপযুক্ত মানুষের সামনে প্রকাশ করে।

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

(সূরা আন-নূর: ৩১)

অর্থ: *এবং মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে, তাদের লজ্জাস্থান হেফাযত করে এবং তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে — তবে যা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় তা ছাড়া।*

এই আয়াতে পর্দাকে সৌন্দর্যের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। 'যীনাত' — সৌন্দর্য — শব্দটি ব্যবহার করে বলা হয়েছে এটি প্রকাশ না করতে। কিন্তু এটি সৌন্দর্যকে অস্বীকার নয় — এটি সৌন্দর্যকে সঠিক স্থানে রাখা। স্বামীর কাছে, পরিবারের মাহরামদের কাছে নারীর সৌন্দর্য প্রকাশ করা কেবল বৈধ নয়, প্রশংসনীয়। পর্দার নীতি নারীকে সৌন্দর্যহীন করে না — বরং সৌন্দর্যকে তার মর্যাদার স্তরে রাখে।

মাওলানা থানভী রহ. বলেন: পর্দার মধ্যে এক অনন্য সৌন্দর্য আছে। যে মুক্তা খোলা থাকে, তার মূল্য কম। যে মুক্তা আবৃত থাকে, তার মূল্য বেশি। পর্দানশীন নারী সমাজের দৃষ্টিতে হয়তো কম দেখা যায়, কিন্তু আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা অনেক বেশি — কারণ সে তার সৌন্দর্যকে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সংরক্ষণ করেছে।

২.৭.২ সঙ্গীত, কবিতা ও শিল্পকলা: ইসলামের সৌন্দর্যসীমা

ইসলামি আলেমরা সঙ্গীত, কবিতা ও শিল্পকলার ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন। তবে মূলনীতি হলো: যে সৌন্দর্য মানুষকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়, তা প্রশংসনীয়; যে সৌন্দর্য মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়, তা নিন্দনীয়। কুরআনুল কারীম নিজেই কবিতার বিষয়ে বলেছে:

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

(সূরা আশ-শুআরা: ২২৪-২২৫)

অর্থ: *কবিদের অনুসরণ করে পথভ্রষ্টরা — তবে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তারা ছাড়া।*

এই আয়াতে বলা হয়েছে — সব কবি বা শিল্পী নিন্দনীয় নয়। যে কবি ঈমানদার এবং সৎকর্মশীল, সে প্রশংসনীয়। হাসান ইবনে সাবিত রা. — রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবি সাহাবী — ইসলামের পক্ষে কবিতা লিখতেন। রাসূল ﷺ তাঁকে উৎসাহ দিতেন। অর্থাৎ শিল্পকলা নিজেই হারাম নয় — শিল্পকলার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে তা গ্রহণযোগ্য কিনা।

ইসলামে ক্যালিগ্রাফি সর্বোচ্চ শিল্পকলা হিসেবে স্বীকৃত — কারণ এতে আল্লাহর কালাম সুন্দরভাবে লেখা হয়। স্থাপত্য ও জ্যামিতিক নকশা ইসলামে বিকশিত হয়েছে কারণ এতে মূর্তিপূজার আশঙ্কা নেই। ইসলামি সভ্যতার শিল্পকলা প্রমাণ করে যে ইসলাম সৌন্দর্যের বিরোধী নয় — বরং সৌন্দর্যকে আধ্যাত্মিক উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার পথ দেখায়।

২.৮ পশ্চিমা সৌন্দর্যদর্শনের সাথে ইসলামের তুলনা

২.৮.১ পশ্চিমা দর্শনে সৌন্দর্যের অপূর্ণতা

পশ্চিমা সৌন্দর্যদর্শন (Aesthetics) ইতিহাস জুড়ে বিভিন্ন মতামতে বিভক্ত হয়েছে এবং কোনো সর্বসম্মত উত্তরে পৌঁছাতে পারেনি। প্লেটো বললেন সৌন্দর্য স্বতন্ত্র ও বস্তুনিরপেক্ষ; হিউম বললেন সৌন্দর্য কেবল দ্রষ্টার চোখে (Beauty is in the eye of the beholder); কান্ট বললেন সৌন্দর্য ব্যক্তিনিরপেক্ষ কিন্তু বস্তুর গুণ নয়; হেগেল বললেন সৌন্দর্য হলো ইতিহাসের আত্মার প্রকাশ। এই বিভিন্নমত একটি মূল সমস্যা নির্দেশ করে: যখন ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা করা হয়, তখন সৌন্দর্য আপেক্ষিক ও অনির্দিষ্ট হয়ে পড়ে।

পোস্ট-মডার্ন দর্শন সৌন্দর্যের যেকোনো পরম মানদণ্ড অস্বীকার করেছে — ফলে আধুনিক শিল্পকলায় এমন 'শিল্পকর্ম' তৈরি হচ্ছে যা দেখলে বিরক্তি বা বিভ্রান্তি আসে। যখন সৌন্দর্যের কোনো পরম মানদণ্ড নেই, তখন যেকোনো বিকৃতিকেও 'শিল্পকলা' বলে দাবি করা যায়। এই নৈতিক ও নান্দনিক আপেক্ষিকতাবাদ সমাজে একটি গভীর শূন্যতা তৈরি করেছে।

২.৮.২ ইসলামের সৌন্দর্যদর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব

ইসলামের সৌন্দর্যদর্শন পশ্চিমা দর্শনের এই সীমাবদ্ধতাগুলো অতিক্রম করে। ইসলামে সৌন্দর্যের একটি পরম উৎস আছে — আল্লাহ, যিনি 'আল-জামীল'। তাই সৌন্দর্য সম্পূর্ণরূপে আপেক্ষিক নয়। একই সাথে, ইসলাম সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে — আল্লাহ নিজেই 'প্রতিটি জিনিসকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন'। সুতরাং বিভিন্ন সংস্কৃতির বিভিন্ন নান্দনিকবোধ আল্লাহর সৃষ্টিশীলতারই প্রকাশ।

ইসলাম সৌন্দর্যকে তিনটি স্তরে বিভাজন করে তার একটি সুসংহত তত্ত্ব তৈরি করেছে: বাহ্যিক (যা চোখ দেখে), নৈতিক (যা অন্তর অনুভব করে) এবং আধ্যাত্মিক (যা আত্মা উপলব্ধি করে)। এই তিনটি স্তর একসাথে মিলে সৌন্দর্যের একটি সম্পূর্ণ চিত্র তৈরি করে — যেখানে বাহ্যিক সৌন্দর্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যই চূড়ান্ত মানদণ্ড।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ۝ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ ۖ

(সূরা আলে ইমরান: ১৪)

অর্থ: *মানুষের কাছে প্রবৃত্তির প্রতি আসক্তি — নারী, পুত্র, সোনা-রুপার স্তূপ — সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে। বলো: আমি কি তোমাদের এর চেয়ে ভালো কিছুর সংবাদ দেব? যারা মুত্তাকী, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে জান্নাত আছে।*

এই আয়াতে ইসলাম দুটি সৌন্দর্যের মধ্যে পার্থক্য করেছে: পার্থিব সৌন্দর্য — নারী, সন্তান, সম্পদ — যা সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী; এবং আখিরাতের সৌন্দর্য — জান্নাত — যা চিরস্থায়ী ও পরিপূর্ণ। ইসলাম পার্থিব সৌন্দর্যকে অস্বীকার করে না, কিন্তু এটিকে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে দেখতে নিষেধ করে। প্রকৃত সৌন্দর্যের সন্ধান করতে হলে আখিরাতের দিকে মুখ ফেরাতে হবে।

(❧)

২.৯ সৌন্দর্যের দর্শন: থানভী রহ.-এর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. তাঁর 'ইসলামের সৌন্দর্য' গ্রন্থে সৌন্দর্যের ইসলামি দর্শনকে একটি সুসংহত রূপ দিয়েছেন। তাঁর মূল বক্তব্য:

প্রতিটি সত্যিকারের সৌন্দর্যের মূলে আল্লাহ তা'আলার সৌন্দর্য রয়েছে। যখন মানুষ প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়, তখন সে আসলে আল্লাহর সৃষ্টিশীলতার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হচ্ছে। যখন কবিতা বা সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়, তখন সে আল্লাহর দেওয়া মানবিক প্রতিভার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হচ্ছে। যখন সৎ মানুষের আখলাকে মুগ্ধ হয়, তখন সে আল্লাহর দেওয়া নৈতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হচ্ছে। প্রতিটি সৌন্দর্যই শেষপর্যন্ত আল্লাহর দিকে নির্দেশ করে।

— জামালুল ইসলাম (جَمَالُ الإِسلامِ), মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

থানভী রহ. আরও বলেছেন: ইসলামের সৌন্দর্যকে তিনটি পর্যায়ে বোঝা যায়। প্রথম পর্যায়: ইসলামের বিধানগুলো বুদ্ধিগতভাবে সুন্দর — কারণ এগুলো যুক্তিসঙ্গত ও মানবকল্যাণমুখী। দ্বিতীয় পর্যায়: ইসলামের ইবাদাত হৃদয়গতভাবে সুন্দর — কারণ এগুলো মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করে। তৃতীয় পর্যায়: ইসলামের সামগ্রিক জীবনদর্শন আত্মাগতভাবে সুন্দর — কারণ এটি মানুষকে পার্থিব জীবনের সীমানা পেরিয়ে চিরন্তন সত্যের সাথে মিলিত করে।

থানভী রহ. একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছেন: যারা ইসলামকে সুন্দর বলে মনে করতে পারেন না, তাদের সৌন্দর্যবোধটাই বিকৃত হয়ে গেছে। ঠিক যেমন জ্বরে আক্রান্ত রোগীর কাছে মিষ্টি তেতো লাগে — রোগটা মিষ্টির নয়, জিভের। তেমনি পাপাচারে

ডুবে থাকা মানুষের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য বোঝা যায় না — দোষটা ইসলামের নয়, সেই মানুষের ফিত্রাত বিকৃত হয়ে যাওয়ার।

২.১০ উপসংহার: ইসলামের সৌন্দর্যদর্শন — চিরন্তন সত্যের আলোকে সৌন্দর্যের পূর্ণ রূপ

এই অধ্যায়ের বিস্তারিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে ইসলামের সৌন্দর্যদর্শন মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক পরিপূর্ণ সৌন্দর্যতত্ত্ব। এটি আপেক্ষিকতাবাদের ফাঁদ এড়িয়ে সৌন্দর্যের একটি পরম উৎস (আল্লাহ) নির্ধারণ করে, একই সাথে বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে। এটি বাহ্যিক সৌন্দর্যকে অস্বীকার না করে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়। এটি সৌন্দর্যকে ইবাদাতের সাথে সংযুক্ত করে — 'ইহসান'-এর মাধ্যমে প্রতিটি কাজকে সৌন্দর্যময় করার শিক্ষা দেয়।

ইসলামে সৌন্দর্য বোঝার চূড়ান্ত মাপকাঠি হলো আখিরাত। পার্থিব জীবনের সকল সৌন্দর্য ক্ষণিক ও আপেক্ষিক — কিন্তু আখিরাতের সৌন্দর্য চিরন্তন ও পরিপূর্ণ। যে মানুষ পার্থিব সৌন্দর্যকে সঠিক দৃষ্টিতে দেখতে পারে — আল্লাহর সৃষ্টির প্রশংসা হিসেবে, আখিরাতের মহাসৌন্দর্যের একটি ক্ষুদ্র নমুনা হিসেবে — সেই মানুষের সৌন্দর্যবোধ সবচেয়ে পরিপূর্ণ।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ

(আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী: ৮৯৭)

অর্থ: *নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন যে তোমাদের কেউ যখন কোনো কাজ করে, সে যেন তা পরিপূর্ণভাবে করে।*

'ইউতকিনাহু' — পরিপূর্ণভাবে করা, 'ইতকান' — শ্রেষ্ঠত্বের সাথে সম্পাদন। এই হাদিসটি ইহসানের ধারণাকে আরও সুস্পষ্ট করে: আল্লাহ চান তাঁর বান্দা প্রতিটি কাজ সর্বোচ্চ সুন্দরভাবে করুক। এটি শুধু ইবাদাতে নয় — কাজে, সম্পর্কে, শিল্পকলায়, জ্ঞানচর্চায় — সর্বত্র। এই নীতিটি ইসলামের সৌন্দর্যদর্শনের সারসংক্ষেপ: সকল কিছুতে আল্লাহর জন্য সর্বোচ্চ সুন্দর হওয়ার চেষ্টা।

পরিশেষে, ইসলামের সৌন্দর্যদর্শনকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ করে সেই আয়াত যা এই অধ্যায়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি আলোকবর্তিকা হিসেবে জ্বলে আছে:

صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ

(সূরা আন-নামল: ৮৮)

অর্থ: *এটি আল্লাহর শিল্পকর্ম — যিনি প্রতিটি জিনিস নিখুঁতভাবে তৈরি করেছেন।*
'সুন্‌আল্লাহ' — আল্লাহর শিল্পকর্ম। 'আতকানা কুল্লা শাই'ইন' — প্রতিটি জিনিস নিখুঁতভাবে তৈরি করেছেন। এই দুটি শব্দ ইসলামের সমগ্র সৌন্দর্যদর্শনকে ধারণ করে। সৃষ্টিজগৎ আল্লাহর শিল্পকর্ম — তাই এটি পরিপূর্ণ সুন্দর। মানুষ আল্লাহর সর্বোচ্চ শিল্পকর্ম — তাই তার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ দেওয়া হয়েছে। ইসলাম সেই সৌন্দর্যবোধকে জাগ্রত করে, পরিশুদ্ধ করে এবং তাকে তার সর্বোচ্চ গন্তব্য — আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য — এর দিকে পরিচালিত করে।
﴿ ❧ ﴾

✦ ✦ ✦

তৃতীয় অধ্যায় - আকীদার সৌন্দর্য

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত — ঈমানের তিন স্তম্ভে নিহিত মুক্তি, আলো ও প্রশান্তির অনন্য সৌন্দর্য

৩.১ আকীদা: সংজ্ঞা, তাৎপর্য ও সৌন্দর্যের কেন্দ্র

আরবী 'আকীদা' (عَقِيدَة) শব্দটি 'আকদ' (عَقْد) ধাতু থেকে উৎপন্ন, যার আক্ষরিক অর্থ গিঁট বাঁধা বা দৃঢ়ভাবে গেঁথে রাখা। পরিভাষায় আকীদা হলো সেই মৌলিক বিশ্বাসমালা যা একজন মুমিনের হৃদয়ে এত গভীরভাবে প্রোথিত থাকে যে কোনো সন্দেহ, প্রলোভন বা বাহ্যিক চাপ তাকে টলাতে পারে না। সঠিক আকীদা হলো সেই মূলশিকড় যা থেকে ইসলামী জীবনের সমস্ত শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করে।

ইসলামের আকীদার তিনটি প্রধান স্তম্ভ: তাওহীদ (আল্লাহর একত্ব), রিসালাত (নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে পথপ্রদর্শন) এবং আখিরাত (পরকালীন বিচার ও প্রতিফল)। এই তিনটি একত্রে মানুষের তিনটি মূল প্রশ্নের উত্তর দেয়: আমি কোথা থেকে এলাম? আমি এখন কীভাবে চলব? আমার শেষ গন্তব্য কী? এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর জানার মধ্যেই জীবনের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য।

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

সূরা আল-বাকারাহ (২:২৮৫)

অনুবাদ: রাসূল তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে তাতে ঈমান এনেছেন এবং মুমিনরাও; তারা সকলে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান রেখেছেন।

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: 'সঠিক আকীদা ছাড়া মানুষের জীবন যেন এমন একটি বাড়ির মতো যার ভিত্তি নেই। বাইরে থেকে যতই সুন্দর মনে হোক না কেন, যেকোনো ঝাঁকুনিতে সে ভেঙে পড়বে। কিন্তু যে মানুষের আকীদা শক্ত, সে ঝড়-তুফানেও অটল থাকে এবং তার জীবনের সৌন্দর্য টিকে থাকে।'

আকীদার সৌন্দর্যের চারটি মূল বৈশিষ্ট্য

১. বিবেকসম্মত — আকীদা যুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক নয়, বরং যুক্তির সর্বোচ্চ বিকাশ। ২. মানবিক — মানুষের সত্যিকারের চাহিদা ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ৩. মুক্তিদায়ী — মিথ্যার দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়। ৪. প্রশান্তিদায়ী — আত্মাকে শান্তি ও নিরাপত্তা দেয়।

৩.২ তাওহীদের সৌন্দর্য: এক আল্লাহর মুক্তিদায়ী ঘোষণা

তাওহীদ — লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ — ইসলামের সর্বোচ্চ ও সর্বপ্রথম সত্য। এই কালেমায় দুটি অংশ আছে: 'লা ইলাহা' অর্থ 'কোনো উপাস্য নেই' এবং 'ইল্লাল্লাহ' অর্থ 'আল্লাহ ছাড়া'। প্রথম অংশটি নেতিবাচক মনে হলেও এটিই সবচেয়ে বড় ইতিবাচক বিপ্লব। 'লা' দিয়ে প্রথমে মানুষের অন্তর থেকে সকল মিথ্যা উপাস্যকে উৎখাত করা হয়—সম্পদের পূজা, ক্ষমতার পূজা, প্রবৃত্তির পূজা, মূর্তির পূজা—সব কিছু। তারপর 'ইল্লাল্লাহ' দিয়ে সেই পরিষ্কার হৃদয়ে একমাত্র সত্য মালিককে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই দুটি ধাপ মিলে যে পরিবর্তন আসে, তাই তাওহীদের বিপ্লব।

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

সূরা আল-ইখলাস (১১২:১–৪)

অনুবাদ: বলো: তিনি আল্লাহ, একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি জন্ম দেননি এবং জন্মিত হননি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

সূরা ইখলাস মাত্র চারটি আয়াতে আল্লাহর এমন পরিচয় দিয়েছে যা দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের সকল কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেয়। 'আহাদ' শুধু সংখ্যায় এক নয়, তিনি সত্তাগতভাবে অনন্য ও অতুলনীয়। 'সামাদ' মানে তিনি সকলের আশ্রয়, কিন্তু নিজে কারো মুখাপেক্ষী নন। 'লাম ইয়ালিদ' মানে তাঁর কোনো সন্তান নেই—তিনি কোনো পারিবারিক সম্পর্কে সীমাবদ্ধ নন। 'লাম ইউলাদ' মানে তিনি কারো সৃষ্টি নন—তিনি চিরন্তন। 'লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ' মানে তাঁর তুলনীয় কোনো সত্তাই নেই। এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে যে সত্তার চিত্র তৈরি হয়, সেটিই একমাত্র উপাসনাযোগ্য সত্তার পরিপূর্ণ ও নিখুঁত সংজ্ঞা—এটিই তাওহীদের ভাষিক ও দার্শনিক সৌন্দর্য।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সূরার মর্যাদা সম্পর্কে বলেছেন:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৫০১৩

অনুবাদ: সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এই সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ একটি মাত্র সূরায়—কারণ তাওহীদই ইসলামের এক-তৃতীয়াংশ নয়, বরং ইসলামের কেন্দ্র ও ভিত্তি। তাওহীদ বুঝলে ইসলাম বোঝা হয়, তাওহীদ অনুভব করলে ইসলামের সৌন্দর্য অনুভব হয়।

৩.২.১ তাওহীদের মুক্তিদায়ী সৌন্দর্য: সকল দাসত্ব থেকে মুক্তি

তাওহীদের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হলো এর অসাধারণ মুক্তিদায়ী শক্তি। ইসলামপূর্ব আরবে মানুষ তিনশোর বেশি মূর্তির সামনে মাথা নত করত। ভারতে বহু দেবদেবীর পূজা হতো। রোমে ও গ্রিসে প্রতিটি মৌসুমের, প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা দেবতা ছিল। মিশরে ফেরাউন নিজেই ঈশ্বর দাবি করত। এই সব পরিবেশে মানুষ ছিল সংশয়ে, ভয়ে এবং বিভ্রান্তিতে—কার কাছে যাবে, কাকে খুশি করবে, কার অভিশাপ এড়াবে? তাওহীদের ঘোষণা এই সমস্ত বিভ্রান্তি এক মুহূর্তে শেষ করে দেয়।

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا

সূরা আল-বাকারাহ (২:২৫৬)

অনুবাদ: যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে এমন মজবুত হাতল ধরেছে যা কখনো ভাঙবে না।

এই আয়াতে তাওহীদকে 'উরওয়াতুল উসকা' বা 'মজবুত হাতল' বলা হয়েছে। জীবনের ঝড়-তুফানে মানুষ কিছু একটা ধরে থাকতে চায়—অর্থ, ক্ষমতা, মানুষ, কিংবা মতবাদ। কিন্তু এগুলো সবই ভাঙে। একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্কের হাতলটি কখনো ভাঙে না। এই চিরস্থায়ী নিরাপত্তাই তাওহীদের সৌন্দর্য।

সাহাবায়ে কিরামের জীবনে এই মুক্তির সৌন্দর্য স্পষ্ট। বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু—একজন হাবশী দাস—কালো চামড়ার কারণে সমাজে নিকৃষ্ট গণ্য হতেন। উমাইয়া ইবনে খালফ তাঁকে মরুভূমির প্রচণ্ড রোদে বুকে পাথর দিয়ে চিৎ করে ফেলে রাখত। কিন্তু বিলাল মুখে শুধু একটাই কথা বলতেন: 'আহাদ, আহাদ' — একক, একক। এই একটি বিশ্বাস তাঁকে শারীরিক নির্যাতনের মধ্যেও আত্মিকভাবে মুক্ত রেখেছিল। পরে সেই বিলালই মক্কা বিজয়ের দিন কাবার ছাদে উঠে আযান দিয়েছিলেন—তাওহীদ দাসকে সম্মানিত করেছিল।

৩.২.২ তাওহীদ ও মানব মর্যাদার সৌন্দর্য

তাওহীদের দ্বিতীয় অসাধারণ সৌন্দর্য হলো এটি মানুষের মর্যাদাকে সর্বোচ্চে নিয়ে যায়। যে মানুষ কেবল আল্লাহর সামনে মাথা নত করে, সে আর অন্য কারো সামনে নত হয় না। না রাজার, না পুরোহিতের, না ধনীর, না সামাজিক চাপের। মানুষের সামনে শুধু আল্লাহর ভয়ে নম্র হওয়া মানুষকে সকল অপমানকর দাসত্ব থেকে চিরমুক্ত করে।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

সূরা আল-ইসরা (১৭:৭০)

অনুবাদ: আমি নিশ্চয়ই আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি, তাদের জল ও স্থলে বহন করেছি, তাদের উত্তম জিনিস দিয়ে জীবিকা দিয়েছি এবং আমার অনেক সৃষ্টির উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

এই মর্যাদা শুধু বিশেষ জাতি বা শ্রেণির জন্য নয়—সমস্ত আদম সন্তানের জন্য। এই সর্বজনীন মানবিক মর্যাদার ঘোষণা ইসলামের তাওহীদ থেকেই আসে। কারণ যদি সবাই একই আল্লাহর সৃষ্টি হয়, তাহলে কেউ কারো চেয়ে জাতিগতভাবে উচ্চ বা নিম্ন নয়। এই নীতি বর্ণবাদ, শ্রেণিবৈষম্য এবং সকল ধরনের মানবিক অবমাননার শিকড় কেটে দেয়।

৩.২.৩ তাওহীদের যুক্তিগত সৌন্দর্য: বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শৃঙ্খলার প্রমাণ

ইসলাম তাওহীদকে শুধু বিশ্বাসের বিষয় নয়, বিবেকের বিষয় হিসেবেও উপস্থাপন করে। কুরআন মানুষকে বারবার প্রকৃতির দিকে তাকাতে বলে—কারণ প্রকৃতির নিখুঁত শৃঙ্খলা তাওহীদের প্রমাণ বহন করে।

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا

সূরা আল-আম্বিয়া (২১:২২)

অনুবাদ: যদি আল্লাহ ছাড়া তাদের মধ্যে আরো ইলাহ থাকত, তাহলে উভয়ই বিপর্যস্ত হয়ে যেত।

এই সংক্ষিপ্ত আয়াতে একটি সম্পূর্ণ দার্শনিক যুক্তি আছে। মহাবিশ্বের নিখুঁত শৃঙ্খলা দেখুন: সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরে—গত পাঁচ বিলিয়ন বছরে একটিবারও বিচ্যুত হয়নি। পৃথিবী ২৩.৫ ডিগ্রি কোণে হেলে ঘোরে—এই নির্দিষ্ট কোণের কারণেই ঋতু পরিবর্তন হয় এবং জীবন সম্ভব। চাঁদের আকর্ষণ সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা নিয়ন্ত্রণ করে। পরমাণুর ভেতরে ইলেক্ট্রন নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরে। এই অসীম শৃঙ্খলা একটি একক কেন্দ্রীয় নিয়ন্তার প্রমাণ। যদি দুজন বা তারও বেশি নিয়ন্তা থাকত, তাদের মধ্যে বিরোধ বাঁধত এবং এই নিখুঁত ব্যবস্থা ভেঙে পড়ত।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান 'ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরি' খুঁজছে—অর্থাৎ এমন একটি তত্ত্ব যা মহাবিশ্বের সকল বল ও শক্তিকে একটি মূলনীতিতে ব্যাখ্যা করবে। বিজ্ঞান এখনো এই এক মূলনীতি খুঁজছে। ইসলাম সেই উত্তর চৌদ্দশো বছর আগেই দিয়ে গেছে: তাওহীদ।

৩.২.৪ তাওহীদ ও প্রশান্তির সৌন্দর্য: হৃদয়ের শান্তি

তাওহীদের চতুর্থ সুন্দর দিক হলো এটি হৃদয়ে এক অতুলনীয় প্রশান্তি তৈরি করে। যে মানুষ জানে তার একজন সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী ও অসীম করুণাময় মালিক আছেন

যিনি সবকিছু দেখছেন ও নিয়ন্ত্রণ করছেন—সে কোনো বিপদে ভেঙে পড়ে না। 'আল্লাহ আছেন' এই বিশ্বাসটি দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী মানসিক শক্তি।

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

সূরা আর-রা'দ (১৩:২৮)

অনুবাদ: জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয়।

এই সাতটি শব্দ মানব মনোবিজ্ঞানের সবচেয়ে গভীর সত্য। আধুনিক বিশ্বে মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ ও বিষণ্নতার মহামারী দেখছেন। বিলিয়ন ডলার ব্যয় হচ্ছে থেরাপি ও ওষুধের পেছনে। কিন্তু এই সংকটের মূল কারণ হলো আল্লাহর সাথে সংযোগহীনতা—এবং সমাধানও সেখানেই। তাওহীদের বিশ্বাস মানুষকে সেই প্রশান্তি দেয় যা থেরাপি বা ওষুধ সম্পূর্ণরূপে দিতে পারে না।

৩.২.৫ আল্লাহর নামসমূহে তাওহীদের সৌন্দর্য: আসমাউল হুসনা

আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি সুন্দর নাম (আসমাউল হুসনা) তাওহীদের সৌন্দর্যের অপূর্ব প্রকাশ। প্রতিটি নাম আল্লাহর একটি গুণের পরিচয় এবং প্রতিটি নামে মানুষের জন্য একটি বিশেষ আশা ও নিরাপত্তার বার্তা আছে।

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

সূরা আল-আ'রাফ (৭:১৮০)

অনুবাদ: আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ, সুতরাং তাঁকে সেসব নামে ডাকো।

কিছু সুন্দর নামের তাৎপর্য দেখুন: আর-রাহমান মানে করুণাময়—তাঁর রহমত সকলের জন্য; আর-রাহীম মানে দয়ালু—তাঁর দয়া মুমিনদের জন্য বিশেষ; আল-গাফফার মানে ক্ষমাশীল—যত বড় গুনাহই হোক, ক্ষমার পথ খোলা; আল-হালীম মানে সহনশীল—মানুষের ভুলে তিনি তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেন না; আস-সামী মানে সর্বশ্রোতা—কোনো দুআ তাঁর কান পর্যন্ত পৌঁছায় না এমন নেই; আল-বাসীর মানে সর্বদ্রষ্টা—অন্ধকারে কেউ না দেখলেও আল্লাহ দেখছেন। এই নামগুলো মানুষকে বলে: জীবনের যে পরিস্থিতিতেই থাকো না কেন, আল্লাহর একটি নাম তোমার জন্য প্রযোজ্য।

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ২৭৩৬; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৬৭৭

অনুবাদ: আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি এগুলো আয়ত্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

“তাওহীদ মানুষকে সবচেয়ে বড় উপহার দেয়—সরলতার উপহার। এক আল্লাহকে চেনা মানে হাজার প্রশ্নের এক উত্তর খুঁজে পাওয়া। এক আল্লাহকে ডাকা মানে সকল দরজায় না ঘুরে সবচেয়ে বড় দরজায় যাওয়া। এই সরলতাই সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য।”
— মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ, ইসলামের সৌন্দর্য

৩.৩ রিসালাতের সৌন্দর্য: আল্লাহর ভালোবাসার সর্বোচ্চ প্রকাশ

তাওহীদের পরে ইসলামের আকীদার দ্বিতীয় মহান স্তম্ভ হলো রিসালাত। আল্লাহ তাআলা মানুষকে শুধু সৃষ্টি করে ছেড়ে দেননি—তিনি আদম আলাইহিস সালাম থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন মানুষকে পথ দেখাতে। এই অবিচ্ছিন্ন পথপ্রদর্শনের ধারাই রিসালাতের সৌন্দর্য—আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসেন এবং তারা যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্য বারবার পথপ্রদর্শক পাঠান।

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

সূরা আত-তাওবাহ (৯:১২৮)

অনুবাদ: তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল এসেছেন; তোমাদের কষ্ট তাঁর জন্য অসহনীয়; তিনি তোমাদের কল্যাণে অত্যন্ত আগ্রহী; মুমিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল ও দয়ালু।

এই আয়াতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে যা পড়লে হৃদয় আর্দ্র হয়ে যায়। প্রথমত, উম্মতের যেকোনো কষ্ট তাঁর জন্য অসহনীয় মনে হয় (আযীযুন আলাইহি মা আনিত্তুম)। দ্বিতীয়ত, উম্মতের ভালো চাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত লালায়িত (হারীসুন আলাইকুম)। তৃতীয়ত, মুমিনদের প্রতি তিনি 'রাউফ' ও 'রাহীম'। লক্ষণীয় যে এই দুটি গুণ—রাউফ ও রাহীম—কুরআনে সাধারণত আল্লাহর গুণ হিসেবে আসে। নবীজির জন্য এই গুণদুটি ব্যবহার করা রিসালাতের মহিমার এক অনন্য স্বীকৃতি।

৩.৩.১ নবীজির চরিত্র: কুরআনের জীবন্ত রূপ

রিসালাতের সৌন্দর্যের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের জীবন ও চরিত্র। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে যখন নবীজির চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি তিনটি শব্দে উত্তর দিলেন:

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ

সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৭৪৬

অনুবাদ: তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন।

এই তিনটি শব্দে মানব ইতিহাসের সর্বোচ্চ চারিত্রিক শংসাপত্র নিহিত আছে। কুরআন দয়ার কথা বলে—নবীজির জীবনে দয়ার অফুরন্ত প্রবাহ ছিল। কুরআন ক্ষমার কথা বলে—নবীজি সবচেয়ে বড় শত্রুকেও ক্ষমা করেছেন। কুরআন সত্যের কথা বলে—নবীজি সত্যের জন্য জীবনের সকল কষ্ট সহ্য করেছেন। কুরআন বিনয়ের কথা বলে—নবীজি ছিলেন সবচেয়ে বিনয়ী মানুষ। ইসলামের সৌন্দর্য শুধু কিতাবে নয়, একজন জীবন্ত মানুষের জীবনেও প্রমাণিত হয়েছে—এটিই রিসালাতের অতুলনীয় সৌন্দর্য।

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

সূরা আল-কলম (৬৮:৪)

অনুবাদ: আর নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী।

স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নবীজির চরিত্রের প্রশংসা করেছেন—এর চেয়ে বড় শংসাপত্র কারো কাছে নেই। 'খুলুকিন আযীম' বা মহান চরিত্র—এই দুটি শব্দ রিসালাতের সৌন্দর্যের সর্বোচ্চ ঘোষণা।

৩.৩.২ শিশু ও দুর্বলের প্রতি নবীজির ভালোবাসা

রিসালাতের সৌন্দর্য আরো গভীর হয় যখন আমরা নবীজির শিশু ও দুর্বলদের প্রতি আচরণ দেখি। একদিন নামাজে নবীজি সিজদায় এত দীর্ঘ সময় নিলেন যে সাহাবীরা উদ্বিগ্ন হলেন। পরে জানা গেল তাঁর নাতি হাসান বা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁর পিঠে চড়েছিল, তাই তিনি উঠতে দেরি করেছেন—শিশুকে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে চাননি।

ارْتَحَلَنِي ابْنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ

সুনান নাসায়ী, হাদিস নং ১১৪১

অনুবাদ: আমার ছেলে আমার পিঠে চড়েছিল, তাই তাকে তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়নি।

নামাজের মাঝে একটি শিশুর আনন্দকে প্রাধান্য দেওয়া—এই মানবিক সৌন্দর্য কেবল সেই নবীরই পক্ষে সম্ভব যাঁর কাছে ধর্ম কঠোরতার নাম নয়, বরং ভালোবাসার নাম। নবীজি আরো বলেছেন:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا

সুনান তিরমিযী, হাদিস নং ১৯১৯

অনুবাদ: সে আমাদের দলভুক্ত নয় যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের সম্মান করে না।

৩.৩.৩ মক্কা বিজয়: ক্ষমার যে সৌন্দর্য ইতিহাস ভুলতে পারে না

৮ম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের দিন ইতিহাসের সবচেয়ে মহৎ দৃশ্যগুলোর একটি অবলোকিত হলো। যে মক্কাবাসীরা বছরের পর বছর নবীজিকে পাথর মেরেছে, তাঁর সাথীদের হত্যা করেছে, তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে—সেদিন সেই সবাই নবীজির সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি বিজয়ী। কিন্তু নবীজি বললেন মাত্র পাঁচটি শব্দ:

اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ

সীরাতে ইবনে হিশাম

অনুবাদ: যাও, তোমরা সবাই মুক্ত।

মাত্র পাঁচটি শব্দ। কিন্তু এই পাঁচ শব্দে যে সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। প্রতিশোধের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ক্ষমা। রোমান, পারসিক, গ্রিক বা মোঙ্গল বিজয়ীদের ইতিহাসে বিজয়ের পরে এরকম সর্বাত্মক ক্ষমার নজির নেই। এই ঐতিহাসিক ক্ষমার ঘটনা রিসালাতের সৌন্দর্যের সর্বোচ্চ মানবিক প্রকাশ।

মাওলানা থানভী রহিমাহুল্লাহ তাঁর গ্রন্থে এই ঘটনাকে বিশেষভাবে আলোচনা করে বলেছেন: 'নবীজির এই ক্ষমা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত উদারতা নয়—এটি ইসলামের শিক্ষার বাস্তব প্রদর্শনী। ইসলাম বিজয়ী হলেও বিরুদ্ধবাদীদের ধ্বংস চায় না, বরং তাদের হৃদয় জয় করতে চায়।'

৩.৩.৪ নবীজির নৈতিক সাহসিকতা: সত্যের জন্য অটল থাকার সৌন্দর্য

রিসালাতের আরেকটি অপূর্ব সৌন্দর্য হলো নবীজির নৈতিক সাহসিকতা। মক্কার কাফিররা একবার তাঁকে প্রস্তাব দিল—দাওয়াত বন্ধ করলে তাঁকে রাজত্ব, অর্থ ও সম্মান সব দেওয়া হবে। নবীজির উত্তর ছিল:

وَاللَّهِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الأَمْرَ مَا تَرَكْتُهُ

সীরাতে ইবনে হিশাম

অনুবাদ: আল্লাহর কসম, যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ রেখে দেয় এই কাজ ছেড়ে দেওয়ার শর্তে—তবুও আমি এটি ছাড়ব না।

এই ঘোষণায় রিসালাতের শক্তি ও সৌন্দর্য পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত। সূর্য ও চাঁদ—সমগ্র পৃথিবীর ক্ষমতার প্রতীক। কিন্তু সত্যের দাওয়াতের কাছে সমস্ত পার্থিব প্রলোভন তুচ্ছ। এই অটলতাই নবীজির রিসালাতকে অমর করেছে।

৩.৩.৫ কুরআনের মাধ্যমে রিসালাতের স্থায়িত্বের সৌন্দর্য

রিসালাতের সৌন্দর্যের সবচেয়ে স্থায়ী প্রমাণ হলো কুরআনুল কারীম। পৃথিবীতে আর কোনো গ্রন্থ নেই যা চৌদ্দশো বছর ধরে একটি শব্দও পরিবর্তন না হয়ে সংরক্ষিত আছে। এটি আল্লাহর নিজের প্রতিশ্রুতি:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

সূরা আল-হিজর (১৫:৯)

অনুবাদ: নিশ্চয়ই আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।

আজ পৃথিবীর প্রতিটি কোণে কুরআনের কোটি কোটি কপি আছে—সব একই। মরক্কোর কুরআন, ইন্দোনেশিয়ার কুরআন, বাংলাদেশের কুরআন, সৌদি আরবের কুরআন—একটি শব্দও আলাদা নয়। শুধু তাই নয়, লক্ষ লক্ষ হাফিয কুরআন মুখস্থ রেখেছেন—পৃথিবীতে এটিই একমাত্র গ্রন্থ যা সম্পূর্ণ মুখস্থ করা হয়। এই অলৌকিক সংরক্ষণ রিসালাতের চিরন্তনতার প্রমাণ।

৩.৪ আখিরাতের বিশ্বাসের সৌন্দর্য: ন্যায়বিচারের চিরন্তন নিশ্চয়তা

আখিরাতের বিশ্বাস ইসলামের আকীদার তৃতীয় এবং সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এই বিশ্বাসের সৌন্দর্য তিনটি স্তরে প্রকাশিত। প্রথমত, এটি পৃথিবীর অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষকে নিরাশ হতে দেয় না। দ্বিতীয়ত, এটি মানুষকে নৈতিক থাকার সর্বোচ্চ অনুপ্রেরণা দেয়। তৃতীয়ত, এটি মানুষের সকল কষ্ট ও ক্ষয়কে অর্থময় করে তোলে।

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

সূরা আয-যিলযাল (৯৯:৭–৮)

অনুবাদ: কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে সে তা দেখবে। কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে সে তা দেখবে।

এই দুটি আয়াত ইসলামের বিচার ব্যবস্থার সৌন্দর্যকে সবচেয়ে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরে। 'মিসকালা যাররাহ' অর্থ পিঁপড়ার ডিমের সমান ওজন। এতটুকু ছোট ভালো কাজও বৃথা যাবে না; এতটুকু ছোট মন্দ কাজও হিসাবের বাইরে থাকবে না। মানুষের তৈরি কোনো আদালত এত সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে পারে না—কারণ সেখানে প্রমাণের ঘাটতি থাকে, সাক্ষী কিনে নেওয়া যায়, আইনজীবীর দক্ষতায় পার পাওয়া যায়। কিন্তু আল্লাহর আদালতে এর কিছুই চলবে না।

৩.৪.১ আখিরাতের বিশ্বাস: অন্যায়ের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরোধ

পৃথিবীতে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ অন্যায়ের শিকার হচ্ছে। শিশুরা নির্যাতিত হচ্ছে, নিরীহ মানুষ হত্যার শিকার হচ্ছে, জালিমরা পার পেয়ে যাচ্ছে। যার মনে আখিরাতের বিশ্বাস নেই, সে এই অন্যায়ের মুখে হয় হতাশায় ডুবে যায়, নয় প্রতিশোধের পথে নামে বা নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়ে। কিন্তু মুমিন জানে আখিরাতের কথা—তাই সে ধৈর্য ধরে, আল্লাহর উপর ভরসা রাখে।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

সূরা ইবরাহীম (১৪:৪২)

অনুবাদ: জালিমরা যা করছে সে সম্পর্কে আল্লাহকে কখনো গাফেল মনে করো না। তিনি কেবল তাদের সেই দিনের জন্য অবকাশ দিচ্ছেন যেদিন চোখ স্থির হয়ে যাবে।

এই আয়াতে নিপীড়িত মানুষের জন্য আল্লাহর দেওয়া সবচেয়ে শক্তিশালী সান্ত্বনা রয়েছে। আল্লাহ গাফেল নন—তিনি দেখছেন, তিনি জানছেন, এবং হিসাব নিচ্ছেন। তিনি জালিমকে অবকাশ দেন কারণ তিনি সময়ের মালিক—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ পার পাবে না।

৩.৪.২ আখিরাতের বিশ্বাস ও নৈতিক অনুপ্রেরণার সৌন্দর্য

আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে নৈতিক থাকার সবচেয়ে গভীর অনুপ্রেরণা দেয়। মানুষের তৈরি আইন কাউকে বাধ্য করতে পারে সাক্ষীর সামনে ভালো আচরণ করতে। কিন্তু যখন কেউ দেখছে না তখনও ভালো থাকার অনুপ্রেরণা আসে শুধু আখিরাতের বিশ্বাস থেকে।

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম (হাদীছে জিবরীল)

অনুবাদ: ইহসান হলো: তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ; আর যদি তুমি তাঁকে না দেখো, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন।

এই হাদীছে 'ইহসান' বা সর্বোচ্চ নৈতিক পর্যায়ের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহকে দেখার মতো করে ইবাদত করা—এই অনুভূতি আখিরাতের বিশ্বাস থেকেই আসে। যে মানুষ সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ দেখছেন এবং একদিন হিসাব নেবেন, তার পক্ষে একা থাকলেও পাপ করা কঠিন। এই স্বেচ্ছামূলক নৈতিকতাই সমাজের সবচেয়ে বড় ভিত্তি।

৩.৪.৩ জান্নাতের সৌন্দর্য: আশার সর্বোচ্চ মাত্রা

আখিরাতের বিশ্বাসের মধ্যে জান্নাতের ধারণা মানুষকে কঠিনতম পরিস্থিতিতেও এগিয়ে যাওয়ার শক্তি দেয়। জান্নাতের বর্ণনা কুরআনে এত বারবার এসেছে যে স্পষ্ট হয়—আল্লাহ চান তাঁর বান্দারা জান্নাতের জন্য আগ্রহী হোক।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

সূরা আস-সাজদাহ (৩২:১৭)

অনুবাদ: কোনো আত্মা জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে—তাদের আমলের পুরস্কার হিসেবে।

এই আয়াতের সৌন্দর্য হলো 'কোনো আত্মা জানে না' কথাটায়। জান্নাতের সৌন্দর্য এতটাই অসীম যে মানুষ তার কল্পনাও করতে পারে না। আমরা যা সুন্দর মনে করি—সবুজ বাগান, মিষ্টি পানি, সুন্দর সাথী, আনন্দের মুহূর্ত—এগুলো সব মিলিয়েও জান্নাতের এক মুহূর্তের ছায়াও নয়।

مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ২৭৯৩

অনুবাদ: জান্নাতে একটি চাবুক রাখার সমান জায়গা দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছু থেকে উত্তম।

এই হাদিস দুনিয়া ও আখিরাতের তুলনা এমনভাবে দেয় যা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেয়। জান্নাতের সবচেয়ে ছোট জায়গাটুকুও দুনিয়ার চেয়ে ভালো—এই উপলব্ধি মানুষকে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি থেকে মুক্ত করে এবং আখিরাতের জন্য পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করে।

৩.৪.৪ তাকদীরের বিশ্বাস: মানসিক প্রশান্তির চাবিকাঠি

আখিরাতের বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত তাকদীরের বিশ্বাস ইসলামের আকীদার এক বিশেষ সুন্দর উপাদান। আল্লাহ সবকিছু আগে থেকে জানেন এবং সবকিছু তাঁর হিকমাহর অংশ—এই বিশ্বাস মুমিনকে বিপদে অটল রাখে এবং সুখে অহংকার থেকে রক্ষা করে।

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ

সূরা আত-তাগাবুন (৬৪:১১)

অনুবাদ: আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদ আসে না। এবং যে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, আল্লাহ তার হৃদয়কে সঠিক পথে রাখেন।

এই আয়াতে তাকদীরের বিশ্বাসের সাথে হৃদয়ের হিদায়াতের সম্পর্ক জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যে বিপদকে আল্লাহর ইচ্ছা বলে মেনে নেয়, তার হৃদয় সঠিক থাকে—বিচলিত হয় না, ভেঙে পড়ে না। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের 'Acceptance and Commitment Therapy' যা শেখায়, তাকদীরের বিশ্বাস সেটাকে অনেক গভীর ও কার্যকরভাবে দেয়।

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৯৯৯

অনুবাদ: মুমিনের বিষয়টি আশ্চর্যজনক! তার সব কিছুই কল্যাণকর। সুখ এলে শোকর করে—এটি তার জন্য কল্যাণকর। বিপদ এলে সবর করে—এটিও তার জন্য কল্যাণকর।

এই হাদীছে মুমিনের জীবনের এক অনন্য সৌন্দর্য তুলে ধরা হয়েছে। মুমিনের জীবনে 'পরাজয়' বলে কিছু নেই—সুখে জেতে, বিপদেও জেতে। আখিরাত ও তাকদীরের বিশ্বাস এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল। এটি Positive Psychology-র সবচেয়ে বড় অর্জনের সাথে মিলে যায়, তবে ইসলাম এটি ঈমানের গভীরে প্রোথিত করে দেয়।

৩.৫ ঈমানের ছয় রুকনের অখণ্ড সৌন্দর্য

ইসলামের আকীদার পূর্ণ রূপ হলো ঈমানের ছয়টি রুকন, যা হাদীছে জিবরীলে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই ছয়টি হলো: আল্লাহর প্রতি ঈমান, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান, আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান, নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান, আখিরাতের প্রতি ঈমান এবং তাকদীরের প্রতি ঈমান। এই ছয়টির সামগ্রিক সৌন্দর্য হলো এগুলো মিলে একটি অখণ্ড বিশ্বদর্শন তৈরি করে যা মানুষের প্রতিটি অস্তিত্বমূলক প্রশ্নের উত্তর দেয়।

الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৮ (হাদীছে জিবরীল)

অনুবাদ: ঈমান হলো: আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনা; এবং তাকদীরের ভালো ও মন্দ উভয়ের প্রতি ঈমান আনা।

এই ছয়টি রুকনের যৌক্তিক শৃঙ্খলটি লক্ষ্য করুন: আল্লাহকে মানলে তাঁর দূত ফেরেশতাদের মানতে হবে → ফেরেশতাদের মানলে তাঁরা যে কিতাব নিয়ে এসেছেন তা মানতে হবে → কিতাব মানলে যাঁদের কাছে কিতাব নাযিল হয়েছে সেই নবীদের মানতে হবে → নবীদের মানলে তাঁরা যে আখিরাতের কথা বলেছেন তা মানতে হবে

→ আখিরাত মানলে সব কিছু আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছায় নির্ধারিত—এই তাকদীর মানতে হবে। এই অখণ্ড যুক্তিশৃঙ্খল ইসলামের আকীদার যৌক্তিক সৌন্দর্যের প্রমাণ।

এই ছয়টি রুকনের প্রতিটি মানুষের জীবনে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে:

১. **আল্লাহর প্রতি ঈমান:** মানুষের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে—কেন বাঁচব, কার জন্য বাঁচব।

২. **ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান:** মানুষকে সতর্ক করে যে তার প্রতিটি কাজ লেখা হচ্ছে, কোনো কিছু গোপন নয়।

৩. **কিতাবের প্রতি ঈমান:** মানুষকে পথ দেখায়—জীবন কীভাবে পরিচালনা করতে হবে।

৪. **নবীদের প্রতি ঈমান:** মানুষকে আদর্শ দেয়—কীভাবে জীবন যাপন করতে হবে তার জীবন্ত উদাহরণ।

৫. **আখিরাতের প্রতি ঈমান:** মানুষকে নৈতিক রাখে—জানে প্রতিটি কাজের হিসাব হবে।

৬. **তাকদীরের প্রতি ঈমান:** মানুষকে শান্ত রাখে—বিপদে ভাঙে না, সুখে অহংকারী হয় না।

৩.৬ আকীদা ও আধুনিক জীবন: চিরন্তন সৌন্দর্য, চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা

একবিংশ শতাব্দীতে ইসলামের আকীদার সৌন্দর্য আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কারণ আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংকটগুলো—মানসিক অস্থিরতা, নৈতিক শূন্যতা, জীবনের অর্থহীনতাবোধ, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা—এগুলোর সবই মূলত সঠিক আকীদার অভাব থেকে আসে।

৩.৬.১ তাওহীদ বনাম আধুনিক ভোগবাদ

আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা মানুষকে শিখিয়েছে সুখ মানে বস্তু: বড় বাড়ি, দামি গাড়ি, বিলাসবহুল জীবন। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে বস্তুগত সমৃদ্ধি মানুষকে সুখী করে না—বরং আরো বেশি চাওয়ার তৃষ্ণা বাড়ায়। তাওহীদের বিশ্বাস মানুষকে এই অতৃপ্তির চক্র থেকে মুক্ত করে। যে মানুষ জানে আল্লাহই যথেষ্ট, সে বস্তুর পেছনে দৌড়ায় না।

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

সূরা আত-তালাক (৬৫:৩)

অনুবাদ: যে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

৩.৬.২ রিসালাত বনাম আধুনিক নেতৃত্বের সংকট

আধুনিক বিশ্বে নেতৃত্বের সংকট তীব্র। রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী নেতা, সমাজ-সংস্কারক—সবার মধ্যেই দুর্নীতি, ভণ্ডামি ও স্বার্থপরতার অভিযোগ ওঠে। মানুষ এমন একজন আদর্শের সন্ধান করছে যার জীবন তার কথার সাথে মিলে। ইসলামের রিসালাতের বিশ্বাস মানুষকে সেই পরিপূর্ণ আদর্শ দেয়—নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যাঁর জীবনে কোনো দ্বিমুখিতা ছিল না।

৩.৬.৩ আখিরাতের বিশ্বাস বনাম আধুনিক নৈতিক শূন্যতা

ধর্মহীন বস্তুবাদী দর্শন মানুষকে বলে: মৃত্যুর পরে কিছু নেই, তাই এই জীবনেই সব উপভোগ করো। এই দর্শন থেকেই আসে 'নিজের স্বার্থে সব করা যায়' মানসিকতা, যা সমাজের নৈতিক ভিত্তি ভেঙে দেয়। আখিরাতের বিশ্বাস এই শূন্যতা পূরণ করে—মানুষ জানে, মৃত্যুর পরেও জীবন আছে এবং প্রতিটি কাজের হিসাব হবে। এই জ্ঞান মানুষকে ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য অন্যায় করতে বিরত রাখে।

৩.৭ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর দৃষ্টিতে আকীদার সৌন্দর্য

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ তাঁর 'ইসলামের সৌন্দর্য' গ্রন্থে আকীদার সৌন্দর্যকে কয়েকটি মূল ধারণার আলোকে উপস্থাপন করেছেন।

প্রথমত, তিনি বলেছেন যে ইসলামের আকীদা মানুষের 'আকল' বা বিবেকের বিরোধী নয়, বরং বিবেকের সর্বোচ্চ পরিণতি। যে মানুষ সত্যিকারের বিবেক দিয়ে চিন্তা করে, সে তাওহীদ ছাড়া অন্য কোনো বিশ্বাসকে যুক্তিগতভাবে সঠিক মানতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত, মাওলানা থানভী রহ. বলেছেন যে ইসলামের আকীদা মানুষকে 'কামাল' বা পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। তাওহীদ মানুষকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়, রিসালাত মানুষকে সর্বোচ্চ আদর্শ দেয় এবং আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে সর্বোচ্চ অনুপ্রেরণা দেয়।

তৃতীয়ত, তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে ইসলামের আকীদার সৌন্দর্য শুধু তাত্ত্বিক নয়—এটি ব্যবহারিক ও অনুভবযোগ্য। যে মানুষ তাওহীদের বিশ্বাস সত্যিকার অর্থে অন্তরে ধারণ করেছে, সে তার জীবনে এক অসাধারণ শান্তি ও আলো অনুভব করে।

"সঠিক আকীদা মানুষের জীবনকে একটি সুন্দর কবিতায় পরিণত করে—যেখানে প্রতিটি শব্দ অর্থপূর্ণ, প্রতিটি চরণ সংগীতময় এবং সমগ্র রচনাটি একটি মহান সত্যের দিকে ধাবিত। আর ভুল আকীদা মানুষের জীবনকে করে তোলে এক অর্থহীন গোলকধাঁধা।"

— মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ, ইসলামের সৌন্দর্য

৩.৮ অধ্যায়ের উপসংহার: আকীদার সৌন্দর্যের সারকথা

এই অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিতভাবে ইসলামের আকীদার তিনটি মূল স্তম্ভ—তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত—এবং সংশ্লিষ্ট তাকদীরের বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত গভীর ও বহুমাত্রিক সৌন্দর্য আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে:

◈ তাওহীদ মানুষকে মুক্তি দেয়, মর্যাদা দেয়, যুক্তিসংগত বিশ্বদর্শন দেয় এবং হৃদয়ে প্রশান্তি দেয়।

◈ রিসালাত মানুষকে পথপ্রদর্শন দেয়, একটি জীবন্ত আদর্শ দেয় এবং প্রমাণ করে যে ইসলামের শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য।

◈ আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে নৈতিক শক্তি দেয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা দেয় এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অর্থময় করে।

◈ তাকদীরের বিশ্বাস মানুষকে বিপদে শান্ত রাখে এবং সুখে কৃতজ্ঞ রাখে।

এই সমন্বিত আকীদা মানুষের জীবনকে একটি সুশৃঙ্খল, অর্থময় এবং সুন্দর কাঠামোয় সাজিয়ে দেয়। এটি শুধু বিশ্বাস নয়—এটি একটি জীবনদর্শন যা মানুষকে তার সত্তার গভীরে স্পর্শ করে।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا

সূরা ইবরাহীম (১৪:২৪–২৫)

অনুবাদ: তুমি কি দেখোনি আল্লাহ কীভাবে উপমা দিয়েছেন? পবিত্র কালেমাকে পবিত্র বৃক্ষের সাথে—যার শিকড় দৃঢ় এবং শাখা আকাশে। সে প্রতি মৌসুমে তার ফল দেয় তার রবের অনুমতিতে।

এই আয়াতে কালেমা তাওহীদকে একটি পরিপূর্ণ বৃক্ষের সাথে তুলনা করা হয়েছে। শিকড় মাটির গভীরে দৃঢ়—এটি তাওহীদের অটল বিশ্বাস। শাখা আকাশে উঁচু—এটি রিসালাতের উন্নত আদর্শ। এবং প্রতি মৌসুমে ফল দেয়—এটি আখিরাতের অফুরন্ত পুরস্কার। এই একটি উপমায় ইসলামের আকীদার সমগ্র সৌন্দর্য ধরা পড়েছে।

✦ ✦ ✦

চতুর্থ অধ্যায় - ইবাদতের সৌন্দর্য

হুসনুল ইবাদাহ — বান্দার হৃদয় থেকে আরশ পর্যন্ত পৌঁছানো সৌন্দর্যের এক অনন্য যাত্রা

৪.১ ইবাদত: আল্লাহর সাথে বান্দার অনন্য সম্পর্কের সেতু

আরবী 'ইবাদত' (عِبَادَة) শব্দের মূল হলো 'আবদ' (عَبْد) — অর্থ দাস বা বান্দা। কিন্তু ইসলামে এই দাসত্ব লাঞ্ছনার নাম নয়, বরং এটি সর্বোচ্চ মর্যাদার প্রকাশ। যে মানুষ কেবল আল্লাহর বান্দা, সে আর কারো বান্দা নয়। তাই ইসলামে ইবাদত মানে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে সকল অপমানকর দাসত্ব থেকে মুক্তি। ইবাদতের সৌন্দর্য এই মুক্তিতেই।

আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছেন এক সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর আয়াতে:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

সূরা আয-যারিয়াত (৫১:৫৬)

অনুবাদ: আমি জিন ও মানুষকে কেবল এই জন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদত করবে।

এই আয়াতটি মানুষের অস্তিত্বের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দেয়। ইবাদত কোনো বোঝা নয়—এটি মানুষের সত্তার সাথে অঙ্গীভূত। পাখি যেমন উড়তে সৃষ্ট, মাছ যেমন সাঁতরাতে সৃষ্ট, মানুষ তেমনি আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্ট। ইবাদত করলে মানুষ তার প্রকৃত সত্তার কাছে ফিরে যায়—এতে একটি গভীর আত্মিক শান্তি ও পরিতৃপ্তি অনুভব হয় যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: 'ইবাদতের সৌন্দর্য এই যে, এটি মানুষকে তার মালিকের সাথে সংযুক্ত রাখে। একটি যন্ত্র যখন তার বিদ্যুৎ উৎসের সাথে সংযুক্ত থাকে, তখনই সে কাজ করতে পারে। মানুষও যখন ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত থাকে, তখনই তার জীবন সচল, অর্থময় ও সুন্দর হয়।'

ইবাদতের তিনটি মূল উপাদান

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ.-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী প্রকৃত ইবাদতে তিনটি উপাদান একসাথে থাকতে হয়: (১) মুহাব্বাত — আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা, যা ইবাদতকে আনন্দদায়ক করে; (২) খাওফ — আল্লাহর ভয়, যা ইবাদতকে মনোযোগী করে; (৩) রাজা — আল্লাহর রহমতের আশা, যা ইবাদতকে অর্থবহ করে। এই তিনটি একসাথে

না থাকলে ইবাদত অসম্পূর্ণ। শুধু ভয়ে ইবাদত করা দাসত্ব, শুধু আশায় ইবাদত করা ধোঁকা — কিন্তু তিনটির সমন্বয়ে ইবাদত হয় সত্যিকারের সুন্দর।

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ ও ইবাদতের পাঁচ মাত্রা

কালেমা — বিশ্বাসের ইবাদত (আন্তরিক) • সালাত — দেহ ও আত্মার ইবাদত (দৈনিক) • সাওম — সংযমের ইবাদত (বার্ষিক) • যাকাত — সম্পদের ইবাদত (সামাজিক) • হজ — সর্বাঙ্গীণ ইবাদত (জীবনকালীন)

৪.২ সালাতের সৌন্দর্য: পাঁচবার আল্লাহর দরবারে হাজিরা

সালাত ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ এবং সবচেয়ে নিয়মিত ইবাদত। দিনে পাঁচবার—ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা—আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর এই ব্যবস্থা মানুষের জীবনকে একটি চমৎকার ছন্দ দেয়। সালাতের সৌন্দর্য বহুমাত্রিক—এটি একই সাথে ইবাদত, ধ্যান, শরীরচর্চা, সামাজিক সমতার প্রকাশ এবং সময় ব্যবস্থাপনার শিক্ষা।

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

সূরা আন-নিসা (৪:১০৩)

অনুবাদ: নিশ্চয়ই সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ।

সালাতের নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণের মধ্যে একটি গভীর প্রজ্ঞা আছে। ফজরের নামাজ ভোরের শীতল আলোয়—দিনের শুরুটা আল্লাহর স্মরণে। যোহর দুপুরে—দিনের ব্যস্ততার মাঝখানে একটা বিরতি, আল্লাহর কাছে ফিরে আসা। আসর বিকেলে—দিনের শেষ প্রহরের স্মরণ। মাগরিব সন্ধ্যায়—দিন শেষের কৃতজ্ঞতা। ইশা রাতে—বিশ্রামের আগে আল্লাহর সামনে হিসাব। এই পাঁচটি সময় মিলে মানুষের সারাদিনকে একটি সুন্দর আধ্যাত্মিক কাঠামোয় সাজিয়ে দেয়।

৪.২.১ সালাতের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য: আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথন

সালাতের সবচেয়ে গভীর সৌন্দর্য হলো এটি আল্লাহর সাথে বান্দার সরাসরি কথোপকথন। সুরা ফাতিহা পাঠের সময় আল্লাহ প্রতিটি আয়াতের জবাব দেন। এই রহস্যময় ও অপূর্ব সংলাপের কথা স্বয়ং নবীজি একটি হাদীছে কুদসীতে বর্ণনা করেছেন:

قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ حَمِدَنِي عَبْدِي

সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৩৯৫

অনুবাদ: আমি সালাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দুই ভাগে ভাগ করেছি। যখন বান্দা বলে 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন', আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।

এই হাদীছে কুদসীর গভীরতা অনুভব করুন। প্রতিদিন সতেরো রাকাত ফরজ নামাজে সতেরোবার সূরা ফাতিহা পড়া হয়। অর্থাৎ প্রতিদিন সতেরোবার আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার কথা শুনে সাড়া দেন। পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানুষটিও প্রতিদিন সতেরোবার আপনার কথার জবাব দেয় না—কিন্তু আল্লাহ দেন। এই সম্পর্কের সৌন্দর্য আর কোথায় পাবেন?

৪.২.২ সিজদার সৌন্দর্য: বান্দার সর্বনম্রতায় আল্লাহর সর্বোচ্চ নৈকট্য

সালাতের সবচেয়ে গভীর মুহূর্ত হলো সিজদা। মানুষের শরীরের সর্বোচ্চ অঙ্গ—মাথা—আল্লাহর সামনে মাটিতে রাখা হয়। এই পরম নম্রতার মুহূর্তে আল্লাহর সাথে সবচেয়ে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়। নবীজি বলেছেন:

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৪৮২

অনুবাদ: বান্দা তার রবের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকে যখন সে সিজদায় থাকে, তাই সেই সময় বেশি বেশি দুআ করো।

এই হাদীছে একটি চমৎকার বৈপরীত্য লুকিয়ে আছে। পৃথিবীর যেকোনো সম্পর্কে দূরত্ব কমে ঘনিষ্ঠতায়, উপরে উঠলে মর্যাদা বাড়ে, নিচে নামলে সম্মান কমে। কিন্তু আল্লাহর সাথে সম্পর্কে উল্টো—যত নিচে নামো, যত বিনীত হও, তত কাছে যাও। সিজদায় মাথা মাটিতে রাখা মানে আত্মার উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছানো। এটি ইসলামী ইবাদতের এক অনন্য সুন্দর দর্শন।

৪.২.৩ জামাতের সৌন্দর্য: কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সামাজিক সাম্য

ইসলামের জামাতে নামাজ সামাজিক সাম্যের পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্যগুলোর একটি। মসজিদের কাতারে রাষ্ট্রপ্রধান ও রিকশাওয়ালা, ডাক্তার ও কৃষক, ধনী ও গরিব কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়। মাটি, পোশাক, ভাষা, বর্ণের কোনো পার্থক্য নেই—সবাই আল্লাহর সামনে সমান।

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬৩১

অনুবাদ: তোমরা সেভাবে নামাজ পড়ো যেভাবে আমাকে নামাজ পড়তে দেখেছ।

জামাতে নামাজের ফজিলত একা নামাজের চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি। এই সাতাশ গুণের মধ্যে রয়েছে সামাজিক সংহতির পুরস্কার—যে সমাজ একসাথে দাঁড়ায়, একসাথে ঝোঁকে, একসাথে সিজদা করে, সেই সমাজ বাইরেও ঐক্যবদ্ধ থাকে। নামাজের কাতার সোজা রাখার নির্দেশ দিতে গিয়ে নবীজি বলেছেন: কাতার সোজা না হলে হৃদয়ে বিভেদ সৃষ্টি হয়। এই শিক্ষা কতটা গভীর এবং কতটা সুন্দর!

জামাআতে সালাতের দৃশ্যটি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর সামাজিক দৃশ্যগুলোর একটি। একই কাতারে দাঁড়িয়ে আছেন ধনী-গরিব, কালো-সাদা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত — সবাই একই ভাষায়, একই ভঙ্গিতে, একই আল্লাহর ইবাদত করছেন। এই সাম্যের দৃশ্য পৃথিবীর আর কোনো সভ্যতা তৈরি করতে পারেনি।

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬৪৫; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৫০

অনুবাদ: জামাআতের সালাত একাকী সালাতের চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি মর্যাদাবান।

মাওলানা থানভী রহিমাহুল্লাহ জামাআতের সালাতের সৌন্দর্য বিশ্লেষণে বলেছেন: 'সাতাশ গুণ পুরস্কার শুধু ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয় — এতে সমাজের একটি সুন্দর বার্তা আছে। যে একা ইবাদত করে সে নিজের জন্য ভাবে; যে জামাআতে আসে সে বলছে: আমি আমার ভাইদের সাথে আছি, আমাদের রব এক, আমাদের গন্তব্য এক।' এই সামষ্টিক চেতনাই জামাআতের সালাতের সৌন্দর্য।

📖 ঐতিহাসিক দৃশ্য: মক্কা বিজয়ের সালাত

মক্কা বিজয়ের দিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার সামনে নামাজ পড়লেন। সাথে দাঁড়ালেন সাহাবায়ে কেরাম — সেই কাতারে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি ছিলেন হাবশার দাস। সালাতের কাতারে দাস ও খলিফা পাশাপাশি — এই দৃশ্য ইসলামের সাম্যের সৌন্দর্যের চিরকালীন প্রতীক।

৪.২.৪ সালাতের সময়সূচির সৌন্দর্য: প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়সূচি প্রকৃতির সাথে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ — এটি সালাতের একটি বিজ্ঞানসম্মত সৌন্দর্য। ফজরের সালাত ভোরের সাথে — দিনের শুরু হোক আল্লাহর স্মরণে। যোহর দুপুরে — দিনের মাঝবেলায় একটি বিরতি নিয়ে স্রষ্টার কথা মনে করা। আসর বিকেলে — দিনের শেষ প্রহরে। মাগরিব সূর্যাস্তে — দিন শেষ হোক শোকরগুজারিতে। ইশা রাতে — রাতের বিশ্রামের আগে আত্মিক প্রশান্তি।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও নিউরোসায়েন্স বলছে, মানুষের মনোযোগ ও উৎপাদনশীলতা প্রতি ৯০-১২০ মিনিটে একটি চক্র সম্পন্ন করে — এরপর বিরতি দরকার। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়সূচি এই চক্রের সাথে প্রায় মিলে যায়। এটি কোনো কাকতাল নয় — এটি সেই স্রষ্টার পক্ষ থেকে নির্ধারিত যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার প্রয়োজন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন।

৪.২.৪ সালাতের বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্য: শরীর ও মনের সুস্বাস্থ্য

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সালাতের বিভিন্ন রুকনের শারীরিক উপকারিতা আবিষ্কার করেছে। কিয়াম বা দাঁড়ানো শিরদাঁড়াকে সোজা রাখে এবং সঠিক ভঙ্গিমা অনুশীলন করায়। রুকুতে কোমরের পেশী প্রসারিত হয় এবং মেরুদণ্ড নমনীয় থাকে। সিজদায় মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি পায়—যা স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগ বাড়ায়। তাশাহহুদের ভঙ্গিমায় হাঁটুর জয়েন্টের ব্যায়াম হয়। দিনে পাঁচবার এই নিয়মিত ব্যায়াম শরীরকে সক্রিয় ও সুস্থ রাখে।

মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকেও সালাত অত্যন্ত কার্যকর। সালাত হলো Mindfulness-এর সর্বোচ্চ রূপ—প্রতিটি আয়াত, প্রতিটি তাসবীহ মানুষকে বর্তমান মুহূর্তে ধরে রাখে। যে মানুষ দিনে পাঁচবার সব চিন্তা ছেড়ে আল্লাহর সামনে হাজির হয়, তার মন অনেক বেশি শান্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত নামাজ পড়া মানুষের মধ্যে বিষণ্নতা ও উদ্বেগের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

"সালাত হলো সেই ঝরনা যাতে প্রতিদিন পাঁচবার ডুব দিলে পাপের ময়লা ধুয়ে যায়। যে মানুষ প্রতিদিন পাঁচবার স্নান করে তার শরীরে ময়লা থাকতে পারে না—সেভাবে যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে তার আত্মায় পাপের ময়লা জমতে পারে না।"

— মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

সূরা আল-আনকাবুত (২৯:৪৫)

অনুবাদ: নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর স্মরণই সর্বোচ্চ।

এই আয়াতে সালাতের দুটি মহান সৌন্দর্য একসাথে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত, সালাত মানুষকে অশ্লীলতা ও মন্দ থেকে রক্ষা করে—এটি একটি নৈতিক সুরক্ষাব্যবস্থা।

দ্বিতীয়ত, সালাত আল্লাহর স্মরণের সর্বোচ্চ মাধ্যম। এই দ্বিমাত্রিক কার্যকারিতা সালাতকে ইসলামের সবচেয়ে সুন্দর ও সমন্বিত ইবাদত করে তুলেছে।

৪.৩ সালাতের আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক সৌন্দর্য

সালাতের সৌন্দর্য কেবল ধর্মীয় দৃষ্টিতে নয়, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও অত্যন্ত স্পষ্ট। সালাত একটি পরিপূর্ণ মানসিক পুনরুজ্জীবন কার্যক্রম যা দিনের মধ্যে পাঁচবার মানুষকে দুনিয়ার চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহর সাথে পুনরায় সংযুক্ত করে।

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

সূরা আল-আনকাবূত (২৯:৪৫)

অনুবাদ: নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর যিকরই সর্বোচ্চ।

এই আয়াতে সালাতের দুটি কার্যকারিতা বলা হয়েছে। প্রথমত, এটি নেগেটিভ দিক থেকে রক্ষা করে — অশ্লীলতা ও মন্দ থেকে বিরত রাখে। দ্বিতীয়ত, এটি পজিটিভ কিছু দেয় — আল্লাহর যিকর, যা সর্বোচ্চ জিনিস। এই দ্বিমুখী কার্যকারিতা সালাতকে একটি পরিপূর্ণ 'আত্মিক চিকিৎসা ব্যবস্থায়' পরিণত করে।

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সালাতে যা ঘটে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ: নির্দিষ্ট সময়ে ইবাদত করলে মস্তিষ্কে 'রুটিন' তৈরি হয় যা উদ্বেগ কমায়। শারীরিক নড়াচড়া (রুকু-সিজদাহ) মেডিটেশনের মতো কাজ করে। আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর অনুভূতি 'পার্সপেক্টিভ' তৈরি করে — দুনিয়ার সমস্যাগুলো তুলনামূলকভাবে ছোট মনে হয়। সূরা ফাতিহার পাঠ ইতিবাচক দুআ ও ইতিবাচক চিন্তার অনুশীলন। এই সব মিলিয়ে সালাত একটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণযোগ্য মানসিক সুস্বাস্থ্য অনুশীলন।

"সালাতে দাঁড়ালে আমার অনুভব হয় এটি কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয় — এটি আমার রবের সাথে আমার একান্ত কথোপকথন। প্রতিটি আয়াতে তিনি আমাকে কিছু বলছেন, প্রতিটি দুআয় আমি তাঁকে কিছু বলছি। এই দ্বিমুখী কথোপকথনই সালাতের সৌন্দর্যের মূল।"

— মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ, ইসলামের সৌন্দর্য

৪. ৪ সাওমের সৌন্দর্য: আত্মজয়ের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য

রমজানের সিয়াম সাধনা ইসলামের সবচেয়ে বিশেষ ইবাদতগুলোর একটি। সারা পৃথিবীতে ১৮০ কোটি মুসলিম একই মাসে, একই নিয়মে, একই উদ্দেশ্যে উপবাস পালন করে—এই দৃশ্যটি মানবজাতির ইতিহাসে অতুলনীয়। সাওমের সৌন্দর্য তার বহুস্তরীয় কার্যকারিতায়: একই সাথে আত্মিক পরিশুদ্ধি, শারীরিক উপকার, সামাজিক সংহতি এবং আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

সূরা আল-বাকারাহ (২:১৮৩)

অনুবাদ: হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।

সাওমের উদ্দেশ্য—তাকওয়া। তাকওয়া মানে আল্লাহ-সচেতনতা, এমন একটি অবস্থা যেখানে মানুষ প্রতিটি কাজে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং মন্দ থেকে বিরত থাকে। একমাসের সিয়াম সাধনা একজন মানুষকে এই তাকওয়ার গুণটি অর্জন করতে সাহায্য করে এবং বছরের বাকি মাসগুলোর জন্য আত্মিক পুঁজি সংগ্রহ করে দেয়।

৪.৪.১ সাওমের অনন্য মর্যাদা: আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর পুরস্কার

সাওম শুধু ইবাদত নয়, এটি আল্লাহর সাথে বান্দার একটি বিশেষ গোপন সম্পর্ক। কারণ সাওম এমন একটি ইবাদত যা বাইরে থেকে দেখা যায় না। নামাজ, যাকাত, হজ—এগুলো অন্যরা দেখতে পারে। কিন্তু সাওম কেবল বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে। এই গোপনীয়তাই সাওমের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য। আল্লাহ তাআলা এক হাদীছে কুদসীতে বলেছেন:

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ১৯০৪

অনুবাদ: আদম সন্তানের প্রতিটি আমল তার নিজের জন্য—কিন্তু সিয়াম আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।

এই হাদীছে কুদসীর গভীরতা অপরিসীম। অন্য সব ইবাদতের পুরস্কার নির্দিষ্ট—প্রতিটি ভালো কাজের বিনিময়ে দশ থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত। কিন্তু সাওমের পুরস্কার আল্লাহ নিজে দেবেন, এবং সেই পুরস্কারের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি—কারণ আল্লাহর পুরস্কার সীমাহীন। এই অনির্ধারিত সীমাহীন পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিই সাওমকে সবচেয়ে বিশেষ করে তুলেছে।

৪.৪.২ সাওম ও মানবিক সহানুভূতির সৌন্দর্য

সাওমের একটি অপূর্ব সামাজিক সৌন্দর্য হলো এটি মানুষকে দরিদ্রের কষ্ট বুঝতে শেখায়। যে ধনী ব্যক্তি কখনো না খেয়ে থাকেননি, তিনি রোজার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করেন। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তার মনে গরিবের প্রতি সহানুভূতি তৈরি করে। ধনী যখন রোজা রাখেন, তিনি অনুভব করেন ক্ষুধার যন্ত্রণা — যা একজন গরিব মানুষ প্রতিদিন অনুভব করে। এই অনুভূতি তাঁকে সহানুভূতিশীল করে তোলে। রমাদান মাসে যাকাত, ফিতরা ও দান-সাদাকার পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যায় — কারণ রোজাদার ক্ষুধার কষ্ট বুঝতে পারছেন। রমজানে দানের পরিমাণ বহুগুণ বাড়ে—এটি কাকতালীয় নয়, বরং সাওমের এই সামাজিক শিক্ষার ফল।

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ১৯০৩

অনুবাদ: যে মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কাজ ছাড়ল না, তার শুধু খাওয়া-পানীয় ছাড়ার কোনো প্রয়োজন আল্লাহর নেই।

এই হাদীছে সাওমের আসল উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সাওম কেবল পেট খালি রাখার নাম নয়—এটি মুখ, চোখ, কান, হাত ও মনের পূর্ণ সংযম। যে ব্যক্তি শুধু পানাহার ছাড়ে কিন্তু মিথ্যা, গীবত, ঝগড়া ছাড়ে না, তার রোজা অর্থহীন। এই সামগ্রিক সংযমের শিক্ষাই সাওমকে একটি পূর্ণ চারিত্রিক পরিশোধন পদ্ধতিতে পরিণত করে।

৪.৪.৩ সাওমের বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্য: চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্বীকৃতি

২০১৬ সালে জাপানি বিজ্ঞানী ইয়োশিনোরি ওহসুমি উপবাসের মাধ্যমে শরীরে সংঘটিত 'অটোফাজি' প্রক্রিয়া আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। অটোফাজি হলো শরীরের নিজস্ব পরিশোধন প্রক্রিয়া—উপবাসের সময় শরীরের কোষগুলো তাদের ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলোকে ভেঙে নতুন করে তৈরি করে। এই প্রক্রিয়া বার্ধক্য রোধ করে, ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিরোধ করে। ইসলাম চৌদ্দশো বছর আগে যে রোজার বিধান দিয়েছে, আধুনিক বিজ্ঞান সেটির বৈজ্ঞানিক যুক্তিকতা আজ আবিষ্কার করেছে—এটি ইসলামের বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্যের এক জীবন্ত প্রমাণ।

৪.৪.৪ ইফতারের সৌন্দর্য: আনন্দের দুটি মুহূর্ত

রোজার সৌন্দর্যের একটি বিশেষ দিক হলো ইফতারের আনন্দ। সারাদিনের সংযমের পর সন্ধ্যায় যখন খেজুর বা পানি দিয়ে রোজা ভাঙা হয় — সেই মুহূর্তের আনন্দ পার্থিব কোনো সুখের সাথে তুলনা করা যায় না। নবীজি বলেছেন:

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ১৯০৪; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১১৫১

অনুবাদ: রোজাদারের দুটি আনন্দ আছে — একটি ইফতারের সময়, আরেকটি তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময়।

এই হাদীছে সিয়ামের পুরস্কারকে দুটি আনন্দে ভাগ করা হয়েছে — একটি দুনিয়াতে (ইফতার) এবং একটি আখিরাতে (আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ)। ইসলামের ইবাদতে সবসময় এই দুই জগতের সমন্বয় — এটিই ইসলামী ইবাদতের চিরন্তন সৌন্দর্য।

৪.৫ যাকাতের সৌন্দর্য: সম্পদের পরিশুদ্ধি ও সামাজিক ন্যায়বিচার

যাকাত ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ এবং ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের অন্যতম সুন্দর প্রকাশ। 'যাকাত' শব্দের দুটি অর্থ আছে: পরিশুদ্ধি ও বৃদ্ধি। এই দুটি অর্থই যাকাতের সৌন্দর্য বহন করে—দান করলে সম্পদ পরিশুদ্ধ হয় এবং একই সাথে বরকতের মাধ্যমে বাড়ে। কুরআনে সালাত ও যাকাতের উল্লেখ প্রায় আশিটিরও বেশি জায়গায় একসাথে এসেছে, যা প্রমাণ করে ইসলামে ব্যক্তিগত ইবাদত ও সামাজিক দায়িত্ব অবিচ্ছেদ্য।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

সূরা আন-নূর (২৪:৫৬)

অনুবাদ: সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়।

৪.৫.১ যাকাতের অর্থনৈতিক সৌন্দর্য: চৌদ্দশো বছর আগের কল্যাণ রাষ্ট্র

যাকাতের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক সৌন্দর্য হলো এটি সম্পদের কেন্দ্রীভবন রোধ করে। আধুনিক অর্থনীতিবিদরা আজ যে 'Wealth Redistribution' বা সম্পদ পুনর্বণ্টনের কথা বলছেন, ইসলাম সেটা চৌদ্দশো বছর আগেই বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। প্রতি বছর নিসাব পরিমাণ সম্পদের উপর আড়াই শতাংশ যাকাত দিলে ধনীদের সম্পদ কেবল ধনীদের মধ্যেই ঘুরতে পারে না—বরং সমাজের নিচের স্তরে পৌঁছায়।

মাওলানা থানভী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: 'যাকাত একটি বাধ্যতামূলক সামাজিক বীমা ব্যবস্থা। ধনীরা প্রিমিয়াম দেয়—যাকাত—এবং বিনিময়ে সমাজ স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ থাকে। কারণ দারিদ্র্য ও বৈষম্য সমাজে যে অস্থিরতা তৈরি করে, যাকাত সেটা প্রতিরোধ করে। এটি ইসলামের সামাজিক দূরদর্শিতার এক অনন্য সুন্দর প্রকাশ।'

৪.৫.২ যাকাতের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য: সম্পদের প্রতি লোভ থেকে মুক্তি

যাকাতের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য হলো এটি মানুষকে সম্পদের প্রতি লোভ ও আসক্তি থেকে মুক্ত করে। মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতাগুলোর একটি হলো সম্পদের লোভ। যাকাতের বিধান মানুষকে প্রতি বছর মনে করিয়ে দেয় যে সম্পদ আল্লাহর দেওয়া আমানত, এর মালিক তুমি নও।

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

সূরা আত-তাওবাহ (৯:১০৩)

অনুবাদ: তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ গ্রহণ করো—এটি তাদের পরিশুদ্ধ করবে এবং পবিত্র করবে।

এই আয়াতে যাকাতকে 'তাহারাত' বা পরিশুদ্ধি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্পদ দান করলে সম্পদ পরিশুদ্ধ হয়, দাতার আত্মাও পরিশুদ্ধ হয়। এই দ্বিমুখী পরিশুদ্ধির ধারণা অত্যন্ত সুন্দর—শুধু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা নয়, বরং আত্মিক উন্নতিও।

যাকাতের অর্থনৈতিক সৌন্দর্য: ইসলামের সুষম বণ্টন ব্যবস্থা

যাকাতের হার মাত্র ২.৫% — কিন্তু এটি যদি সকল সক্ষম মুসলিম সঠিকভাবে আদায় করতেন, তাহলে পৃথিবীর কোনো মুসলিম দেশে দারিদ্র্য থাকত না। একটি হিসাবে দেখা গেছে, বিশ্বের মুসলিমরা যদি সঠিকভাবে যাকাত দিত, তাহলে বার্ষিক যাকাতের পরিমাণ হত ৬০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি — যা জাতিসংঘের সমস্ত উন্নয়ন সাহায্যের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। এটিই ইসলামের অর্থনৈতিক ইবাদতের চিরন্তন সৌন্দর্য।

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৮৮

অনুবাদ: সাদাকাহ কখনো সম্পদ কমায় না।

এই সংক্ষিপ্ত হাদীছে একটি অলৌকিক সত্য আছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দান করলে সম্পদ কমার কথা—কিন্তু আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো দান সম্পদ কমায় না, বরং বরকতের মাধ্যমে বাড়ায়। মুমিনরা এটি বারবার তাদের জীবনে অনুভব করেছেন।

মাওলানা থানভী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: 'যাকাতের সৌন্দর্য হলো এটি জোরপূর্বক কর নয় — এটি আল্লাহর ভালোবাসায় দেওয়া। যখন মানুষ বোঝে যে তার সম্পদ আসলে আল্লাহর আমানত, তখন সে যাকাত দেওয়াকে কষ্টের মনে করে না। বরং সে চিন্তিত হয় যে আমানত ঠিকমতো আদায় হচ্ছে কিনা।' এই দৃষ্টিভঙ্গিই যাকাতকে একটি আনন্দের ইবাদতে পরিণত করে।

৪.৬ হজের সৌন্দর্য: ইবাদতের সর্বোচ্চ সৌন্দর্য — ঐক্য, সাম্য ও আত্মসমর্পণের মহোৎসব

হজ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ এবং সবচেয়ে ব্যাপক ও সামগ্রিক ইবাদত। হজের সৌন্দর্য তার বহুমাত্রিকতায়—এটি একই সাথে ইবাদত, ভ্রমণ, ইতিহাস, দুআ, স্মরণ, ত্যাগ এবং মানবিক মিলনের এক অনন্য সমন্বয়। পৃথিবীর ১৮০টিরও বেশি দেশ থেকে বিভিন্ন ভাষা, বর্ণ ও সংস্কৃতির মানুষ একত্রিত হয় মক্কায়—এই দৃশ্য মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে সুন্দর আন্তর্জাতিক মিলনের দৃশ্যগুলোর একটি।

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

সূরা আল-হজ (২২:২৭)

অনুবাদ: মানুষের মধ্যে হজের ঘোষণা দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল দূর পথ থেকে কৃশকায় উটের পিঠে চড়ে।

এই আয়াতটি হজের আন্তর্জাতিক সৌন্দর্যকে তুলে ধরে। 'কুল্লি ফাজ্জিন আমীক'—প্রতিটি দূর পথ থেকে। পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই হোক, মুসলিমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে ছুটে আসে মক্কায়। এই আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের দৃশ্য ইসলামের সার্বজনীনতার সবচেয়ে দৃশ্যমান প্রমাণ।

৪.৬.১ ইহরামের সাম্যের সৌন্দর্য: রাজা ও ভিখারি একই পোশাকে

হজের সবচেয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য সৌন্দর্য হলো ইহরামের পোশাক। ইহরামে সকলেই একই দুই টুকরো সাদা কাপড়—কোনো পার্থক্য নেই রাজা ও ভিক্ষুকের মধ্যে, ডাক্তার ও কৃষকের মধ্যে, আমেরিকানের ও আফ্রিকানের মধ্যে। মানুষ পরিচয় হারায় তার পদ, ক্ষমতা ও সম্পদের—এবং ফিরে পায় সবচেয়ে মূল পরিচয়: আল্লাহর বান্দা। এই দৃশ্যটি আখিরাতের একটি রূপক — যেদিন সবাই একই অবস্থায় আল্লাহর সামনে হাজির হবে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৬৪

অনুবাদ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও সম্পদের দিকে তাকান না — বরং তিনি তোমাদের হৃদয় ও কর্মের দিকে তাকান।

হজ্জের ইহরাম এই হাদিসকে দৃশ্যমান করে দেয়। যখন সবাই একই পোশাকে, তখন বাইরের পার্থক্য ম্লান হয়ে যায় — শুধু থাকে ভেতরের তাকওয়া। মাওলানা থানভী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: 'হজ্জে গিয়ে যে মানুষ সত্যিই বদলে যায়, সে আসলে বুঝে নিয়েছে যে দুনিয়ার সব পার্থক্য সাময়িক — আল্লাহর কাছে শুধু তাকওয়া টিকবে।'

হজের এই সাম্য কেবল পোশাকে নয়, কর্মে ও দুআতেও। সবাই একই মাঠে দাঁড়ায়, একই কাবা তাওয়াফ করে, একই পাথরে চুম্বন দেয়, একই পানি পান করে, একই আরাফায় অবস্থান করে। সমগ্র হজের অনুষ্ঠান যেন মৃত্যুর পরের জীবনের মহড়া—যখন সত্যিই সবাই সমান হয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে।

৪.৬.২ আরাফার সৌন্দর্য: বিদায় হজের ঘোষণায় মানবতার সনদ

হজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হলো আরাফার ময়দানে অবস্থান। এই মাঠে দশম হিজরিতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছেন, তা মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে সুন্দর ও ব্যাপক মানবাধিকার ঘোষণা।

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ১৭৪১

অনুবাদ: তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মান-মর্যাদা পরস্পরের কাছে এই দিনটির মতো, এই মাসটির মতো এবং এই শহরটির মতোই হারাম।

মানবাধিকার সনদ, ম্যাগনা কার্টা, জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণাপত্র—এগুলোর অনেক আগে, আরাফার মাঠে দাঁড়িয়ে নবীজি মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণা কোনো আইনি দলিল নয়—এটি একটি ঈমানী বাধ্যবাধকতা, যা মানুষের হৃদয়ে লেখা হয়।

৪.৬.৩ হজ-পরবর্তী পরিবর্তন: ইবাদতের ফল

হজের একটি অপূর্ব সৌন্দর্য হলো এর ফলাফল। নবীজি বলেছেন: 'যে হজ করে কোনো অশ্লীলতা ও পাপ না করে, সে সেদিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে যেদিন মা তাকে জন্ম দিয়েছিল।' এই সম্পূর্ণ নবায়নের সুযোগ—পুরো জীবনের পাপ মোছার সুযোগ—এটি ইসলামের সর্বোচ্চ করুণার প্রকাশ।

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ১৫২১

অনুবাদ: যে আল্লাহর জন্য হজ করে এবং অশ্লীলতা ও পাপ থেকে বিরত থাকে, সে সেদিনের মতো ফিরে আসে যেদিন মা তাকে জন্ম দিয়েছিল।

৪.৬.৪ তাওয়াফের সৌন্দর্য: আল্লাহকে কেন্দ্র করে আবর্তন

কাবা শরিফকে কেন্দ্র করে সাত পাক তাওয়াফ করা হজ্জ ও উমরার অন্যতম প্রধান অংশ। এই তাওয়াফের মধ্যে একটি গভীর দার্শনিক সৌন্দর্য আছে। পৃথিবীর সব কিছু কোনো না কোনো কেন্দ্রকে ঘিরে আবর্তিত হয় — ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে ঘিরে,

পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে। তাওয়াফ ঘোষণা করে যে মুমিনের জীবনের কেন্দ্র আল্লাহ — তাঁকে ঘিরেই সব কিছু আবর্তিত হয়।

📖 আধ্যাত্মিক দৃশ্য: তাওয়াফের মুহূর্ত

রাতের বেলা কাবা শরিফের চারদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাওয়াফ করছেন — বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন দেশের — কিন্তু সবার মুখে একই দুআ, সবার হৃদয়ে একই টান। এই দৃশ্য দেখে অনেক অমুসলিমও অভিভূত হয়ে গেছেন। এটি মানবজাতির ঐক্যের সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য — যেখানে ভেদাভেদ নেই, শুধু আছে এক রবের প্রতি সম্মিলিত ভালোবাসা।

৪.৭ ইবাদতের সামগ্রিক সৌন্দর্য: ভারসাম্য, ধারাবাহিকতা ও সহজতা

ইসলামের পাঁচটি ইবাদতের মধ্যে একটি অপূর্ব সমন্বয় রয়েছে। প্রতিটি ইবাদত জীবনের একটি ভিন্ন মাত্রাকে পরিশুদ্ধ করে এবং একে অপরের পরিপূরক। কালেমা আন্তরিক বিশ্বাস পরিশুদ্ধ করে। সালাত দৈনিক আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটায়। সাওম বার্ষিক গভীর পরিশুদ্ধি করে। যাকাত সম্পদের পরিশুদ্ধি করে। হজ জীবনকালীন সমগ্র পরিশুদ্ধির সুযোগ দেয়।

এই পাঁচটি ইবাদতের মধ্যে আরেকটি সুন্দর ভারসাম্য হলো এগুলোর কষ্টের মাত্রা ও পুরস্কারের মাত্রা আনুপাতিক। সালাত প্রতিদিনের, তাই এর পুরস্কারও প্রতিদিনের। হজ জীবনে একবার, তাই এর পুরস্কার হলো সমগ্র জীবনের পাপমোচন। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেননি:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

সূরা আল-বাকারাহ (২:২৮৬)

অনুবাদ: আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না।

এই আয়াতে ইসলামের ইবাদতের সবচেয়ে সুন্দর বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পেয়েছে—সহজতা ও মানবিকতা। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, তিনি জানেন মানুষ কতটুকু পারে। তাই তিনি যা চেয়েছেন সেটা মানুষের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব। অসুস্থ হলে শুয়ে নামাজ, সফরে হলে কসর, পানি না পেলে তায়াম্মুম—এই ছাড়গুলো ইসলামের ইবাদতের মানবিক সৌন্দর্যের প্রমাণ।

৪. ৮ যিকর ও দুআ: হৃদয়ের ইবাদতের অনন্য সৌন্দর্য

ইসলামের ইবাদতের মধ্যে যিকর ও দুআ এমন দুটি ইবাদত যা সময়, স্থান ও পরিস্থিতি-নিরপেক্ষ। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে, কাজ করতে করতে, শুয়ে বসে — সর্বদা যিকর করা যায়। এই সার্বক্ষণিক সুযোগই যিকরের সৌন্দর্য।

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

সূরা আর-রা'দ (১৩:২৮)

অনুবাদ: জেনে রাখো, আল্লাহর যিকরেই অন্তর শান্তি পায়।

এই আয়াতটি কুরআনের সবচেয়ে বিখ্যাত আয়াতগুলোর একটি — এবং সবচেয়ে সত্য। আধুনিক মনোবিজ্ঞান মানুষের অন্তরের শান্তির জন্য হাজারো পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে — কিন্তু প্রকৃত ও স্থায়ী শান্তির কথা বলেছে কুরআন চৌদ্দশো বছর আগে: 'আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব।' যে মানুষটি আল্লাহর যিকরে থাকে, তার অন্তরে একটি ধ্রুবক প্রশান্তি থাকে যা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে না।

৪. ৮ .১ দুআর সৌন্দর্য: সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলার অধিকার

দুআ ইসলামের সবচেয়ে গণতান্ত্রিক ইবাদত। একজন সাধারণ মানুষ সরাসরি আল্লাহর কাছে যা চাইতে পারেন — মাঝখানে কোনো পুরোহিত নেই, কোনো মধ্যস্থতাকারী নেই, কোনো পাপ স্বীকারের বিশেষ পদ্ধতি নেই। এই সরাসরি সংযোগ ইসলামের সবচেয়ে বড় আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যগুলোর একটি।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

সূরা আল-বাকারাহ (২:১৮৬)

অনুবাদ: যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তখন বলো — আমি তো কাছেই আছি। যে আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই।

এই আয়াতের কাঠামোটি লক্ষণীয়। প্রশ্নটি ছিল নবীজির মাধ্যমে — 'আমার বান্দারা তোমাকে জিজ্ঞেস করলে।' কিন্তু উত্তর নবীজির মাধ্যমে আসেনি। আল্লাহ সরাসরি বললেন: 'আমি কাছে।' এই একটি বিষয়ে আল্লাহ মধ্যস্থতা ছাড়াই সরাসরি বলেছেন — কারণ দুআর সম্পর্ক একটি সরাসরি সম্পর্ক। এই সরাসরি সম্পর্কের ঘোষণাই দুআর অনন্য সৌন্দর্য।

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

সুনান তিরমিযী, হাদিস নং ৩৩৭২; সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং ১৪৭৯

অনুবাদ: দুআই হলো ইবাদত।

নবীজি দুআকে সরাসরি ইবাদত বলেছেন — পৃথক কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই। যিনি দুআ করেন তিনি আল্লাহর উপর নির্ভরতা স্বীকার করেন, তাঁর সর্বশক্তিমানতায় বিশ্বাস রাখেন এবং তাঁর করুণার আশা করেন — এই তিনটি বিষয় একসাথে ইবাদতের সম্পূর্ণ সারাংশ। এটিই দুআকে ইবাদত করে তোলে।

দুআর শিষ্টাচার: সৌন্দর্যের সাথে আল্লাহকে ডাকার পদ্ধতি

নবীজি দুআর শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা করতেন, নবীজির উপর দরূদ পাঠ করতেন, তারপর দুআ করতেন। এই ক্রম একটি সুন্দর আদব শেখায়: আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার আগে তাঁর মহত্ত্ব স্বীকার করো। যেমন কারো কাছে কিছু চাওয়ার আগে তার গুণ বলা ভদ্রতা — আল্লাহর ক্ষেত্রে এটি আরও অর্থবহ কারণ তাঁর গুণ সত্যিই অসীম।

৪.৯ তিলাওয়াতে কুরআন: ইবাদতের ভাষাগত ও আত্মিক সৌন্দর্য

কুরআন তিলাওয়াত একটি অনন্য ইবাদত — এখানে মানুষের মুখ দিয়ে আল্লাহর কালাম বের হয়। এই একটি ইবাদতে ভাষার সৌন্দর্য, সুরের সৌন্দর্য ও অর্থের সৌন্দর্য একত্রিত হয়। পৃথিবীর এমন কোনো গ্রন্থ নেই যার পাঠ নিজেই একটি ইবাদত — কুরআন ছাড়া।

اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ

সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৮০৪

অনুবাদ: কুরআন পাঠ করো, কারণ কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আসবে।

কুরআন শুধু পড়া হয় না — কুরআন সুপারিশ করে। এই 'শাফি' বা সুপারিশকারীর ধারণা কুরআন তিলাওয়াতকে একটি বিনিয়োগে পরিণত করে — আখিরাতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বিনিয়োগ।

৪.৯ .১ কুরআনের শব্দমাত্র পুরস্কারের সৌন্দর্য

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

সুনান তিরমিযী, হাদিস নং ২৯১০

অনুবাদ: যে আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষর পড়ল, তার জন্য একটি নেকী, এবং প্রতিটি নেকী দশগুণ। আমি বলছি না যে 'আলিফ-লাম-মীম' একটি অক্ষর — বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর, মীম একটি অক্ষর।

এই হাদীছে তিলাওয়াতের পুরস্কার হিসাব করলে মাথা ঘুরে যায়। সূরা আল-বাকারাহর অক্ষর সংখ্যা প্রায় ২৫,৫০০ — অর্থাৎ একবার সূরা বাকারাহ পড়লে সর্বনিম্ন ২,৫৫,০০০ নেকী। কুরআনের মোট অক্ষর সংখ্যা প্রায় ৩,৩০,০০০ — অর্থাৎ একবার পুরো কুরআন তিলাওয়াতে ন্যূনতম ৩৩ লক্ষ নেকী। এই উদার পুরস্কার ব্যবস্থাই কুরআন তিলাওয়াতের সৌন্দর্যকে অসাধারণ করে তোলে।

৪.৯.২ সূরা ফাতিহার সৌন্দর্য: প্রতিটি সালাতের হৃদয়

সূরা আল-ফাতিহা কুরআনের সবচেয়ে পঠিত সূরা — কারণ এটি প্রতিটি রাকাতে পড়া ফরজ। দিনে পাঁচ ওয়াক্তে সতেরোটি ফরজ রাকাত — অর্থাৎ প্রতিদিন সর্বনিম্ন সতেরোবার সূরা ফাতিহা পড়া হয়। এই সূরায় সাতটি আয়াতে সম্পূর্ণ মানব-আল্লাহ সম্পর্কের সারাংশ আছে।

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

সূরা আল-ফাতিহা (১:৬-৭)

অনুবাদ: আমাদের সরল পথ দেখাও — তাদের পথ যাদের উপর তুমি নিয়ামত দিয়েছ, তাদের পথ নয় যাদের উপর গজব পড়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট।

মাওলানা থানভী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: 'সূরা ফাতিহার সবচেয়ে সুন্দর দিক হলো এটি বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে পথ চাওয়া। মানুষ যখন প্রতিদিন সতেরোবার বলে — ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম — সে আসলে প্রতিদিন সতেরোবার স্বীকার করছে যে আমি একা পথ খুঁজে পাব না, আমাকে পথ দেখাতে হবে। এই বিনয়ের স্বীকৃতিই সূরা ফাতিহার গভীরতম সৌন্দর্য।'

৪.১০ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর দৃষ্টিতে ইবাদতের সৌন্দর্য

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ 'ইসলামের সৌন্দর্য' গ্রন্থে ইবাদতের সৌন্দর্য বিষয়ে কতগুলো মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন যা এই আলোচনাকে পরিপূর্ণ করে।

প্রথমত, তিনি বলেছেন ইবাদতের সৌন্দর্য নির্ভর করে 'হুযুরে কলব' বা অন্তরের উপস্থিতির উপর। শরীর সালাতে দাঁড়িয়ে কিন্তু মন দুকানে — এই সালাত শুদ্ধ হলেও সুন্দর নয়। প্রকৃত সৌন্দর্য তখনই আসে যখন অন্তর পুরোপুরি আল্লাহর দিকে মনোযোগী। তিনি বলেছেন: 'খুশু ও খুযু ছাড়া সালাত একটি দেহের মতো যার আত্মা নেই — বাহ্যত সুন্দর, কিন্তু ভেতরে শূন্য।'

দ্বিতীয়ত, মাওলানা থানভী রহ. ইবাদতের নিয়মিততার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: 'অল্প কিন্তু নিয়মিত ইবাদত অনেক কিন্তু অনিয়মিত ইবাদতের চেয়ে উত্তম। কারণ নিয়মিততায় অভ্যাস গড়ে ওঠে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ক্রমাগত মজবুত হয়। এই ক্রমবর্ধমান সম্পর্কই ইবাদতের প্রকৃত সৌন্দর্য।'

তৃতীয়ত, তিনি ইবাদতের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলেছেন। সালাত ঠিকমতো আদায় হলে সারাদিনের আচরণ সুন্দর হয়, সিয়াম থাকলে কথাবার্তা নিয়ন্ত্রিত থাকে, যাকাত দিলে সম্পদের প্রতি মায়া কমে। অর্থাৎ প্রতিটি ইবাদত অন্য ইবাদতের সহায়ক — এই পারস্পরিক সংহতিই ইসলামী ইবাদতের সামগ্রিক সৌন্দর্য।

"ইবাদতের প্রকৃত সৌন্দর্য সংখ্যায় নয়, গুণে। যে মানুষটি একটি সালাত এমনভাবে পড়েছে যেন আল্লাহকে দেখছে — সেই একটি সালাতে এত সৌন্দর্য আছে যা হাজারটি অমনোযোগী সালাতে নেই। ইবাদতের সৌন্দর্য অর্জিত হয় উপস্থিত হৃদয় দিয়ে।"

— মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ, ইসলামের সৌন্দর্য

৪.১১ ইবাদতের সৌন্দর্য ও আধুনিক জীবন: চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা

আধুনিক যুগে মানুষ তথ্যের সমুদ্রে ডুবে আছে কিন্তু অর্থের জন্য তৃষ্ণার্ত। 'Meaning Crisis' বা অর্থ-সংকট পশ্চিমা সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর একটি হিসেবে স্বীকৃত। মানুষের কাছে বস্তুগত সব কিছু আছে কিন্তু উদ্দেশ্যের অনুভূতি নেই। ইসলামের ইবাদত এই সংকটের সবচেয়ে গভীর সমাধান।

যে মানুষ প্রতিদিন পাঁচবার সালাত পড়েন, তিনি প্রতিদিন পাঁচবার মনে করিয়ে দেন যে জীবনের একটি উদ্দেশ্য আছে — আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। যে মানুষ রমাদানে রোজা রাখেন, তিনি এক মাস ধরে অনুশীলন করেন যে ইচ্ছাশক্তি মানুষের পরিচয় — প্রবৃত্তি নয়। যে মানুষ যাকাত দেন, তিনি প্রতি বছর মনে করিয়ে দেন যে সম্পদ আল্লাহর আমানত, চিরস্থায়ী অধিকার নয়।

এই অর্থ ও উদ্দেশ্যের অনুভূতি আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা 'সর্বোচ্চ মানসিক সুস্বাস্থ্যের চাবিকাঠি' বলছেন। ইসলামের ইবাদত মানুষকে এই অর্থ দেয় — দিনে পাঁচবার, সপ্তাহে একবার জুমুআয়, বছরে একবার রমাদানে এবং জীবনে একবার হজ্জে।

✎ ইবাদত ও মানসিক স্বাস্থ্য: বিজ্ঞান কী বলছে?

আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে: (১) নিয়মিত উপাসনাকারীরা বিষণ্নতায় কম ভোগেন (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা); (২) ধর্মীয় অনুশীলন জীবনের মেয়াদ গড়ে ৭ বছর

বাড়ায় (আমেরিকান জার্নাল অব এপিডেমিওলজি); (৩) সালাতের মতো নিয়মিত প্রার্থনা উদ্বেগ ও চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমায়। এই গবেষণাগুলো ইসলামের ইবাদতের বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্যের স্বাক্ষ্য দেয়।

৪.১২ অধ্যায়ের উপসংহার: ইবাদতের সৌন্দর্যের সারকথা

এই বিস্তৃত অধ্যায়ে আমরা ইসলামের পাঁচটি মূল ইবাদতের সৌন্দর্য পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেছি। সালাতে আমরা দেখেছি বান্দার সাথে আল্লাহর প্রত্যহ মিলনের সৌন্দর্য। সাওমে দেখেছি সংযম ও তাকওয়া অর্জনের সৌন্দর্য। যাকাতে দেখেছি সম্পদ পবিত্র করার অর্থনৈতিক ইবাদতের সৌন্দর্য। হজ্জে দেখেছি সমগ্র মানবজাতির ঐক্যের সৌন্দর্য। এবং যিকর ও দুআয় দেখেছি হৃদয়ের ইবাদতের সৌন্দর্য।

এই সব ইবাদতের মূলে একটি সাধারণ সৌন্দর্য আছে — এগুলো সবই মানুষকে আল্লাহর দিকে ফেরায়। সালাত শরীরকে ফেরায়, সিয়াম কামনাকে ফেরায়, যাকাত সম্পদকে ফেরায়, হজ্জ সমগ্র সত্তাকে ফেরায়, দুআ হৃদয়কে ফেরায়। এই সর্বাঙ্গীণ প্রত্যাবর্তনই ইসলামী ইবাদতের সামগ্রিক সৌন্দর্য।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ ইবাদতের সৌন্দর্য সম্পর্কে বলেছেন: 'ইসলামের ইবাদতগুলো মানুষের জন্য চাপিয়ে দেওয়া বোঝা নয়—এগুলো মানুষের আত্মার খোরাক। যেমন শরীর খাদ্য ছাড়া বাঁচে না, তেমনি আত্মা ইবাদত ছাড়া বাঁচে না। যে মানুষ ইবাদত করে না, সে বেঁচে থেকেও আসলে মৃত।'

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

সূরা আল-আনফাল (৮:২৪)

অনুবাদ: হে মুমিনগণ, আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদের সেদিকে ডাকেন যা তোমাদের জীবন দেয়।

এই আয়াতে ইসলামের ইবাদতকে 'যা তোমাদের জীবন দেয়' বলা হয়েছে। ইবাদত জীবন দেয়—এই উপলব্ধিই ইসলামের ইবাদতের সৌন্দর্যের সারকথা। ইবাদত যখন বোঝা মনে হয়, তখন বুঝতে হবে হৃদয়ে সমস্যা আছে। আর যখন ইবাদত প্রশান্তি ও আনন্দের উৎস মনে হয়, তখন বুঝতে হবে ঈমান সঠিক পথে আছে।

"ইবাদতের সৌন্দর্য অনুভব করতে হলে ইবাদতকে ভালোবেসে করতে হবে। বাধ্য হয়ে করলে শুধু কর্তব্য পালন হয়, কিন্তু ভালোবেসে করলে আত্মার খোরাক হয়। আল্লাহ ভালোবাসার সাথে করা ইবাদত পছন্দ করেন।"

— মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ, ইসলামের সৌন্দর্য

পঞ্চম অধ্যায় - নৈতিকতা ও চরিত্রের সৌন্দর্য

সত্যবাদিতা, দয়া এবং রাসূল (সা.)-এর জীবন — আখলাকে হাসানার চিরন্তন আলো

৫.১ ভূমিকা: ইসলামী নৈতিকতার মৌলিক দর্শন ও অবস্থান

চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা ইবাদতের সৌন্দর্য আলোচনা করেছি — সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জের মধ্য দিয়ে বান্দা কীভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা সেই আলোচনার স্বাভাবিক পরিপূরক বিষয়ে আসছি — ইবাদত মানুষের অন্তরকে যেভাবে পরিশুদ্ধ করে, সেই পরিশুদ্ধির বাহ্যিক প্রকাশ হলো আখলাক বা নৈতিক চরিত্র। সহজ কথায়: ইবাদত হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, আর আখলাক হলো সেই সম্পর্কের মানুষের মাঝে প্রতিফলন।

আরবী 'আখলাক' (أَخْلَاق) হলো 'খুলুক' (خُلُق)-এর বহুবচন — মূল অর্থ স্বভাব, প্রকৃতি ও চরিত্র। লক্ষণীয় যে 'খুলুক' ও 'খালক' (সৃষ্টি) একই মূল অক্ষর থেকে উৎপন্ন। এটি ভাষার কাকতাল নয় — ইসলাম বলছে মানুষের চরিত্র তার সৃষ্টির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। যেমন মানুষের দেহ আল্লাহর সৃষ্টির অপূর্ব নিদর্শন, তেমনি সুন্দর চরিত্রও সেই স্রষ্টার দেখানো পথে গঠিত হলে একটি মহৎ সৌন্দর্যে পরিণত হয়।

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

সূরা আশ-শামস (৯১:৭-১০)

অনুবাদ: শপথ মানুষের আত্মার এবং যিনি তাকে সুগঠিত করেছেন, তারপর তাকে তার পাপ ও তাকওয়ার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন — নিশ্চয়ই সে সফল হয়েছে যে তা পরিশুদ্ধ করেছে, এবং সে ব্যর্থ হয়েছে যে তা কলুষিত করেছে।

এই চারটি আয়াতে মানব চরিত্রের মূল কথাটি স্পষ্ট — মানুষের আত্মায় পাপ ও পুণ্য উভয়ের সম্ভাবনা রাখা হয়েছে। কোনটিকে বেছে নেওয়া হবে সেটাই মানুষের নৈতিক সংগ্রাম। 'আফলাহা' — সফল হয়েছে — এই শব্দটি সুখ, মুক্তি ও পরিপূর্ণতার সমার্থক। আত্মা পরিশুদ্ধির মাধ্যমে মানুষ এই পরিপূর্ণতা অর্জন করে। এটিই ইসলামী নৈতিকতার মূল উদ্দেশ্য ও গভীরতম সৌন্দর্য।

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ 'ইসলামের সৌন্দর্য' গ্রন্থে ইসলামী নৈতিকতার বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন: 'পৃথিবীর সব নৈতিক দর্শন ভালো আচরণের বিধান দেয়, কিন্তু সেই ভালো আচরণের জন্য প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ শক্তি কোথা থেকে আসবে তা বলে না। ইসলাম শুধু বিধান দেয় না — আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয়ের মাধ্যমে সেই অভ্যন্তরীণ শক্তিও তৈরি করে দেয়।' এটিই

ইসলামী নৈতিকতার সেই বৈশিষ্ট্য যা একে অন্য সব নৈতিক ব্যবস্থা থেকে মৌলিকভাবে আলাদা করে।

✓ ইসলামী নৈতিকতার পাঁচটি মূল বৈশিষ্ট্য

(১) উৎস আল্লাহর ওহী — মানুষের খেয়াল নয়, তাই চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। (২) কেন্দ্র হলো নিয়্যাত — বাহ্যিক কাজ নয়, অন্তরের উদ্দেশ্যই মূল্যায়িত হয়। (৩) ব্যক্তি থেকে সমাজে বিস্তৃত — একজনের সুন্দর চরিত্র পরিবার, সমাজ ও উম্মাহকে প্রভাবিত করে। (৪) দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ে পুরস্কৃত — নৈতিকতার সুফল দুনিয়ায়ও আসে, আখিরাতেও। (৫) অর্জনযোগ্য ও পরিবর্তনযোগ্য — জন্মগত চরিত্র মুজাহাদার মাধ্যমে পরিবর্তনযোগ্য।

৫.২ রাসূল (সা.)-এর চরিত্র: আখলাকের চিরন্তন জীবন্ত মানদণ্ড

ইসলামের নৈতিকতার আলোচনা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র ছাড়া কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না। কারণ তিনি ইসলামের নৈতিক শিক্ষার জীবন্ত রূপান্তর। যা কুরআনে লেখা আছে, তা তাঁর জীবনে পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবীজির চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বলেছিলেন:

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ

সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৭৪৬; মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং ২৪৬০১

অনুবাদ: তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন।

মাত্র চারটি শব্দে এই উত্তর নবীজির চরিত্রের সর্বোচ্চ বর্ণনা। কুরআনে যা নির্দেশিত হয়েছে — সবর, শোকর, সিদক, আমানত, দয়া, ক্ষমা, বিনয়, সাহস, ন্যায় — প্রতিটি গুণ তাঁর জীবনে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। তিনি কুরআন পাঠ করেননি শুধু — তিনি কুরআন হয়ে গিয়েছিলেন। এটিই ইসলামী নৈতিকতার আদর্শের সর্বোচ্চ প্রকাশ।

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং ৮৯৫২; আল-বায়হাকী, শুআবুল ঈমান

অনুবাদ: আমি কেবল উত্তম চরিত্রকে পরিপূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।

'মাকারিমুল আখলাক' — মহৎ ও উন্নত চরিত্র। লক্ষণীয় যে বলা হয়েছে 'পরিপূর্ণ করতে', নতুন আবিষ্কার করতে নয়। মানুষের অন্তরে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের বোধ ফিতরাত হিসেবে আগে থেকেই ছিল। নবীজি সেই স্বাভাবিক নৈতিক বোধকে তার সর্বোচ্চ পরিপূর্ণতায় নিয়ে গেছেন।

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

সূরা আল-কলম (৬৮:৪)

অনুবাদ: এবং নিশ্চয়ই আপনি এক মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।

স্বয়ং আল্লাহ তাঁর নবীর চরিত্রের প্রশংসা করেছেন — মানব ইতিহাসে এটি অতুলনীয়। 'আযীম' শব্দটি কুরআনে সাধারণত আল্লাহর বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় — আল্লাহর আরশ আযীম, আল্লাহ নিজে আযীম। সেই একই বিশেষণ নবীজির চরিত্রের জন্য — এটি তাঁর চরিত্রের অপরিসীম মর্যাদার প্রমাণ।

৫.২.১ নবীজির দৈনন্দিন জীবনে আখলাকের সৌন্দর্য

নবীজির চরিত্রের সৌন্দর্য বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনায় নয় — বরং দৈনন্দিন ছোট ছোট আচরণেই সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে। কারণ চরিত্রের প্রকৃত পরীক্ষা হয় অনানুষ্ঠানিক মুহূর্তে — যখন কেউ দেখছে না, যখন চাপ নেই, যখন ক্লান্তি আছে।

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬৭৬

অনুবাদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে পরিবারের কাজকর্মে সাহায্য করতেন। নামাজের সময় হলে নামাজে চলে যেতেন।

মদীনার রাষ্ট্রপ্রধান, লক্ষাধিক মানুষের নেতা, আল্লাহর রাসূল — তবুও ঘরে নিজের কাপড় সেলাই করতেন, পরিবারের কাজে হাত লাগাতেন। আধুনিক সমাজে যে 'কর্ম-পরিবার ভারসাম্য'-এর কথা বলা হচ্ছে, নবীজির জীবন তার সর্বোত্তম উদাহরণ।

📖 ঐতিহাসিক সাক্ষ্য: আনাস রা.-এর দশ বছরের অভিজ্ঞতা

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু দশ বছর নবীজির খেদমতে ছিলেন। তিনি বলেন: 'নবীজি কখনো আমাকে উফ পর্যন্ত বলেননি। আমি কোনো কাজ করলে কেন করলাম বলেননি, না করলে কেন করলাম না বলেননি।' (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) দশটি বছর, প্রতিদিন সাথে থাকা, হাজারো পরিস্থিতি — তারপরও একটিবার বিরক্তি প্রকাশ নয়। এই ধৈর্য ও সহনশীলতা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে মহৎ চারিত্রিক সাক্ষ্যগুলোর একটি।

৫.২.২ নবীজির হাসির সৌন্দর্য: আনন্দময় ধার্মিকতা

অনেকে ভাবেন ধার্মিকতা মানে সবসময় গম্ভীর থাকা। কিন্তু নবীজির চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি তুলে ধরে। সাহাবীরা বর্ণনা করেছেন নবীজি প্রায়ই হাসতেন, রসিকতা করতেন — তবে সবসময় সত্যের মধ্যে থেকে।

📖 ঐতিহাসিক ঘটনা: বৃদ্ধার সাথে নবীজির মধুর রসিকতা

একদিন এক বৃদ্ধা মহিলা নবীজির কাছে এলেন এবং বললেন: 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার জন্য দুআ করুন যেন আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।' নবীজি মৃদু হেসে বললেন: 'কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' মহিলা কাঁদতে শুরু করলেন। তখন নবীজি ব্যাখ্যা করলেন: 'আল্লাহ তাঁদের নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন — তারা কুমারী ও সমবয়সী হয়ে জান্নাতে যাবে।' (সুনান তিরমিযী) নবীজির এই রসিকতা মানুষকে কষ্ট দেওয়ার জন্য ছিল না — ছিল আনন্দ দেওয়ার জন্য। এটিই আনন্দময় ধার্মিকতার অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

৫.৩ সিদক: সত্যবাদিতার বহুমাত্রিক সৌন্দর্য — কথায়, কাজে ও অন্তরে

সিদক (صِدْق) বা সত্যবাদিতা ইসলামের নৈতিকতার সবচেয়ে মৌলিক গুণ। কিন্তু ইসলামের সিদকের ধারণা সাধারণ 'মিথ্যা না বলা'র চেয়ে অনেক গভীর। ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ সিদকের পাঁচটি মাত্রা বর্ণনা করেছেন: (১) কথায় সিদক — মিথ্যা না বলা; (২) নিয়্যাতে সিদক — সৎ উদ্দেশ্য রাখা; (৩) সংকল্পে সিদক — প্রতিশ্রুতি পালন করা; (৪) কাজে সিদক — কথা ও কাজের মিল রাখা; (৫) দ্বীনের সব বিষয়ে সিদক — পূর্ণ সততায় প্রতিষ্ঠিত থাকা। এই পাঁচটি মাত্রা মিলিয়ে তৈরি হয় সেই 'সিদ্দীক' — যাঁকে আল্লাহ সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

সূরা আত-তাওবাহ (৯:১১৯)

অনুবাদ: হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।

এই আয়াতে শুধু 'সত্যবাদী হও' বলা হয়নি — বলা হয়েছে 'সত্যবাদীদের সাথে থাকো।' কারণ ইসলাম জানে মানুষ একা সত্যবাদী থাকতে পারে না — সঙ্গের প্রভাব অপরিসীম। মিথ্যাবাদীদের সাথে থাকলে মিথ্যা স্বাভাবিক হয়। সত্যবাদীদের সাথে থাকলে সত্য অভ্যাসে পরিণত হয়। এই সামাজিক পরিবেশের গুরুত্বের স্বীকৃতি ইসলামী নৈতিকতার এক অনন্য সৌন্দর্য।

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬০৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৬০৭

অনুবাদ: তোমরা সত্যবাদিতা অবলম্বন করো। কারণ সত্যবাদিতা সৎকর্মের দিকে নিয়ে যায়, সৎকর্ম জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ সত্য বলতে বলতে আল্লাহর কাছে 'সিদ্দীক' হিসেবে লেখা হয়ে যায়।

এই হাদীছে একটি সুন্দর আধ্যাত্মিক অগ্রগতির চিত্র: সিদক → বির (সৎকর্ম) → জান্নাত। সত্যবাদিতা একটি বীজের মতো — যদি বোনা হয়, ক্রমে গাছ হয়, ফল দেয়। এবং এই ফল শুধু ব্যক্তির নয় — সমাজেরও। মাওলানা থানভী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: 'একজন সত্যবাদী মানুষ সমাজে একটি আলোকবর্তিকার মতো — যার আলোয় অন্যরাও পথ দেখে।'

৫.৩.১ সত্যবাদিতার মনস্তাত্ত্বিক সৌন্দর্য

সত্যবাদিতার একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক সৌন্দর্য আছে যা আধুনিক গবেষণাতেও প্রমাণিত। মিথ্যাবাদী মানুষকে প্রতিটি মিথ্যার পেছনে নতুন মিথ্যার বেড়া তৈরি করতে হয় — মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এটি 'Cognitive Load' বা মানসিক ভার। এই ভার মানুষকে উদ্বিগ্ন রাখে, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়, সম্পর্ক নষ্ট করে। বিপরীতে, সত্যবাদী মানুষের মানসিক জীবন সহজ ও প্রশান্ত। তাকে কোনো 'গল্প মেলাতে' হয় না, গতকালের মিথ্যা মনে রাখতে হয় না। এই মানসিক সরলতাই সত্যবাদিতার দুনিয়াবী পুরস্কার।

৫.৩.২ আল-আমীন: নবুওয়তের আগে সত্যবাদিতার প্রমাণ

📖 ঐতিহাসিক ঘটনা: শত্রুরাও যাঁকে বিশ্বাস করত

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়ত পাওয়ার বহু আগে মক্কার সমাজে 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত) ও 'আস-সাদিক' (সত্যবাদী) উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। মক্কার কুরাইশরা — যারা পরবর্তীতে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল — তারাও তাঁর কাছে মূল্যবান সম্পদ আমানত রেখে যেত। মক্কা বিজয়ের রাতে নবীজি বললেন: 'কুরাইশরা, তোমাদের সাথে আমি কীভাবে আচরণ করব বলে মনে করো?' তারা বলল: 'উত্তম — কারণ আপনি মহৎ ভাই ও মহৎ ভাতিজা।' শত্রুও যার সততা অস্বীকার করতে পারে না — এটিই সত্যবাদিতার সর্বোচ্চ সৌন্দর্য।

৫.৪ আমানত: বিশ্বস্ততার ব্যাপক ও গভীর সৌন্দর্য

ইসলামে আমানত (أَمَانَة)-এর ধারণাটি শুধু 'গচ্ছিত সম্পদ রক্ষা করা' নয় — এটি একটি বিশাল নৈতিক ধারণা। আল্লাহর দেওয়া জীবন আমানত, শরীর আমানত, সন্তান আমানত, পদ ও ক্ষমতা আমানত, প্রতিশ্রুতি আমানত, এমনকি প্রাকৃতিক পরিবেশও আমানত। এই সামগ্রিক আমানতের ধারণা ইসলামী নৈতিকতার এক অসাধারণ বিস্তার।

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ

সূরা আল-আহযাব (৩৩:৭২)

অনুবাদ: আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পর্বতমালার কাছে আমানত পেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল। কিন্তু মানুষ তা বহন করল।

এই আয়াতে মানুষের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে — আমানত বহনের ক্ষমতা ও সাহস। পর্বত ও আকাশ যা বহন করতে সাহস পায়নি, মানুষ সেই দায়িত্ব নিয়েছে। এই দায়িত্ব হলো নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা — এবং সেই স্বাধীনতার সাথে জবাবদিহিতা। মানুষের মর্যাদা এই আমানত বহনেই নিহিত।

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং ১২৩৮৩; আল-বায়হাকী

অনুবাদ: যার মধ্যে আমানতদারি নেই তার ঈমান নেই, এবং যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না তার দ্বীন নেই।

নবীজি আমানতদারিকে ঈমানের শর্ত হিসেবে বলেছেন। মাওলানা থানভী রহিমাহুল্লাহ এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন: 'কোনো মানুষ যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ে, রোজা রাখে, কিন্তু আমানত খেয়ানত করে ও প্রতিশ্রুতি ভাঙে — তাহলে তার ঈমান ও দ্বীন অসম্পূর্ণ। ইসলাম ব্যক্তিগত ইবাদত ও সামাজিক নৈতিকতাকে একসাথে দেখে — একটি ছাড়া অপরটি পরিপূর্ণ নয়।'

আমানতের পাঁচটি প্রধান ক্ষেত্র

(১) ব্যক্তিগত আমানত — নিজের শরীর, স্বাস্থ্য, সময় ও প্রতিভার সঠিক ব্যবহার। (২) সম্পদের আমানত — অন্যের অর্থ, পণ্য বা তথ্য সংরক্ষণ ও প্রত্যর্পণ। (৩) পদ ও দায়িত্বের আমানত — যেকোনো পদে ন্যায়সংগতভাবে কাজ করা। (৪) সম্পর্কের আমানত — পরিবার, বন্ধু ও সমাজের প্রত্যাশা পূরণ। (৫) পরিবেশের আমানত — প্রকৃতিকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ।

৫.৫ রাহমাহ: দয়া ও করুণার সার্বজনীন সৌন্দর্য — মানুষ থেকে পশু পর্যন্ত

ইসলামের নৈতিকতার সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী দিক হলো 'রাহমাহ' বা দয়া-করুণা। আল্লাহর নিজের দুটি সুন্দর নামের মধ্যে 'আর-রাহমান' ও 'আর-রাহীম' উভয়ই দয়ার সাথে সম্পর্কিত। প্রতিটি সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠে মুসলিম প্রতিদিন বহুবার এই দুটি নাম উচ্চারণ করেন। এই অভ্যাসের মাধ্যমে রাহমাহ মানুষের অন্তরে গেঁথে যায়। ইসলামে রাহমাহর ধারণা শুধু কাছের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় — পশু-পাখি ও সমগ্র পরিবেশের প্রতিও প্রযোজ্য।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

সূরা আল-আম্বিয়া (২১:১০৭)

অনুবাদ: আমি তোমাকে শুধু বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি।

নবীজিকে 'রাহমাতুল লিল আলামীন' বলা হয়েছে — শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, 'আলামীন' মানে সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য। মানুষ, পশু, পরিবেশ, শত্রু — সকলের জন্য রহমত। এই সর্বজনীনতা ইসলামের নৈতিকতার সবচেয়ে অনন্য সৌন্দর্য। মাওলানা থানভী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: 'রাহমাতুল লিল আলামীনের অর্থ বোঝার পর যে মানুষ ইসলামে মানবতার দুশমন খোঁজে, সে আসলে ইসলাম বোঝেনি।'

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

সুনান তিরমিযী, হাদিস নং ১৯২৪; সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৯৪১

অনুবাদ: দয়াশীলদের উপর রাহমান দয়া করেন। তোমরা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া করো, আসমানের অধিপতি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।

এই হাদীছে দয়ার একটি মহাজাগতিক সূত্র তুলে ধরা হয়েছে। মানুষ যদি সৃষ্টির প্রতি দয়াশীল হয়, আল্লাহ সেই মানুষের প্রতি দয়া করেন। এটি শুধু ধর্মীয় নির্দেশ নয় — এটি একটি প্রাকৃতিক সূত্র। যে মানুষ দয়াশীল, অন্যরাও তার সাথে দয়ালু আচরণ করে।

৫.৫.১ পশু-পাখির প্রতি দয়া: পরিবেশগত নৈতিকতার ইসলামী সৌন্দর্য

ইসলামের রাহমাহর বিশেষ সৌন্দর্য হলো এটি শুধু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আধুনিক 'Animal Rights' আন্দোলন যা বিশ শতকে শুরু হয়েছে, ইসলাম তার বীজ বপন করেছে চৌদ্দশো বছর আগে।

فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ২৩৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২২৪৪

অনুবাদ: প্রতিটি সজীব প্রাণীর সেবায় পুরস্কার রয়েছে।

'কাবিদিন রাতবাহ' — সজীব কলিজা — এই চিত্রকল্পটি অত্যন্ত মানবিক ও সুন্দর। যেকোনো জীবন্ত প্রাণী — তার কলিজা যতক্ষণ স্পন্দিত — তার সেবায় পুরস্কার আছে। কুকুর, বিড়াল, গরু, পাখি — যেকোনো প্রাণীর প্রতি দয়া আল্লাহর কাছে মূল্যবান। এই শিক্ষা পরিবেশ সংরক্ষণের একটি গভীর নৈতিক ভিত্তি।

📖 ঐতিহাসিক ঘটনা: একটি কুকুরকে পানি পান করিয়ে জান্নাত লাভ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: এক ব্যক্তি তীব্র গরমে পথ চলছিল। তৃষ্ণায় কূপে নেমে পানি পান করল। উঠে দেখল একটি কুকুর তৃষ্ণায় মাটি চাটছে। লোকটি চিন্তা করল — এই কুকুরটির তৃষ্ণা ঠিক যেমন ছিল আমার। সে আবার কূপে

নামল, তার চামড়ার মোজায় পানি ভরে মুখে কামড়ে উপরে উঠে কুকুরকে পান করাল। আল্লাহ তার এই কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ক্ষমা করলেন। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন: পশুর জন্যেও কি পুরস্কার আছে? নবীজি বললেন: প্রতিটি সজীব প্রাণীর সেবায় পুরস্কার আছে। (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ২৩৬৩)

এই ঘটনায় ইসলামের রাহমাহর সৌন্দর্য তার সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রকাশিত। একটি কুকুরের প্রতি দয়া আল্লাহর কাছে এতটাই মূল্যবান যে একজন মানুষের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে গেল। এটি ইসলামের দয়ার সীমাহীনতার প্রমাণ।

৫.৫.২ কোমলতার সৌন্দর্য: রিফকের নীতি

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ

সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৯৩

অনুবাদ: নিশ্চয়ই আল্লাহ কোমল এবং কোমলতাকে ভালোবাসেন। তিনি কোমলতায় যা দেন, কঠোরতায় তা দেন না।

এই হাদীছে একটি গভীর সত্য আছে। কঠোরতা দিয়ে মানুষের বাহ্যিক আনুগত্য পাওয়া যায়, কিন্তু হৃদয় জয় করা যায় না। কোমলতা দিয়ে হৃদয় জয় হয়। আধুনিক নেতৃত্বশাস্ত্রে 'Servant Leadership' বা সেবক-নেতৃত্বের যে ধারণা আজ প্রচলিত, নবীজির আচরণ তার চৌদ্দশো বছর আগের জীবন্ত উদাহরণ।

৫.৬ আফু ও হিলম: ক্ষমা ও সহনশীলতার মহৎ সৌন্দর্য

ক্ষমা (আফু) ও সহনশীলতা (হিলম) ইসলামের নৈতিকতার এমন দুটি গুণ যা মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে — এবং মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ করে তোলে। ক্ষমা করতে পারা মানে প্রতিশোধের সহজ পথ ছেড়ে মহৎ পথ বেছে নেওয়া। এটি দুর্বলতা নয় — এটি শক্তিশালীর সর্বোচ্চ শক্তির প্রকাশ। যে ক্ষমা করতে পারে না সে আসলে তার ক্রোধের দাস — সে মুক্ত নয়।

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

সূরা আলে-ইমরান (৩:১৩৪)

অনুবাদ: এবং যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে — আর আল্লাহ মুহসিনদের ভালোবাসেন।

এই আয়াতে ক্ষমার দুটি স্তর বলা হয়েছে। প্রথমত 'কাযিমীনাল গায়য' — ক্রোধ দমন করা। ক্রোধ আসে, কিন্তু সেটাকে প্রকাশ না করে ধারণ করা। দ্বিতীয়ত 'আফীনা আনিন নাস' — মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া। শুধু ক্রোধ দমন করা যথেষ্ট নয় —

পরিপূর্ণ ক্ষমায় অন্যায়টিকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে হয়। এই পরিপূর্ণ ক্ষমাকারীরাই 'মুহসিন' — যাদের আল্লাহ ভালোবাসেন।

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৮৮

অনুবাদ: সাদাকাহ সম্পদ কমায় না। ক্ষমা করলে আল্লাহ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আর আল্লাহর জন্য বিনয়ী হলে আল্লাহ তাকে উঁচু করেন।

এই হাদীছে তিনটি পাল্টা-স্বজ্ঞাত সত্য — দান করলে সম্পদ কমে না, ক্ষমায় মর্যাদা কমে না, বিনয়ে উচ্চতা কমে না। বরং বিপরীতটি ঘটে। এই তিনটি জীবনেও বারবার প্রমাণিত — মহৎ মানুষরা সবসময় দানশীল, ক্ষমাশীল ও বিনয়ী।

📖 ঐতিহাসিক ঘটনা: মক্কা বিজয়ের মহাক্ষমা

মক্কা বিজয়ের দিন নবীজির সামনে তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রুরা হাজির — যারা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, সাহাবীদের নির্যাতন করেছিল, প্রিয়জনদের শহীদ করেছিল। সমগ্র মক্কা নবীজির পায়ের তলায়। তিনি বললেন: 'ইযহাবু ফা আনতুমুত তুলাকা' — যাও, তোমরা সবাই মুক্ত। কোনো প্রতিশোধ নেই। এটি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সামরিক বিজয়ের পর সবচেয়ে বড় নৈতিক বিজয়। এই মহাক্ষমায় বিমোহিত হয়ে সেদিন হাজার হাজার মানুষ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মাওলানা থানভী রহ. বলেছেন: তলোয়ার যা করতে পারেনি, ক্ষমা তা করেছে।

৫.৭ সবর: ধৈর্যের ত্রিমাত্রিক সৌন্দর্য — বিপদে, ইবাদতে ও পাপ বর্জনে

ইসলামে সবর বা ধৈর্য শুধু বিপদ সহ্য করার নিষ্ক্রিয় গুণ নয় — এটি একটি সক্রিয়, শক্তিশালী ও বহুমাত্রিক নৈতিক গুণ। আলিমরা সবরকে তিনটি মাত্রায় বিভক্ত করেছেন যা মানুষের জীবনের তিনটি মৌলিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে।

১. বিপদে সবর (সবর আলাল মুসীবাহ): বিপদ, কষ্ট বা ক্ষতি এলে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল রেখে ধৈর্য ধারণ করা — হতাশ না হওয়া, অভিযোগ না করা এবং ইন্না লিল্লাহি বলে স্বীকার করা যে সব কিছু আল্লাহর।

২. ইবাদতে সবর (সবর আলাত তাআত): সালাত, সিয়াম, তিলাওয়াতসহ সমস্ত ইবাদতে নিয়মিততা বজায় রাখা — ক্লান্তি ও শীতলতার বিরুদ্ধে লড়াই করা।

৩. পাপ থেকে সবর (সবর আনিল মাআসি): প্রলোভন এলে নফসকে নিয়ন্ত্রণ করা — মন চাইলেও যা নিষিদ্ধ তা না করার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ।

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

সূরা আয-যুমার (৩৯:১০)

অনুবাদ: নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের পুরস্কার দেওয়া হবে হিসাব ছাড়া।

কুরআনে অন্য সব ইবাদতের পুরস্কার নির্দিষ্ট — দশগুণ, সাতশো গুণ। কিন্তু সবরের পুরস্কার 'বিগায়রি হিসাব' — হিসাবহীন, অসীম। কারণ সবর এমন একটি গুণ যা পরিমাপ করা যায় না — প্রতিটি মানুষের সবরের পরিধি আলাদা। আল্লাহ এই পার্থক্য জানেন, তাই পুরস্কারটিও তিনি নিজে পরিমাপ করেন।

"সবর কোনো দুর্বলতা নয় — এটি সবচেয়ে বড় শক্তি। যে মানুষ নিজের ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে একটি শহর জয় করার চেয়ে বেশি করেছে। কারণ বাইরের শত্রু জয় করা সহজ, কিন্তু ভেতরের নফসকে জয় করাই আসল জিহাদ।"

— মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ, ইসলামের সৌন্দর্য

৫.৮ হায়া: লজ্জাশীলতার অনন্য সৌন্দর্য — ঈমানের অদৃশ্য প্রহরী

হায়া বা লজ্জাশীলতা ইসলামের নৈতিকতার এমন একটি গুণ যা আধুনিক সংস্কৃতিতে সবচেয়ে বেশি ভুল বোঝা হয়। বর্তমান সংস্কৃতি লজ্জাকে দুর্বলতা বলে উদযাপন করে এবং লজ্জাহীনতাকে মুক্তি বলে গণ্য করে। কিন্তু ইসলাম বলে লজ্জাই মানুষের স্বভাবজাত সৌন্দর্য — এটি হারালে মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব হারায়।

الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ২৪; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৩৭

অনুবাদ: লজ্জা ঈমানের অংশ।

লজ্জাকে ঈমানের অংশ বলা ইসলামের এক অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি। ঈমান মানে আল্লাহর উপর বিশ্বাস, আর হায়া হলো সেই বিশ্বাসের প্রকাশ — আল্লাহ দেখছেন, তাই লজ্জাজনক কাজ করতে পারব না। হায়া তাই শুধু সামাজিক শিষ্টাচার নয় — এটি আল্লাহ-সচেতনতার স্বাভাবিক প্রকাশ। যার হায়া বেশি, তার তাকওয়াও বেশি।

الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬১১৭; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৩৭

অনুবাদ: লজ্জা কেবল কল্যাণই নিয়ে আসে।

নবীজি হায়াকে সম্পূর্ণভাবে ইতিবাচক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন — লজ্জা কেবল কল্যাণ আনে। সমাজে লজ্জার সংস্কৃতি থাকলে সমাজের নৈতিক মানদণ্ড উঁচু থাকে। বিপরীতে লজ্জার সংস্কৃতি ভেঙে পড়লে সব ধরনের অশ্লীলতা ও অন্যায় স্বাভাবিক হয়ে যায়।

📌 হায়ার দুটি ধরন: জন্মগত ও অর্জিত

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. হায়াকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন: (১) হায়াউন ফিতরী — জন্মগত লজ্জা: মানুষ স্বভাবগতভাবেই কিছু কাজে লজ্জা বোধ করে। এটি ফিতরাতের অংশ। (২) হায়াউন মুকতাসাব — অর্জিত লজ্জা: আল্লাহর মহত্ত্ব ও নিজের ক্ষুদ্রতার উপলব্ধি থেকে যে লজ্জা আসে। এটি ঈমান ও মারিফাতের ফল এবং সর্বোচ্চ প্রকারের হায়া।

৫.৯ তাওয়াদু: বিনয়ের সৌন্দর্য এবং কিবর থেকে মুক্তির পথ

বিনয় (তাওয়াদু) এবং অহংকার (কিবর) ইসলামী নৈতিকতার দুটি বিপরীত মেরু। বিনয় জান্নাতের দরজা খুলে দেয়, অহংকার জাহান্নামের পথ ডেকে আনে। অহংকার এত ভয়ংকর কারণ এটি তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক — নিজেকে বড় মনে করা মানে পরোক্ষভাবে দাবি করা যে আমি স্রষ্টার চেয়ে উচ্চতর। এই দাবি ঈমানের মূল ভিত্তিকে আঘাত করে।

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৯১

অনুবাদ: সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার হৃদয়ে একটি অণু পরিমাণও অহংকার আছে।

একটি অণু পরিমাণ অহংকার — এই পরিমাপ ইসলামে অহংকারের প্রতি কতটা কঠোর মনোভাব তা বুঝিয়ে দেয়। কারণ অহংকার একটি আত্মিক রোগ যা মানুষকে সত্য শুনতে অক্ষম করে, ভুল স্বীকার করতে বাধা দেয় এবং সম্পর্ক নষ্ট করে।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

সূরা লুকমান (৩১:১৮)

অনুবাদ: মানুষের সাথে কথা বলার সময় মুখ ফিরিয়ে নিও না এবং অহংকারে পৃথিবীতে চলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

লুকমান আলাইহিস সালামের উপদেশে বিনয়ের দুটি বাস্তব রূপ বলা হয়েছে: কারও সাথে কথা বলার সময় মনোযোগ দিয়ে তাকানো এবং পৃথিবীতে অহংকারের সাথে না হাঁটা। এই দুটি ছোট আচরণ অন্তরের বিনয়ের বাহ্যিক প্রকাশ।

📖 ঐতিহাসিক ঘটনা: নবীজির অতুলনীয় বিনয়

একদিন এক ব্যক্তি নবীজির সাথে দেখা করতে এসে ভয়ে কাঁপছিল। নবীজি বললেন: 'হাওউইন আলাইকা — শান্ত হও। আমি কোনো রাজা নই। আমি কেবল সেই মহিলার

ছেলে যে শুকনো মাংস খেত।' (সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৩১২) — সমগ্র সৃষ্টিজগতের সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ নিজেকে পরিচয় দিলেন একজন সাধারণ মায়ের ছেলে হিসেবে। এই বিনয়ই মানুষের হৃদয়কে সবচেয়ে দ্রুত জয় করেছিল।

৫.১০ আদল: ন্যায়বিচারের নিখুঁত সৌন্দর্য — নিজের বিরুদ্ধেও

ন্যায়বিচার (আদল) ইসলামের নৈতিকতার কেন্দ্রীয় স্তম্ভ। কিন্তু ইসলামের আদলের সবচেয়ে অনন্য দিক হলো এটি পক্ষপাতহীন — শত্রুর বিরুদ্ধে নয় শুধু, নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধেও, এমনকি প্রিয়তম পরিবারের বিরুদ্ধেও ন্যায় সাক্ষী দেওয়ার নির্দেশ ইসলামে আছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

সূরা আন-নিসা (৪:১৩৫)

অনুবাদ: হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো — যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে বা পিতামাতা ও আত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়।

নিজের বিরুদ্ধে সত্য সাক্ষী দেওয়া — পৃথিবীর কোনো আইন ব্যবস্থাই এটি দাবি করে না। কিন্তু ইসলাম মানুষের হৃদয়ে এমন ঈমান তৈরি করে যে সে জানে আল্লাহর কাছে মিথ্যা লুকানো যাবে না — তাই দুনিয়ায়ও সত্য বলা সহজ হয়ে যায়।

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬৭৮৮; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১৬৮৮

অনুবাদ: সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন — যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, আমি তার হাতও কেটে দিতাম।

নিজের সবচেয়ে প্রিয়তম কন্যার নাম দিয়ে আইনের সমতার ঘোষণা — এটি মানব ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী ন্যায়বিচারের বিবৃতিগুলোর একটি। ইসলামের আদল কারও জন্য আলাদা নয় — ধনী-গরিব, নেতা-সাধারণ মানুষ সকলের জন্য আইন এক। এই ন্যায়বিচারই সমাজে মানুষের আস্থা ও শান্তি নিশ্চিত করে।

৫.১১ ইহসান: নৈতিকতার সর্বোচ্চ স্তর — যেন আল্লাহকে দেখছ

ইসলামী নৈতিকতার তিনটি স্তর আছে — ইসলাম (আনুষ্ঠানিক আনুগত্য), ঈমান (হৃদয়ের বিশ্বাস) এবং ইহসান (পরিপূর্ণতার স্তর)। ইহসান হলো এমন একটি অবস্থা যেখানে মানুষ এমনভাবে আচরণ করে যেন সে আল্লাহকে দেখছে। এই স্তরে পৌঁছলে

নৈতিকতা আর বাহ্যিক নিয়মের বিষয় থাকে না — এটি হৃদয় থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের হয়। এটিই ইসলামী আখলাকের সর্বোচ্চ গন্তব্য।

الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৫০; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৮ — হাদীছে জিবরীল

অনুবাদ: ইহসান হলো আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ; আর যদি না দেখো, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন।

হাদীছে জিবরীলে ইসলামের তিনটি মাত্রা একত্রে বর্ণিত। ইহসানের স্তরে পৌঁছলে নৈতিকতা আর বোঝা নয় — এটি স্বাভাবিক হয়ে যায়। একজন মানুষ যখন সত্যিই অনুভব করে আল্লাহ দেখছেন, তখন সে ভালো কাজ করে কারণ সে ভালো — লোকদেখানোর জন্য নয়, শাস্তির ভয়ে নয়। এই স্বতঃস্ফূর্ত নৈতিকতাই ইসলামী আখলাকের সর্বোচ্চ সৌন্দর্য।

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১৯৫৫

অনুবাদ: আল্লাহ প্রতিটি কাজে ইহসান বাধ্যতামূলক করেছেন।

ইহসানের ব্যাপকতা সীমাহীন — 'প্রতিটি কাজে।' ইবাদতে ইহসান, ব্যবসায় ইহসান, পরিবারে ইহসান, কথাবার্তায় ইহসান, এমনকি পশু জবাইয়েও ইহসান। এই সর্বব্যাপী ইহসানের চাহিদাই ইসলামকে একটি সম্পূর্ণ জীবনবিধানে পরিণত করে। যখন মানুষ প্রতিটি কাজে ইহসানের চেষ্টা করে, তখন তার পুরো জীবনটাই একটি সুন্দর ইবাদতে রূপান্তরিত হয়।

৫.১২ সামাজিক আখলাক: পরিবার, প্রতিবেশী ও সমাজের সাথে সম্পর্কের সৌন্দর্য

ইসলামের আখলাকের সৌন্দর্য ব্যক্তিগত গুণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় — এটি সামাজিক সম্পর্কের প্রতিটি স্তরে বিস্তৃত। পরিবার, প্রতিবেশী, সহকর্মী, পথিক — প্রতিটি সম্পর্কে ইসলামের আখলাকের শিক্ষা সমাজকে একটি মানবিক, ন্যায়সংগত ও টেকসই কাঠামো দেয়। ব্যক্তির নৈতিক উন্নতি শেষ পর্যন্ত সমাজে ছড়িয়ে পড়ে — এটিই ইসলামের সামাজিক দর্শনের মূল কথা।

৫.১২.১ পারিবারিক আখলাকের সৌন্দর্য

পরিবার সমাজের ক্ষুদ্রতম একক — এবং ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক। পরিবারে আখলাকের সৌন্দর্য থাকলে সমাজ সুন্দর হয়, পরিবারে নৈতিক বিপর্যয় হলে সমাজও বিপর্যস্ত হয়।

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

সুনান তিরমিযী, হাদিস নং ৩৮৯৫; সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৯৭৭

অনুবাদ: তোমাদের মধ্যে সেরা সে যে তার পরিবারের কাছে সেরা। আর আমি আমার পরিবারের কাছে তোমাদের মধ্যে সেরা।

নবীজি চরিত্রের মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন পরিবারের সাথে আচরণ দিয়ে — মসজিদের প্রদর্শনী ইবাদত বা সামাজিক মর্যাদা দিয়ে নয়। কারণ ঘরের মধ্যেই মানুষের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ পায় — যেখানে অভিনয়ের সুযোগ নেই। বাইরে যে সৎ ও ভদ্র কিন্তু ঘরে যে নিষ্ঠুর — সে সত্যিকারের নৈতিক মানুষ নয়।

৫.১২.২ প্রতিবেশীর অধিকারের সৌন্দর্য

আধুনিক শহুরে জীবনে প্রতিবেশীকে ভুলে যাওয়া এক সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। পাশের ফ্ল্যাটে কে থাকেন জানা যায় না। ইসলাম এই বিচ্ছিন্নতার বিপরীতে প্রতিবেশীর সাথে পারিবারিক বন্ধনের মতো সম্পর্ক রাখার নির্দেশ দেয়।

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬০১৪; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৬২৫

অনুবাদ: জিবরাইল আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে এতবার গুরুত্ব দিলেন যে আমার মনে হলো হয়তো তাকে উত্তরাধিকারীও বানানো হবে।

আল্লাহর সর্বোচ্চ বিশ্বস্ত ফেরেশতা বারবার এই একটি বিষয়ে জোর দিচ্ছেন — এর চেয়ে বড় গুরুত্বের প্রমাণ কী হতে পারে? 'উত্তরাধিকারী হয়তো হয়ে যাবে' — এই কথাটি প্রতিবেশীর অধিকারকে পারিবারিক অধিকারের সমতুল্যে নিয়ে যায়। এই শিক্ষা সমাজের সামাজিক বন্ধন মজবুত করার ইসলামী দর্শনের চিরকালীন উদাহরণ।

৫.১২.৩ সালামের সৌন্দর্য: শান্তির সংস্কৃতি নির্মাণ

ইসলামের সামাজিক আখলাকের সবচেয়ে সুন্দর ও ব্যবহারিক বিধান হলো সালামের সংস্কৃতি। 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ' — প্রতিটি সাক্ষাতে এই দুআ মানে প্রতিটি সম্পর্ক শুরু হয় শান্তির প্রতিশ্রুতি ও কল্যাণকামনা দিয়ে।

لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৪

অনুবাদ: জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ ঈমান না আনো, ঈমান আনবে না যতক্ষণ পরস্পর ভালোবাসো। আমি কি তোমাদের এমন কিছু বলব না যা করলে তোমরা পরস্পর ভালোবাসবে? তোমাদের মধ্যে সালামের প্রচলন করো।

এই হাদীছে একটি সুন্দর সামাজিক শৃঙ্খল: সালামের প্রচলন → পারস্পরিক ভালোবাসা → পরিপূর্ণ ঈমান → জান্নাত। সমাজে ভালোবাসার সংস্কৃতি তৈরির সবচেয়ে সহজ পথ হলো সালামের প্রচলন — এবং এই সহজ পথটি ইসলাম চৌদ্দশো বছর আগে দেখিয়েছে।

৫.১৩ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর দৃষ্টিতে চরিত্রের সৌন্দর্য

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ 'ইসলামের সৌন্দর্য' গ্রন্থে চরিত্র ও নৈতিকতার সৌন্দর্য বিশ্লেষণে কতগুলো মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো ইসলামী নৈতিকতার বোঝাপড়াকে এক নতুন গভীরতায় নিয়ে যায়। প্রথমত, মাওলানা থানভী রহ. বলেছেন ইসলামের আখলাকের সৌন্দর্য তার উৎসে। মানুষের তৈরি নৈতিক বিধান পরিবর্তনশীল ও দুর্বল — কারণ মানুষ নিজেই অপূর্ণ। কিন্তু আল্লাহর দেওয়া আখলাকের বিধান চিরন্তন ও পরিপূর্ণ। আল্লাহ জানেন মানুষের জন্য কী সর্বোত্তম — কারণ তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এই নির্ভরযোগ্য উৎসই ইসলামী নৈতিকতার সবচেয়ে বড় শক্তি।

দ্বিতীয়ত, তিনি বলেছেন আখলাকের সৌন্দর্য নিয়্যাতের সাথে সম্পর্কিত। একই কাজ — যেমন গরিবকে সাহায্য করা — আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করলে ইবাদত, লোকদেখানোর জন্য করলে রিয়া, কর সুবিধার জন্য করলে ব্যবসা। কাজটি একই, কিন্তু নিয়্যাত আলাদা হওয়ায় আল্লাহর কাছে মূল্য আলাদা। এই নিয়্যাতের গুরুত্ব ইসলামের নৈতিকতাকে একটি গভীর অভ্যন্তরীণ মাত্রা দেয় যা অন্য কোনো নৈতিক ব্যবস্থায় নেই।

তৃতীয়ত, মাওলানা থানভী রহ. বলেছেন চরিত্রের সৌন্দর্য অর্জনযোগ্য। তিনি বলেছেন: 'কিছু মানুষ মনে করে ভালো চরিত্র হয় জন্মগতভাবে — হয় পাওয়া যায়, নয় পাওয়া যায় না। এটি শয়তানের ধোঁকা। ইসলাম বলে মানুষ সৃষ্টিগতভাবে পরিবর্তনযোগ্য — চেষ্টা, মুজাহাদা ও সৎ সঙ্গের মাধ্যমে যেকোনো মানুষ তার চরিত্র পরিবর্তন করতে পারে।' এই আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই ইসলামী নৈতিকতার অন্যতম সৌন্দর্য।

"ইসলামের আখলাক মানুষকে কেবল ভালো মানুষ বানায় না — এটি মানুষকে সুন্দর মানুষ বানায়। কারণ ইসলামী চরিত্রে নৈতিকতা ও সৌন্দর্য আলাদা নয়। যে মানুষ সত্যিকারের নৈতিক, সে সত্যিকারের সুন্দর — এবং সে সৌন্দর্য বাহ্যিক নয়, আত্মিক ও চিরন্তন।"

— মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ, ইসলামের সৌন্দর্য

৫.১৪ আখলাক ও আধুনিক বিশ্ব: ইসলামী নৈতিকতার চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা

একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব একটি তীব্র নৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তিগত উন্নতি ও বস্তুগত সমৃদ্ধির সাথে সাথে নৈতিক অবক্ষয়, পারিবারিক ভাঙন, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও মানসিক স্বাস্থ্যের সংকট বাড়ছে। পশ্চিমা দেশগুলোতে 'Meaning Crisis' বা অর্থ-সংকট এখন সবচেয়ে আলোচিত সামাজিক সমস্যাগুলোর একটি। ইসলামের আখলাকের শিক্ষা এই সংকটের গভীরতম ও সবচেয়ে কার্যকর সমাধান।

আধুনিক ব্যবসায় নীতিতে (Business Ethics) যে মূল্যবোধগুলো আজ বিশ্বব্যাপী চর্চা হচ্ছে — স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আমানতদারি, পরিবেশ সংরক্ষণ, সামাজিক দায়বদ্ধতা — এর প্রতিটিই ইসলামের আখলাকের মূল শিক্ষা। পার্থক্য একটাই: আধুনিক ব্যবসায় নীতি বাহ্যিক নিয়ম দিয়ে এগুলো প্রয়োগ করতে চায়, আর ইসলাম অন্তরে প্রোথিত করে দেয় — যা অনেক বেশি টেকসই ও কার্যকর।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গবেষণাগুলো ইসলামের নৈতিকতার শিক্ষার বৈজ্ঞানিক সমর্থন দিচ্ছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় দেখা গেছে ক্ষমাশীল মানুষ বিষণ্নতায় কম ভোগেন। স্ট্যানফোর্ডের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে কৃতজ্ঞতার অভ্যাস মানুষকে সুখী করে। আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মতে সামাজিক সংযোগ মানুষের আয়ু বাড়ায়। এই সবই ইসলামের আখলাকের শিক্ষার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ।

ইসলামী আখলাক বনাম আধুনিক নৈতিকতা

আধুনিক নৈতিকতা — পরিবর্তনশীল: সমাজ ও সময়ের সাথে বদলায়; উৎস মানুষের মতামত; শুধু বাহ্যিক আচরণ মূল্যায়ন করে; কেবল দুনিয়ার ফলাফল বিবেচনায় নেয়। ইসলামী আখলাক — চিরন্তন: আল্লাহর ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত; অন্তরের নিয়্যাত মূল্যায়ন করে; দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের ফলাফল বিবেচনা করে। এই পার্থক্যই ইসলামী আখলাককে একটি সম্পূর্ণ ও টেকসই নৈতিক ব্যবস্থা করে তোলে।

৫.১৫ অধ্যায়ের উপসংহার: নৈতিকতার সৌন্দর্যের সারকথা

এই বিস্তৃত পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা ইসলামের নৈতিকতা ও চরিত্রের বিভিন্ন মাত্রার সৌন্দর্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে ইসলামী নৈতিকতা একটি পরিপূর্ণ, সুসংগঠিত ও চিরন্তন ব্যবস্থা — যার ভিত্তি আল্লাহর ওহী এবং যার জীবন্ত আদর্শ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

সত্যবাদিতায় আমরা দেখেছি মানসিক প্রশান্তি ও সামাজিক বিশ্বাসের ভিত্তি। আমানতদারিতে দেখেছি মানুষের মর্যাদার রক্ষাকবচ। দয়ায় দেখেছি মানুষ থেকে পশু পর্যন্ত বিস্তৃত ইসলামের মানবিক সৌন্দর্য। ক্ষমায় দেখেছি শক্তিশালীর মহত্তের প্রকাশ। ধৈর্যে দেখেছি জীবনের প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার শক্তি। লজ্জায় দেখেছি সমাজের অদৃশ্য নৈতিক প্রহরী। বিনয়ে দেখেছি প্রকৃত উচ্চতার পথ। ন্যায়বিচারে দেখেছি সমাজের টেকসই ভিত্তি। এবং ইহসানে দেখেছি নৈতিকতার সর্বোচ্চ পরিপূর্ণতা।

এই সমস্ত গুণের সমন্বয়ে তৈরি হয় সেই মানুষ যাঁকে ইসলাম 'ইনসানুল কামিল' — পরিপূর্ণ মানুষ — হিসেবে উপস্থাপন করেছে। এই পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ উদাহরণ স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম — যিনি সিদক, আমানত, রাহমাহ, আফু, সবর, হায়া, তাওয়াদু ও আদল সব একসাথে পরিপূর্ণভাবে ধারণ করেছিলেন।

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

সূরা আল-আহযাব (৩৩:২১)

অনুবাদ: নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ — তার জন্য যে আল্লাহ ও পরকালের প্রত্যাশা রাখে এবং আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে।

এই আয়াতে 'উসওয়াতুন হাসানাহ' — উত্তম আদর্শ — শুধু কথার নয়, জীবনের সামগ্রিক আদর্শ। নবীজির প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথা, প্রতিটি সম্পর্ক, প্রতিটি সিদ্ধান্ত — সব মিলে একটি পরিপূর্ণ জীবনের ছবি। এই ছবি অনুসরণ করার আহ্বানই ইসলামের নৈতিকতার সর্বোচ্চ আহ্বান। এই অনুসরণে মানুষ সেই সৌন্দর্য অর্জন করে যা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়কে সুন্দর করে তোলে।

"ইসলামের চরিত্র কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয় — এটি একটি জীবন্ত সত্তা। নবীজির একটি হাসি, একটি সদয় কথা, একটি মহানুভব ক্ষমা — এগুলো মানুষের হৃদয়কে এমনভাবে জয় করেছে যা কোনো তলোয়ার কখনো পারেনি। ইসলাম কুরআন দিয়েও ছড়িয়েছে, কিন্তু চরিত্র দিয়ে সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে।"

— মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ, ইসলামের সৌন্দর্য

ষষ্ঠ অধ্যায় - সামাজিক ও মানবিক সৌন্দর্য

নারী অধিকার, এতিম-দরিদ্রের অধিকার ও ন্যায়বিচার

১ ভূমিকা: ইসলামের সামাজিক সৌন্দর্যের সারসংক্ষেপ

ইসলাম কেবল একটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়; এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা মানব সমাজের প্রতিটি স্তরে ন্যায়, সমতা ও সহমর্মিতার বীজ বপন করে। ইসলামের সামাজিক সৌন্দর্য তার নৈতিক কাঠামোর মধ্যে নিহিত — এমন একটি কাঠামো যেখানে শক্তিশালী দুর্বলের সেবক, ধনী দরিদ্রের বন্ধু এবং শাসক ন্যায়বিচারের অভিভাবক।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ 'ইসলামের সৌন্দর্য'-এ বলেন: ইসলামের সামাজিক শিক্ষার মূল কথা হলো — প্রতিটি মানুষ আল্লাহর দরবারে সমান; তাই দুনিয়াতেও কেউ কাউকে দলিত করার অধিকার রাখে না। ইসলাম যে সমাজ গড়তে চায়, সেখানে নারী সম্মানিতা, এতিম সুরক্ষিত, দরিদ্র লালিত এবং বিচার নিরপেক্ষ।

এই অধ্যায়ে আমরা ইসলামের সামাজিক ও মানবিক সৌন্দর্যের তিনটি মূল স্তম্ভ — নারীর অধিকার ও মর্যাদা, এতিম ও দরিদ্রের হক, এবং ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা — কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করব।

﴿ ❧ ﴾

৬.২ নারীর অধিকার ও মর্যাদা: ইসলামের অনন্য দান

৬.২.১ জাহিলিয়্যাতের অন্ধকার ও ইসলামের আলো

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজে নারীর অবস্থান ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। জীবন্ত কন্যাশিশুকে কবর দেওয়া হতো, নারীকে সম্পত্তির মতো ক্রয়-বিক্রয় করা হতো এবং তাদের শিক্ষা, সম্পদ ও পারিবারিক সিদ্ধান্তে কোনো অধিকার ছিল না। ইসলাম এই অন্ধকার যুগের সমাপ্তি ঘটিয়ে নারীকে একজন পূর্ণ মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾ (সূরা আত-তাকভীর: ৮-৯)

অর্থ: আর যখন জীবন্ত কবরে দেওয়া কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে — কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কন্যাশিশু হত্যার বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন উত্থাপনের ঘোষণা দিলেন — এটি ইসলামের পক্ষ থেকে নারীর প্রথম আনুষ্ঠানিক সুরক্ষা। ইসলাম জানাল: কন্যা বোঝা নয়, সে রহমত।

৬.২.২ নারীর আধ্যাত্মিক সমতা

ইসলামের এক মহান সৌন্দর্য হলো এই যে, আল্লাহর দরবারে নারী ও পুরুষ সমান। আমল ও তাকওয়ার মাপকাঠিতে কেউ শ্রেষ্ঠ নয়।

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ... أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (সূরা আহযাব: ৩৫)

অর্থ: নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী... আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।

এই আয়াতে আল্লাহ পুরুষ ও নারীকে দশটি গুণের ক্ষেত্রে সমান পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মাওলানা থানভী রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: ইসলাম নারীকে সামাজিকভাবে নয়, আধ্যাত্মিকভাবেও সম্পূর্ণ মানুষ স্বীকার করেছে — এটি এমন এক সৌন্দর্য যা পৃথিবীর কোনো আইনব্যবস্থা দিতে পারেনি।

৬.২.৩ কন্যাসন্তানের লালন-পালন: জান্নাতের পথ

ইসলাম কন্যাসন্তানকে আল্লাহর বিশেষ রহমত হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং তাদের সুলালন-পালনকে জান্নাত লাভের মাধ্যম করেছে।

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ (সহীহ মুসলিম: ২৬৩১)

অর্থ: যে ব্যক্তি দুটি কন্যাসন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে এভাবে আসবে — এই বলে নবী ﷺ তাঁর আঙুলগুলো একত্রিত করে দেখালেন।

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ কন্যার পিতাকে তাঁর সাহচর্যের সুসংবাদ দিলেন। সমাজের যে শ্রেণির মানুষ কন্যাকে বোঝা মনে করে, ইসলাম তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে।

৬.২.৪ নারীর সম্পত্তির অধিকার ও মোহরানা

ইসলাম নারীকে স্বাধীন সম্পত্তির মালিকানা দিয়েছে — এমন এক অধিকার যা পশ্চিমা বিশ্ব পেয়েছে মাত্র ১৯ শতকে, আর ইসলাম দিয়েছে ১৪০০ বছরেরও আগে।

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا
(সূরা নিসা: ৪)

অর্থ: নারীদেরকে তাদের মোহরানা সাদরে দিয়ে দাও। তারা যদি খুশিমনে তার কিছু তোমাদের ছেড়ে দেয়, তাহলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করো।

মোহরানা নারীর একচেটিয়া সম্পদ। এটি স্বামীর দয়া নয়, নারীর আইনগত অধিকার। এ ছাড়াও উত্তরাধিকারে নারীর হিস্যা নির্ধারণ করা হয়েছে এমনভাবে যাতে সে সর্বদা সুরক্ষিত থাকে — পিতার সম্পদ থেকে, স্বামীর সম্পদ থেকে এবং পুত্রের সম্পদ থেকে।

৬.২.৫ মায়ের মর্যাদা: জান্নাতের চাবিকাঠি

الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الأُمَّهَاتِ (মুসনাদে আহমাদ ও নাসাঈ)

অর্থ: জান্নাত মায়েদের পায়ের নিচে।

এই হাদিস বিশ্বের যেকোনো সভ্যতার চেয়ে নারীর প্রতি উচ্চতম শ্রদ্ধার প্রকাশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সাহাবীকে বললেন: 'তোমার সর্বাধিক সঙ্গ-সাহচর্যের হকদার তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার বাবা' (বুখারী ও মুসলিম)। মাতৃত্বকে এভাবে কেন্দ্রে রাখা ইসলামের সামাজিক সৌন্দর্যের এক উজ্জ্বল দিক।

৬.২.৬ স্ত্রীর প্রতি আচরণ: উত্তম চরিত্রের মানদণ্ড

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي (সুনানে তিরমিযী: ৩৮৯৫)

অর্থ: তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে, যে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।

মাওলানা থানভী রহ. বলেন: ইসলাম পরিবারকে সমাজের মূল একক মনে করে এবং পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু হলো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। এই সম্পর্ক যখন ন্যায় ও মহব্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন গোটা সমাজ সুন্দর হয়ে ওঠে। ইসলাম স্বামীকে পরিবারের দায়িত্বশীল করেছে, একই সাথে স্ত্রীর প্রতি সদাচারকে ঈমানের পরিচয় নির্ধারণ করেছে।

{ ❧ }

৬.৩ এতিম ও দরিদ্রের অধিকার: ইসলামের সামাজিক নিরাপত্তা

৬.৩.১ এতিমের মর্যাদা ও সুরক্ষা

ইসলামে এতিমের প্রতি যত্নশীল হওয়া কেবল দয়ার কাজ নয়, এটি আল্লাহর নির্দেশ এবং নবী ﷺ-এর প্রিয় আমল। স্বয়ং আল্লাহর নবী ﷺ ছিলেন এতিম — শৈশবেই পিতামাতাকে হারিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁর জীবনকে দিয়েই এতিমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ (সূরা আদ-দুহা: ৬)

অর্থ: তিনি কি আপনাকে এতিম পাননি এবং আশ্রয় দেননি?

এই আয়াত কেবল রাসূলের ﷺ জীবনের সত্য নয়, এটি উম্মতের জন্য একটি বার্তা: আল্লাহ নিজেই এতিমের অভিভাবক। যে সমাজ এতিমকে আশ্রয় দেয়, সে সমাজ আল্লাহর কাছের সমাজ।

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (সূরা আদ-দুহা: ৯)

অর্থ: অতএব, এতিমকে কখনো ধমক দিও না।

ছোট ও সহজ এই আয়াতে আল্লাহ মুসলিমদের একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলেন: এতিমকে কখনো অপমান করা যাবে না, তার উপর কর্তৃত্বের সুযোগ নেওয়া যাবে না। ইসলামের এই নির্দেশ এতিম শিশুর মানসিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়।

৬.৩.২ এতিমের সম্পদ সুরক্ষা: আল্লাহর কঠোর সতর্কবার্তা

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (সূরা নিসা: ১০)

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা তাদের পেটে আগুনই পুরে নিচ্ছে এবং অচিরেই তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।

ইসলাম এতিমের সম্পদকে 'আমানত' ঘোষণা করেছে। যে অভিভাবকের কাছে এতিমের সম্পদ থাকে, সে শুধু রক্ষক — মালিক নয়। এতিমের সম্পদে হাত দেওয়াকে ইসলাম সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজের (সাবআ মুবিকাত) মধ্যে গণনা করেছে।

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ... وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ (সহীহ বুখারী: ২৭৬৬)

অর্থ: সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাকো... যার মধ্যে একটি হলো এতিমের সম্পদ ভক্ষণ।

৬.৩.৩ এতিম লালন-পালন: নবীজির ﷺ সাহচর্য

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى (সহীহ বুখারী: ৫৩০৪)

অর্থ: আমি এবং এতিমের অভিভাবক জান্নাতে এভাবে থাকব — এই বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল একত্রিত করে দেখালেন।

মাওলানা থানভী রহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখেন: নবীজি ﷺ-এর সাহচর্য কি? যা মু'মিনের সবচেয়ে বড় কামনা। সেই সাহচর্য কেবল একটি কাজে — একটি এতিম শিশুকে ভালোবাসা, খাওয়ানো, পড়ানো, মানুষ করা। ইসলামের এই নির্দেশ সমাজ থেকে অনাথত্বের অভিশাপ মুছে দেওয়ার শক্তি রাখে।

৬.৩.৪ দরিদ্রের অধিকার ও যাকাত ব্যবস্থা

ইসলাম দরিদ্রকে ভিক্ষুক নয়, সম্পদের হকদার বলে ঘোষণা করেছে। যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি — এটি ধনীর দান নয়, গরীবের অধিকার।

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ (সূরা আল-মাআরিজ: ২৪-২৫)

অর্থ: এবং যাদের সম্পদে একটি নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে — যাচ্ঞাকারীর জন্য এবং বঞ্চিতের জন্য।

এই আয়াতে আল্লাহ বললেন 'حَقٌّ مَّعْلُومٌ' অর্থাৎ 'নির্দিষ্ট অধিকার' — এটি সম্পদশালীর ইচ্ছাধীন দান নয়, গরীবের আইনত প্রাপ্য। ইসলামের এই অর্থনৈতিক সুবিচার পৃথিবীর যেকোনো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার চেয়ে সুন্দর ও কার্যকর।

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلاَ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ (সহীহ বুখারী: ১৪৭৯)

অর্থ: মিসকীন সে নয় যাকে এক-দুটি খেজুর বা এক-দুই গ্রাস খাবার দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া যায়; বরং প্রকৃত মিসকীন সে, যে (লজ্জায়) ভিক্ষা চাইতে পারে না।

নবীজি ﷺ আমাদের শেখালেন: অনেক মানুষ আছেন যারা অভাবে থাকেন কিন্তু আত্মসম্মানের কারণে হাত পাততে পারেন না। তাদের খুঁজে বের করা, তাদের কাছে পৌঁছানো — এটিই ইসলামের সামাজিক দায়িত্ব। যাকাতের ব্যবস্থা মূলত এই 'নীরব মিসকীন'দের জন্যই।

৬.৩.৫ প্রতিবেশী ও মুসাফিরের অধিকার

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ (সহীহ বুখারী: ৬০১৫)

অর্থ: জিবরাঈল (আ.) আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে এতবার উপদেশ দিয়েছেন যে, আমি ভাবলাম হয়তো তাকে উত্তরাধিকারী করা হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিবেশী কেবল পাশের বাড়ির মানুষ নয়। ফকীহদের মতে, চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত প্রতিবেশীর অধিকার রয়েছে। এমন একটি সমাজ যেখানে প্রতিটি মানুষ চল্লিশ বাড়ির খোঁজ রাখে, সেই সমাজে দরিদ্রতা ও নিঃসঙ্গতা টিকতে পারে না।

৬.৩.৬ খাদ্যের অধিকার: আল্লাহর প্রশ্ন

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ (সূরা আল-মাউন: ১-৩)

অর্থ: তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ যে দীনকে মিথ্যা বলে? — সে সেই ব্যক্তি যে এতিমকে ধাক্কা দেয় এবং মিসকীনকে খাওয়ানোর ব্যাপারে উৎসাহিত করে না।

এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা চমৎকার একটি সংজ্ঞা দিলেন: যে ব্যক্তি এতিমকে কষ্ট দেয় ও দরিদ্রকে খাওয়ায় না, সে মূলত দীনকে মিথ্যা বলছে। অর্থাৎ, সামাজিক দায়িত্বহীনতা আকিদার সমস্যা। মাওলানা থানভী রহ. বলেন: ইসলামে ইবাদাত ও সামাজিক সেবা আলাদা নয় — উভয়ই একই সত্তার দুটি রূপ।

﴿ ❧ ﴾

৬.৪ ইসলামের ন্যায়বিচার: সর্বোচ্চ মানবিক সৌন্দর্য

৬.৪.১ আল্লাহর গুণ হিসেবে ন্যায়বিচার

ইসলামে আদল (ন্যায়বিচার) কেবল একটি আইনি ধারণা নয় — এটি আল্লাহ তা'আলার একটি গুণ এবং সমগ্র সৃষ্টির ভিত্তি। আল্লাহ নিজেকে 'আল-আদল' বলেছেন এবং তাঁর বান্দাদেরকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ (সূরা আন-নাহল: ৯০)

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচার এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অন্যায় ও বিদ্রোহ থেকে নিষেধ করেন।

এই আয়াতকে কুরআনের সবচেয়ে ব্যাপক নৈতিক নির্দেশিকা বলা হয়। ইমাম শাফেঈ রহ. বলতেন: এই এক আয়াতেই সমগ্র ইসলামী নৈতিকতার সারসংক্ষেপ রয়েছে। 'আদল' অর্থ ন্যায়বিচার, 'ইহসান' অর্থ শুধু ন্যায় নয় বরং সৌন্দর্যময় সদাচার — ইসলাম ন্যায়ের উপরে উঠে ইহসানের দিকে আহ্বান করে।

৬.৪.২ শত্রুর সাথেও ন্যায়বিচার

ইসলামের ন্যায়বিচারের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিক হলো: এটি বন্ধুর জন্য নয়, এটি সবার জন্য — এমনকি শত্রুর জন্যও।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ(সূরা আল-মায়িদা: ৮)

অর্থ: হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর জন্য সত্যের সাক্ষী হিসেবে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াও এবং কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে অন্যায় করতে প্ররোচিত না করে। ন্যায়বিচার করো, এটি তাকওয়ার কাছাকাছি।

মাওলানা থানভী রহ. এই আয়াত সম্পর্কে লেখেন: দুনিয়ার অনেক বিচারব্যবস্থা আছে, কিন্তু ইসলামের বিচারব্যবস্থার সৌন্দর্য হলো এই যে — এখানে বিচারক তার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের উপরে উঠে কেবল সত্যের দিকে যান। শত্রু হলেও তার পক্ষে রায় দেওয়া, বন্ধু হলেও তার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া — এটিই ইসলামি আদল।

৬.৪.৩ নিজের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ(সূরা আন-নিসা: ১৩৫)

অর্থ: হে ঈমানদারগণ, ন্যায়বিচারের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য দাও — যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে হয় বা পিতামাতা ও আত্মীয়দের বিরুদ্ধে।

এটি ন্যায়বিচারের সর্বোচ্চ রূপ: নিজের ক্ষতি হলেও সত্য বলা। আধুনিক বিচারব্যবস্থায় 'self-incrimination' থেকে সুরক্ষার বিধান আছে, কিন্তু ইসলাম বলে: সত্যের পক্ষে থাকো, এমনকি তোমার নিজের বিপক্ষে গেলেও। এটি কেবল আইন নয়, এটি আত্মার পরিশুদ্ধি।

৬.৪.৪ শাসকের ন্যায়বিচার: আল্লাহর ছায়া

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الإِمَامُ الْعَادِلُ (সহীহ বুখারী: ৬৬০)

অর্থ: সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না — তাদের মধ্যে প্রথম হলো ন্যায়পরায়ণ শাসক।

কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ তাপ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে আল্লাহর ছায়ায় স্থান পাওয়া — এর চেয়ে বড় পুরস্কার কী হতে পারে? ইসলাম শাসককে প্রথমে স্থান দিয়েছে — কারণ একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক লক্ষ মানুষের জীবন সুন্দর করেন।

বিপরীতে, অন্যায় শাসকের পরিণতি সম্পর্কে হাদীসে এসেছে:

مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ (সহীহ মুসলিম: ১৪২)

অর্থ: যে শাসক মুসলিমদের বিষয়াদি পরিচালনা করে, অতঃপর তাদের জন্য পরিশ্রম করে না ও সৎ পরামর্শ দেয় না — সে তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

৬.৪.৫ বিচারক ও সাক্ষীর দায়িত্ব

ইসলামে বিচারক ও সাক্ষীর ভূমিকা অত্যন্ত সংবেদনশীল। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কবীরা গুনাহ এবং শিরকের পরেই এর স্থান।

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (সূরা আল-হাজ্জ: ৩০)

অর্থ: অতএব, মূর্তির অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকো এবং মিথ্যা কথা থেকেও বেঁচে থাকো।

এই আয়াতে আল্লাহ মিথ্যা সাক্ষ্যকে মূর্তিপূজার পাশে রেখেছেন — এটি ইসলামের দৃষ্টিতে মিথ্যার ভয়াবহতার প্রমাণ। একটি ন্যায়বিচারের সমাজ গঠনে প্রয়োজন সৎ সাক্ষী — এজন্যই ইসলাম এতে এত গুরুত্ব দিয়েছে।

৬.৪.৬ ইসলামের ন্যায়বিচার: অমুসলিমের প্রতিও

ইসলামের ন্যায়বিচার শুধু মুসলিমদের মধ্যে সীমিত নয়। অমুসলিম নাগরিকদের (জিম্মী) অধিকারও ইসলামে সুরক্ষিত।

مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (সুনানে আবু দাউদ: ৩০৫২)

অর্থ: যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ (অমুসলিম) নাগরিকের উপর অত্যাচার করে, তার অধিকার কম দেয়, তার সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপায় বা তার মত ছাড়া কিছু নেয় — কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে বাদী হব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে কিয়ামতে বাদী হওয়ার কথা বললেন — এটি ইসলামের সার্বজনীন ন্যায়বিচারের প্রমাণ। ইসলামি খিলাফাতের ইতিহাসে অমুসলিম নাগরিকরা যে সুরক্ষা পেয়েছেন তা পৃথিবীর অনেক আধুনিক রাষ্ট্রেও বিরল।

৬.৫ তিনটি মূল্যবোধের পারস্পরিক সম্পর্ক

নারীর অধিকার, এতিম-দরিদ্রের অধিকার এবং ন্যায়বিচার — এই তিনটি মূল্যবোধ ইসলামের দৃষ্টিতে আলাদা নয়, একই সত্যের তিনটি প্রকাশ। যে সমাজে নারীকে

সম্মান করা হয়, সেখানে শিশু নিরাপদ। যেখানে এতিমের যত্ন নেওয়া হয়, সেখানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত। আর যেখানে ন্যায়বিচার আছে, সেখানে দরিদ্র শোষিত হয় না। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন: ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন (نِظَامٌ كَامِلٌ)। এর প্রতিটি বিধান অন্য বিধানের পরিপূরক। নারীর মর্যাদা রক্ষা করলে পরিবার সুন্দর হয়; পরিবার সুন্দর হলে সমাজ সুস্থ হয়; সমাজ সুস্থ হলে রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। এই শৃঙ্খলাকেই বলা যায় ইসলামের সামাজিক সৌন্দর্যের মূল রহস্য।

الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ (সূরা আত-তাওবা: ৭১)

অর্থ: মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু; তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে।

এই আয়াতে ইসলামের সামাজিক দর্শনের সারসংক্ষেপ: নারী ও পুরুষ উভয়ই সমাজ পরিবর্তনের শক্তি। 'আওলিয়া' শব্দটি 'বন্ধু, সাহায্যকারী, অভিভাবক' সব অর্থে ব্যবহৃত — অর্থাৎ একটি ইসলামি সমাজে কেউ একা নয়, সবাই সবার জন্য দায়িত্বশীল।

৬.৬ উপসংহার

এই অধ্যায়ের পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে ইসলামের সামাজিক ও মানবিক সৌন্দর্য তার প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো আইনব্যবস্থা বা দর্শন নেই যা একইসাথে নারীকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছে, এতিমকে নবীজির ﷺ সাহচর্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, দরিদ্রকে সম্পদের হকদার ঘোষণা করেছে এবং ন্যায়বিচারকে শত্রুর প্রতিও প্রযোজ্য করেছে।

কুরআন ও হাদীসের এই শিক্ষাগুলো কেবল ধর্মীয় নির্দেশ নয়, এগুলো মানব সভ্যতার সবচেয়ে পরিপক্ক সামাজিক দর্শন। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর ভাষায়: 'ইসলাম যদি সত্যিই বোঝা যায়, তাহলে দেখা যাবে — এই দীনের প্রতিটি বিধান মানুষের কল্যাণের জন্য এবং প্রতিটি নিষেধাজ্ঞা মানুষের ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য।'

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭)

অর্থ: আর আমি আপনাকে কেবল বিশ্বজগতের জন্য রহমত হিসেবেই পাঠিয়েছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল মুসলিমদের জন্য নন — তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত। তাঁর আনা দীন — ইসলামের সামাজিক ও মানবিক সৌন্দর্য — এই রহমতেরই বাস্তব রূপ।

নারীর অধিকার, এতিমের সুরক্ষা, দরিদ্রের হক এবং ন্যায়বিচারের বিধান মিলিয়ে ইসলাম এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখায় যেখানে প্রতিটি মানুষ মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকতে পারে।

সপ্তম অধ্যায় - ইসলামের সার্বজনীনতা

যুগ-কাল ও জাতিভেদহীন ইসলামের উদারতা

৭.১ ভূমিকা: সার্বজনীনতা — ইসলামের মূল পরিচয়

ইসলাম কোনো এক জাতির, এক যুগের বা এক ভূখণ্ডের ধর্ম নয়। এটি মহাকালের জন্য, সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন বিধান। আরবের মরুভূমিতে যে দীনের আলো প্রজ্বলিত হয়েছিল, তা দ্রুত পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়েছিল — কারণ এর বার্তা ছিল মানবপ্রকৃতির গভীরে প্রোথিত সত্যের বার্তা। কোনো বিশেষ বর্ণ, ভাষা, গোত্র বা শ্রেণির জন্য সংকীর্ণ নয়, ইসলাম প্রতিটি মানুষকে আহ্বান করে — আরব-অনারব, কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ — সকলকে সমান মর্যাদায়।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ইসলামের সৌন্দর্য' (جَمَالُ الإسلامِ)-এ এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছেন। তিনি বলেন: ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম প্রধান কারণ হলো এই যে, এটি মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি (فِطْرَة) অনুযায়ী রচিত। মানুষের মনে যে ন্যায়বোধ, সৌন্দর্যপ্রিয়তা, সত্যের প্রতি টান এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রয়েছে — ইসলাম সেই সবকিছুকে পরিপূর্ণভাবে সম্বোধন করে। তাই ইসলাম যুগ পেরিয়ে, দেশ পেরিয়ে সত্য হিসেবে টিকে থাকে।

এই অধ্যায়ে আমরা ইসলামের সার্বজনীনতার পাঁচটি মূল মাত্রা নিয়ে আলোচনা করব: (১) ইসলামের কালোত্তীর্ণতা — যুগে যুগে প্রাসঙ্গিক, (২) ইসলামের বর্ণ ও জাতিভেদহীনতা — সকল মানুষ এক উম্মাহ, (৩) ইসলামের ভৌগোলিক অসীমতা — কোনো দেশে সীমাবদ্ধ নয়, (৪) ইসলামের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা — অমুসলিমদের সাথে আচরণ, এবং (৫) ইসলামের মানবিক একত্ব — বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। প্রতিটি বিষয়ে কুরআন, হাদিস এবং মাওলানা থানভী রহ.-এর আলোকবর্তিকা আমাদের পথ দেখাবে।

৭.২ ইসলামের কালোত্তীর্ণতা: প্রতিটি যুগের দীন

৭.২.১ চিরন্তন সত্যের ঘোষণা

ইসলামের সবচেয়ে মৌলিক দাবি হলো: এটি কেবল ৭ম শতাব্দীর আরবের জন্য নয়, এটি কিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রতিটি যুগের মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এই দাবি কুরআনের একটি সুস্পষ্ট ঘোষণায় প্রতিধ্বনিত হয় — এমন একটি ঘোষণা যার সমতুল্য পৃথিবীর আর কোনো ধর্মগ্রন্থে নেই।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (সূরা সাবা: ২৮)

অর্থ: আর আমি আপনাকে সমগ্র মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

এই আয়াতে 'كَافَّةً لِّلنَّاسِ' — 'সমগ্র মানুষের জন্য' — শব্দবন্ধটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। 'কাফফাতান' শব্দের অর্থ ব্যাপকভাবে, সম্পূর্ণরূপে — কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া। ইমাম ইবনে কাসীর রহ. তাফসীরে বলেন: এই আয়াত প্রমাণ করে যে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াত সর্বকালীন ও সর্বজনীন। পূর্ববর্তী নবীগণ নির্দিষ্ট জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ﷺ সমস্ত মানুষের কাছে প্রেরিত — এটি তাঁর নবুওয়াতের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

মাওলানা থানভী রহ. বলেন: ইসলামের বিধান-বিধিমালা (أحكام) এমনভাবে রচিত যে প্রতিটি যুগে এগুলো প্রয়োগযোগ্য। ইসলামে এমন কিছু মূলনীতি (উসূল) আছে যা অপরিবর্তনীয়, কিন্তু এর ফিকহী বিস্তার এত প্রশস্ত যে যেকোনো যুগের সমস্যার সমাধান এখানে পাওয়া যায়। ইসলামের শরীয়া কোনো বন্দিশালা নয় — এটি এক প্রশস্ত মহাসড়ক যেখানে আধুনিকতা ও ঐতিহ্য উভয়ই সুন্দরভাবে চলতে পারে।

৭.২.২ ইসলামের বিধান: পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় অপরিবর্তনীয় মূল্যবোধ

মানব সভ্যতা পরিবর্তিত হয়, প্রযুক্তি বদলায়, সমাজব্যবস্থা রূপান্তরিত হয় — কিন্তু মানুষের মৌলিক নৈতিক চাহিদাগুলো একই থাকে। ন্যায়, সততা, পরিবারের সুরক্ষা, জীবনের নিরাপত্তা, সম্পদের সুরক্ষা — এই মৌলিক মানবিক প্রয়োজনগুলো যুগে যুগে একই। ইসলাম ঠিক এই বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। ইসলামের ইবাদাত মানুষকে নৈতিক শক্তি দেয়, মুয়ামালাত মানুষের সামাজিক জীবন পরিচালনা করে, আখলাক মানুষের চরিত্র গঠন করে — এই তিনটি মিলে গড়ে ওঠে এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা যেকোনো যুগে প্রযোজ্য।

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ(সূরা আল-ইসরা: ৯)

অর্থ: নিশ্চয়ই এই কুরআন সেই পথের দিকে হেদায়াত করে যা সর্বাধিক সুদৃঢ় ও সঠিক।

ইমাম আত-তাবারী রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: 'الَّتِي هِيَ أَقْوَمُ' অর্থ সেই পথ যা সবচেয়ে সুদৃঢ়, সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত — সেই পথ যা ইহকাল ও পরকাল উভয়ের কল্যাণ নিশ্চিত করে। 'أَقْوَمُ' শব্দটি সর্বোচ্চ মাত্রার বিশেষণ (আফআলুত তাফযীল), যা বোঝায় এই পথটি কেবল সঠিক নয়, সকল পথের মধ্যে সর্বোচ্চ সুদৃঢ়। এটি যুগ নির্বিশেষে চিরসত্য।

৭.২.৩ রাসূলের ﷺ ঘোষণা: সর্বকালের নবী

بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ (সহীহ মুসলিম: ৫২৩)

অর্থ: আমাকে সমগ্র মানুষের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে এবং আমার দ্বারা নবীগণের ধারা সমাপ্ত করা হয়েছে।

এই হাদীসে দুটি পরস্পরসংযুক্ত সত্য ঘোষিত হয়েছে: প্রথমত, রাসূল ﷺ সমগ্র মানবজাতির কাছে প্রেরিত — কোনো বিশেষ জাতি বা যুগের জন্য নয়। দ্বিতীয়ত, তিনি শেষ নবী — তাঁর পরে আর কোনো নবী নেই। এই দুটি সত্য একসাথে পড়লে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বোঝা যায়: যেহেতু তিনি শেষ নবী, কাজেই তাঁর আনা বিধানই কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্য চূড়ান্ত পথপ্রদর্শক। ইসলামের সার্বজনীনতা তাই কেবল নৈতিক দাবি নয়, আকীদার মূল ভিত্তি।

মাওলানা থানভী রহ. এই প্রসঙ্গে লেখেন: পূর্ববর্তী নবীগণ আসতেন এবং তাঁদের শরীয়া পরবর্তী নবীর শরীয়া দ্বারা রহিত হয়ে যেত। কিন্তু ইসলামের শরীয়া কিয়ামত পর্যন্ত রহিত হওয়ার নয়, কারণ এর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। এটি ইসলামের এক অপার সৌন্দর্য: এই দীন মানুষকে চিরন্তন সত্যের সাথে যুক্ত করে এবং প্রতিটি যুগে তাকে পথ দেখায়।

৭.৩ ইসলামের জাতিভেদহীনতা: বর্ণ-গোত্র-ভাষার উপরে এক উম্মাহ

৭.৩.১ মানবজাতির ঐক্য: একই পিতামাতার সন্তান

মানব ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক ব্যাধিগুলোর একটি হলো বর্ণবাদ ও জাতিভেদ। প্রাচীন আরবে গোত্রীয় গর্ব ছিল সর্বোচ্চ মূল্যবোধ, রোমান সাম্রাজ্যে দাসত্ব ছিল স্বাভাবিক প্রথা, হিন্দু সমাজে বর্ণপ্রথা ছিল সর্বব্যাপী। এই সব সামাজিক বৈষম্যের বিপরীতে ইসলাম এক বিপ্লবী ঘোষণা করল: সকল মানুষ একই পিতামাতার — আদম ও হাওয়া আ.-এর — সন্তান; তাই কেউ কারো চেয়ে বর্ণে বা গোত্রে শ্রেষ্ঠ নয়।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (সূরা আল-হুজুরাত: ১৩)

অর্থ: হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সে, যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী।

এই একটি আয়াতে ইসলাম মানবজাতির সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে দুটি যুগান্তকারী ঘোষণা দিয়েছে। প্রথম ঘোষণা: জাতিভেদ ও গোত্রভেদের উদ্দেশ্য শ্রেষ্ঠত্ব নয়, পরিচয় (لِتَعَارَفُوا — যাতে পরিচিত হতে পারো)। বৈচিত্র্য বিভাজনের হাতিয়ার নয়, পরিচয়ের মাধ্যম। দ্বিতীয় ঘোষণা: শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মানদণ্ড হলো তাকওয়া — আল্লাহভীতি। এটি মানুষের নিজের অর্জন, বংশ বা বর্ণের দান নয়।

ইমাম কুরতুবী রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: আরবরা তখন গোত্রের গর্বে উদ্ধত ছিল এবং নিজেদের অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করত। আল্লাহ জানিয়ে দিলেন — গোত্রের বৈচিত্র্য মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্য, শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করার জন্য নয়। মাওলানা থানভী রহ. বলেন: 'লিতাআরাফু' — এই শব্দে ইসলামের সামাজিক দর্শনের সারমর্ম রয়েছে। বৈচিত্র্য হলো আলাদা থাকার যুক্তি নয়, মিলিত হওয়ার সুযোগ।

৭.৩.২ বিদায় হজ্বের ভাষণ: মানবাধিকারের প্রথম ঘোষণাপত্র

১০ম হিজরীতে আরাফাতের ময়দানে বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ জাতিভেদের বিরুদ্ধে যে ঘোষণা দিয়েছেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। লক্ষাধিক সাহাবীর সামনে, ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র মুহূর্তে, তিনি যা বললেন তা আজও মানবাধিকারের দলিল হিসেবে অনন্য:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى (মুসনাদে আহমাদ: ২৩৪৮৯)

অর্থ: হে মানুষ! সাবধান, তোমাদের রব এক এবং তোমাদের পিতা এক। সাবধান, কোনো আরবির অনারবির উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কোনো অনারবির আরবির উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কোনো লাল বর্ণের কালো বর্ণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং কোনো কালো বর্ণের লাল বর্ণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই — তাকওয়া ছাড়া।

এই ঘোষণাটি পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিপ্লবী মুহূর্ত। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের প্রায় ১৩০০ বছর আগে ইসলাম ঘোষণা করেছে: সকল মানুষ বর্ণ-ভাষা-গোত্র নির্বিশেষে সমান। রাসূল ﷺ কেবল ন্যায়ের কথা বলেননি — তিনি একটি সম্পূর্ণ সামাজিক বিপ্লবের ঘোষণা দিয়েছেন। আধুনিক সভ্যতা যা সংবিধানে লিখেছে, ইসলাম তা আরাফাতের ময়দানে ঘোষণা করেছে — অনেক আগেই।

৭.৩.৩ বিলাল রা.: বর্ণবাদের মৃত্যু ও ইসলামের বিপ্লব

ইসলামের জাতিভেদহীনতার সবচেয়ে জীবন্ত ও অনুপ্রেরণাদায়ক প্রমাণ হলো হযরত বিলাল ইবনে রাবাহ রা.-এর জীবন। তিনি ছিলেন আবিসিনিয়ার (বর্তমান ইথিওপিয়া) কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস — সমাজের সর্বনিচু স্তরে। উমাইয়া ইবনে খালাফ তাঁকে জ্বলন্ত রোদে বালুর উপর শুইয়ে বুকে পাথর চাপা দিয়ে অত্যাচার করত। ইসলাম গ্রহণের পর আবু বকর সিদ্দিক রা. তাঁকে মুক্ত করেন এবং তিনি হলেন মসজিদে নববীর প্রথম মুয়াজ্জিন — রাসূল ﷺ-এর অত্যন্ত প্রিয় সাহাবী।

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল রা.-কে কা'বার ছাদে উঠিয়ে আযান দেওয়ালেন। আরব সভ্যতার সবচেয়ে পবিত্র স্থানে একজন আফ্রিকান সাবেক দাসের কণ্ঠস্বর — এই দৃশ্যটি ইসলামের জাতিভেদহীনতার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতীক। রাসূল ﷺ বিলাল রা.-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন:

يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلَامِ مَنْفَعَةً عِنْدَكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ (সহীহ বুখারী: ১১৪৯)

অর্থ: হে বিলাল! ইসলামে তুমি কোন আমলকে সবচেয়ে বেশি আশাব্যঞ্জক মনে করো? কারণ আমি জান্নাতে তোমার জুতার শব্দ আমার সামনে শুনেছি।

এই হাদিসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাসূল ﷺ জানালেন — বিলাল রা. ইতিমধ্যে জান্নাতে তাঁর সামনে হাঁটছেন। একজন সাবেক কৃষ্ণাঙ্গ দাস জান্নাতে নবীর ﷺ অগ্রগামী! এটি

শুধু বিলাল রা.-এর কথা নয় — এটি ইসলামের সেই মূলনীতির ঘোষণা: একজন মানুষের মূল্য তার বংশে নয়, তার তাকওয়া ও আমলে।

৭.৩.৪ দাসমুক্তি: ইসলামের ক্রমিক সামাজিক বিপ্লব

ইসলাম দাসত্বের প্রথাকে একটি ক্রমিক প্রক্রিয়ায় নির্মূল করেছে। সরাসরি দাসপ্রথা বিলোপের ঘোষণা না দিয়ে ইসলাম এমন এক মানসিকতা ও আইনি কাঠামো তৈরি করেছে যা স্বাভাবিকভাবেই দাসত্বকে অপ্রচলিত করে দেয়: দাসমুক্তিকে সর্বোচ্চ পুণ্যের কাজ ঘোষণা করা, কাফফারা হিসেবে দাসমুক্তি নির্ধারণ করা এবং দাসের সাথে ভালো আচরণকে ঈমানের পরিচয় বানানো।

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ (সূরা আল-বালাদ: ১২-১৩)

অর্থ: তুমি কি জানো সেই কঠিন গিরিপথ কী? তা হলো দাসমুক্তি।

কুরআন দাস মুক্তিকে সর্বোচ্চ নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে গণনা করেছে। 'ফাক্কু রাক্কাবাহ' — দাসের গলার শেকল খোলা — এটিকে আল্লাহ 'কঠিন গিরিপথ অতিক্রম' বলেছেন, অর্থাৎ এটি মহান কর্তব্য। ইসলামের প্রথম যুগে আবু বকর সিদ্দিক রা. তাঁর সম্পদ দিয়ে অসংখ্য দাসকে ক্রয় করে মুক্ত করেছিলেন। ইসলামের এই দাসমুক্তির আন্দোলন ছিল মানবতার ইতিহাসে এক নীরব কিন্তু গভীর বিপ্লব।

﴿ ❧ ﴾

৭.৪ ইসলামের ভৌগোলিক সীমাহীনতা: গোটা পৃথিবী মসজিদ

৭.৪.১ সমগ্র পৃথিবীতে ইবাদাত সম্ভব: পবিত্র ভূমির বাধ্যবাধকতা নেই

পূর্ববর্তী ধর্মগুলোয় উপাসনার নির্দিষ্ট স্থান ছিল। ইহুদিদের জেরুসালেমের মন্দির, বিভিন্ন পৌত্তলিক ধর্মের নির্দিষ্ট মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র — এগুলো ছিল উপাসনার অপরিহার্য শর্ত। কিন্তু ইসলাম এই সীমা তুলে দিয়েছে। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে, যেকোনো ভাষায়, যেকোনো পোশাকে একজন মুসলিম আল্লাহর ইবাদাত করতে পারে — এবং তা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য।

جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ (সহীহ বুখারী: ৩৩৫)

অর্থ: আমার জন্য গোটা পৃথিবীকে মসজিদ ও পবিত্র করার উপায় করে দেওয়া হয়েছে। তাই আমার উম্মতের যে কেউ যেখানেই সালাতের সময় হোক, সে যেন সেখানেই সালাত পড়ে নেয়।

এই হাদিসটি ইসলামের ভৌগোলিক সার্বজনীনতার সুন্দর প্রকাশ। একজন মুসলিম পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে থাকুক — জঙ্গলে, মরুভূমিতে, পাহাড়ে, সমুদ্রে, কারাগারে — সে তার ইবাদাত করতে পারবে। কোনো বিশেষ উপাসনালয়, কোনো বিশেষ পুরোহিত, কোনো বিশেষ ভূখণ্ডের প্রয়োজন নেই। মাওলানা থানভী রহ. বলেন: এটি ইসলামের অসাধারণ সৌলভ্য। ইসলাম মানুষকে কোনো স্থানের বন্দী করেনি — গোটা পৃথিবী তার জন্য ইবাদাতের ক্ষেত্র।

৭.৪.২ কিবলা: বৈশ্বিক ঐক্যের কেন্দ্র

ইসলামের এক অপূর্ব বৈশ্বিক প্রতীক হলো কিবলা। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে মুসলিমরা একটিমাত্র দিকে মুখ করে নামাজ পড়ে — মক্কার কা'বার দিকে। এতে একটি আশ্চর্য ঐক্য তৈরি হয়: একই সময়ে কোটি মানুষ, শতাধিক দেশে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়, একটিমাত্র লক্ষ্যে, একইভাবে আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়। এটি পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সংগঠিত মানব ঐক্যের উদাহরণ।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (সূরা আল-বাকারা: ১৫০)

অর্থ: তুমি যেখান থেকেই বের হও না কেন, তোমার মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফিরিয়ে নাও। আর তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তোমাদের মুখ তার দিকে ফিরিয়ে নাও।

মাওলানা থানভী রহ. বলেন: কিবলার এই বিধান মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের দৃশ্যমান প্রতীক। ঢাকায় পড়া নামাজ ও লন্ডনে পড়া নামাজের মধ্যে আকীদা, পদ্ধতি ও লক্ষ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এই একতা কোনো রাজনৈতিক বা সামরিক শক্তি তৈরি করেনি — আল্লাহর বিধান তৈরি করেছে। ইসলামের ভৌগোলিক সীমাহীনতার সবচেয়ে দৃশ্যমান প্রকাশ এই কিবলাই।

৭.৪.৩ হজ্ব: বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানব মিলনমেলা

ইসলামের সার্বজনীনতার সবচেয়ে দৃশ্যমান প্রকাশ হলো হজ্ব। প্রতি বছর পৃথিবীর ১৮০টিরও বেশি দেশ থেকে ২০ থেকে ৩০ লক্ষ মানুষ মক্কায় একত্রিত হয় — সকলেই এক পোশাকে (ইহরাম), এক ভাষায় তালবিয়া পাঠ করতে করতে। এই দৃশ্য মানব ইতিহাসে তুলনাহীন। হজ্বের ময়দানে শাসক ও শাসিত, ধনী ও দরিদ্র, আরব ও অনারব — সকলেই সমান। একই সাদা কাপড়, একই তালবিয়া, একই কা'বার তাওয়াফ।

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ-আল (সূরা হাজ্জ: ২৭)

অর্থ: মানুষের মধ্যে হজ্বের ঘোষণা দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং প্রতিটি দূরবর্তী পথ থেকে উটের পিঠে চড়ে।

'مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ' — 'প্রতিটি দূরবর্তী পথ থেকে'। এই আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে মানুষ আসবে। এই ঘোষণা আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে: বাংলাদেশ থেকে ব্রাজিল, নাইজেরিয়া থেকে নরওয়ে — পৃথিবীর প্রতিটি কোণ থেকে মানুষ আসে। হজ্বে গিয়ে একজন মুসলিম বুঝতে পারেন: ইসলাম কোনো আরব ধর্ম নয়, এটি মানবজাতির ধর্ম।

{ ❧ }

৭.৫ ইসলামের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও উদারতা: বিশ্বাসে জবরদস্তি নেই

৭.৫.১ ধর্মে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই: ফিত্রাতের প্রতি শ্রদ্ধা

ইসলামের সার্বজনীনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি। ইসলাম বিশ্বাস করে যে আল্লাহ মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন — এই স্বাধীনতাকে বলপ্রয়োগ দ্বারা হরণ করা ইসলামের মূল দর্শনের বিরুদ্ধে। ইসলাম দাওয়াহর পথে চলে — যুক্তি, প্রেম ও সৌন্দর্যের মাধ্যমে মানুষকে আহ্বান করে। বল প্রয়োগের পথে নয়।

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (সূরা আল-বাকারা: ২৫৬)

অর্থ: দীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। সত্যপথ ভ্রান্তপথ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' — এই নীতিটি ইসলামের ধর্মীয় উদারতার মূল দলিল। আল্লাহ যদি চাইতেন, সমস্ত মানুষকে জোর করে মুসলিম বানাতে পারতেন — কিন্তু তিনি মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। কারণ জোরজবরদস্তিতে পাওয়া 'বিশ্বাস' আসলে বিশ্বাসই নয় — কেবল মুখের স্বীকৃতি। সত্যিকারের ঈমান হৃদয়ের স্বাধীন সম্মতি থেকে আসে।

মাওলানা থানভী রহ. এই বিষয়ে অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন: ইসলাম মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করে — দাওয়াত দেয়, যুক্তি দেয়, প্রেমের ভাষায় কথা বলে। কিন্তু কখনো তরবারি দিয়ে বুক ঠেকিয়ে বিশ্বাস নেয় না। কারণ আল্লাহ যখন মানুষকে

বিবেক দিয়েছেন, তখন সেই বিবেককে অতিক্রম করে ইসলাম গ্রহণ করানো ইসলামের লক্ষ্য নয় — লক্ষ্য হলো বিবেককে সত্যের দিকে চালিত করা।

৭.৫.২ অমুসলিমদের সাথে ন্যায়সঙ্গত ও সদয় সম্পর্ক

ইসলাম স্পষ্ট করেছে যে যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি বা ধর্মের কারণে তাড়িয়ে দেয়নি — তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত ও সদয় আচরণ করা শুধু অনুমোদিত নয়, বরং ইসলামের নির্দেশ।

لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (সূরা আল-মুমতাহিনা: ৮)

অর্থ: যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়নি — আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সাথে সদয় ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।

এই আয়াতে 'تَبَرُّوهُمْ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে — যার মূল 'বির্র' থেকে, যা মাতাপিতার সাথে উত্তম আচরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ অমুসলিমদের সাথে আচরণ হবে পিতামাতার সাথে আচরণের মতো উষ্ণ ও সম্মানজনক। ইসলামী আইনশাস্ত্রে এই আয়াতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে: একজন মুসলিম অমুসলিম প্রতিবেশীকে উপহার দিতে পারবে, তার বিপদে সাহায্য করতে পারবে, তার সাথে ব্যবসা করতে পারবে। এটি ইসলামের মানবিক উদারতার সুস্পষ্ট দলিল।

৭.৫.৩ আহলে কিতাবের সাথে ন্যায়সঙ্গত সংলাপ

ইসলাম কেবল মুসলিমদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় — এটি সকল আসমানী ধর্মের অনুসারীদের সাথে সম্মানজনক সম্পর্ক ও সংলাপের আহ্বান করে। ইহুদি ও খ্রিস্টান — উভয় সম্প্রদায়কে কুরআন 'আহলে কিতাব' বলে সম্মান করেছে এবং তাদের সাথে সাধারণ ভিত্তিতে কথা বলার আহ্বান জানিয়েছে।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ (সূরা আলে ইমরান: ৬৪)

অর্থ: বলুন: হে আহলে কিতাব! এসো এমন একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান — যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করব না।

এই আয়াত ইসলামের আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মূলনীতি নির্ধারণ করেছে: বিতর্ক ও বিদ্বেষ নয়, সাধারণ ভিত্তি (كَلِمَةٍ سَوَاءٍ) খুঁজে বের করা। ইসলাম জানে যে একেশ্বরবাদ,

নৈতিক মূল্যবোধ এবং ন্যায়বিচারের ধারণা সব আসমানী ধর্মে কমবেশি আছে। মাওলানা থানভী রহ. বলেন: ইসলাম সত্যের সন্ধান করে, শত্রু তৈরি করতে চায় না। যেখানেই সত্যের অংশ আছে, ইসলাম তাকে স্বীকার করে এবং তার উপর ভিত্তি করে আরও গভীর সত্যের দিকে আহ্বান জানায়।

৭.৬ বৈচিত্র্যে ঐক্য: ইসলামের মানবিক একত্বের দর্শন

৭.৬.১ একটি উম্মাহ, অনেক জাতি: বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিচয়

ইসলামের সবচেয়ে গভীর সামাজিক অবদান হলো 'উম্মাহ' ধারণাটি। উম্মাহ হলো বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়া এক মানব পরিবার — যেখানে আরব, পারস্য, তুর্কি, বাঙালি, আফ্রিকান, মালয় — সকলেই সমান সদস্য। ভাষা ভিন্ন, পোশাক ভিন্ন, রান্নার ধরন ভিন্ন, স্থাপত্যরীতি ভিন্ন — কিন্তু আকীদা এক, কিবলা এক, কিতাব এক, নবী এক। এই ঐক্য জাতীয়তার চেয়ে গভীর, রক্তের সম্পর্কের চেয়ে মজবুত।

إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (সূরা আল-আম্বিয়া: ৯২)

অর্থ: নিশ্চয়ই এই তোমাদের উম্মাহ — এক উম্মাহ। আর আমিই তোমাদের রব, সুতরাং আমারই ইবাদাত করো।

এই আয়াতে 'أُمَّةً وَاحِدَةً' — এক উম্মাহর ধারণাটি মানব সভ্যতায় এক নতুন ধরনের সামাজিক পরিচয় তৈরি করেছে। জাতীয়তার পরিচয় নয়, বিশ্বাসের পরিচয়। ভাষার পরিচয় নয়, আদর্শের পরিচয়। এই পরিচয় জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে প্রতিস্থাপন করেছে বিশ্বাসের সমতার ধারণা দিয়ে। মাওলানা থানভী রহ. বলেন: উম্মাহর এই ধারণা মানবজাতির ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব সামাজিক সংগঠনের মডেল — যেখানে বৈচিত্র্য শক্তি, দুর্বলতা নয়।

৭.৬.২ ভাষার বৈচিত্র্য: আল্লাহর সৃজনশীলতার প্রকাশ

ইসলাম বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেবল 'সহ্য' করার বিষয়ে নয়, বরং এগুলোকে আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে দেখতে বলে। এটি একটি গভীর দার্শনিক অবস্থান: বৈচিত্র্য ঈশ্বরের সৃজনশীলতার প্রকাশ।

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ
(সূরা আর-রূম: ২২)

অর্থ: আর তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

এই আয়াতে আল্লাহ মানবজাতির ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্যকে আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টির পাশে স্থান দিয়েছেন — উভয়ই তাঁর নিদর্শন (আয়াত)। অর্থাৎ ভাষার বৈচিত্র্য ত্রুটি নয়, সৌন্দর্য। বর্ণের বৈচিত্র্য দুর্বলতা নয়, আল্লাহর সৃজনশীলতার প্রমাণ। মাওলানা থানভী রহ. বলেন: আল্লাহ যদি এই বৈচিত্র্যকে নিদর্শন বলে ঘোষণা দেন, তাহলে মানুষ তার কারণে বৈষম্য তৈরি করবে কীভাবে? বৈচিত্র্যকে দেখতে হবে আল্লাহর সৃজনশীলতার প্রকাশ হিসেবে — শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসেবে নয়।

৭.৬.৩ মুমিনদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব: একটি দেহের ন্যায়

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ (সূরা আল-হুজুরাত: ১০)

অর্থ: মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।

এই আয়াতে 'إِخْوَةٌ' (ইখওয়াহ) — ভাইয়েরা — শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা রক্তের ভাইয়ের মতো সম্পর্ক বোঝায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ভ্রাতৃত্বকে আরও সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى (সহীহ মুসলিম: ২৫৮৬)

অর্থ: পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, দয়া ও সহানুভূতিতে মুমিনদের দৃষ্টান্ত হলো একটি দেহের মতো। যখন তার কোনো অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন সমগ্র দেহ ব্যথায় ও জ্বরে সাড়া দেয়।

এই হাদীসে রাসূল ﷺ মুসলিম উম্মাহকে একটি জীবন্ত শরীরের সাথে তুলনা করেছেন। আরবের মুসলিমের ব্যথা বাংলাদেশের মুসলিমকে স্পর্শ করবে, আফ্রিকার মুসলিমের আনন্দ মালয়েশিয়ার মুসলিমকে আনন্দিত করবে। এই 'সামষ্টিক অনুভূতি' (collective consciousness) কোনো রাজনৈতিক কাঠামো তৈরি করতে পারে না — কিন্তু ইসলামের বিশ্বাস তৈরি করেছে। এটি ইসলামের মানবিক একত্বের সুন্দরতম প্রকাশ।

৭.৭ ইসলামের সার্বজনীন মানবাধিকার: মাকাসিদে শরীয়ার আলোকে

৭.৭.১ পাঁচটি মৌলিক সংরক্ষণ (الْمَقَاصِدُ الْخَمْسَة)

ইসলামী আইনশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ নির্ধারণ করেছেন যে শরীয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা — এই পাঁচটি অধিকার কোনো বিশেষ জাতি বা ধর্মের নয়, প্রতিটি মানুষের।

ইমাম গাযালী রহ. বলেন: شَرْعٌ مَقْصُودُهُ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ — শরীয়ার সৃষ্টির পক্ষ থেকে পাঁচটি উদ্দেশ্য: মানুষের দীন, নফস (জীবন), আকল (বিবেক), নাসল (বংশধারা) এবং মাল (সম্পদ) সংরক্ষণ করা। — (আল-মুস্তাসফা, ইমাম গাযালী রহ.)

এই পাঁচটি সংরক্ষণ আধুনিক মানবাধিকারের ধারণার সাথে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রথমত, সংরক্ষণ — জীবনের অধিকার (হত্যা মহাপাপ)। তৃতীয়ত, আকলের সংরক্ষণ — জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকার (এজন্য মাদক হারাম, কারণ মাদক বিবেককে নষ্ট করে)। চতুর্থত, নাসলের সংরক্ষণ — পারিবারিক বন্ধনের সুরক্ষা। পঞ্চমত, মালের সংরক্ষণ — সম্পদের অধিকার (চুরি, ডাকাতি হারাম)। এই পাঁচটি অধিকার মুসলিম বা অমুসলিমের ভেদ না করে সকল মানুষের জন্য সুরক্ষিত।

৭.৭.২ জীবনের পবিত্রতা: একটি জীবন = সমগ্র মানবজাতি

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (সূরা আল-মায়িদা: ৩২)

অর্থ: যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল — প্রাণের বিনিময় বা পৃথিবীতে ফিতনা সৃষ্টির কারণ ছাড়া — সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল। আর যে ব্যক্তি একটি জীবন বাঁচাল, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচাল।

এই আয়াতে 'نَفْسًا' — 'একটি প্রাণ' শব্দটি সাধারণ ও সর্বজনীন — কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম বা জাতির উল্লেখ নেই। অর্থাৎ যেকোনো মানুষের জীবন — মুসলিম হোক, অমুসলিম হোক — সমান পবিত্র। একটি জীবন হত্যা করা মানে গোটা মানবজাতিকে হত্যা করা — এই সমীকরণটি মানুষের জীবনকে অসীম মূল্য দেয়। এই সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ আধুনিক মানবাধিকার দর্শনেরও অনেক আগে ইসলাম ঘোষণা করেছে।

৭.৭.৩ জ্ঞান অর্জন: সর্বজনীন দায়িত্ব, সীমাহীন পরিধি

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (সুনানে ইবনে মাজাহ: ২২৪)

অর্থ: জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।

এই হাদীসে 'كُلِّ مُسْلِمٍ' — 'প্রত্যেক মুসলিমের' — কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কোনো লিঙ্গভেদ নেই, কোনো শ্রেণিভেদ নেই, কোনো বয়সের সীমা নেই। নারী ও পুরুষ, ধনী ও দরিদ্র — সকলের উপর জ্ঞান অর্জন ফরয। শুধু ধর্মীয় জ্ঞান নয়, যেকোনো উপকারী জ্ঞান — চিকিৎসা বিজ্ঞান, গণিত, প্রকৌশল — এই হাদীসের আওতায় পড়ে। ইসলামের স্বর্ণযুগে (৮ম-১৩শ শতাব্দী) মুসলিম সভ্যতা বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পকলায় বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছিল — এই ঐতিহ্যই ছিল তার মূল প্রেরণা।

﴿ ❧ ﴾

৭.৮ পাঁচটি মাত্রার পারস্পরিক সম্পর্ক ও ইসলামের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের সার্বজনীনতার পাঁচটি মাত্রা — কালোত্তীর্ণতা, জাতিভেদহীনতা, ভৌগোলিক সীমাহীনতা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং মানবিক একত্ব — আসলে একই মূল সত্যের পাঁচটি প্রকাশ। এগুলো আলাদা নয়, একে অপরের পরিপূরক ও পরস্পর নির্ভরশীল।

যখন ইসলাম ঘোষণা করে 'সকল মানুষ এক পিতামাতার সন্তান' — এটি একসাথে কালোত্তীর্ণ (যেকোনো যুগে প্রযোজ্য), জাতিভেদহীন (বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে) এবং ভৌগোলিকভাবে সীমাহীন (সব দেশের মানুষের জন্য)। যখন 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' বলা হয় — এটি একসাথে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও মানবিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা। যখন 'মুমিনরা একটি দেহের মতো' বলা হয় — এটি ভৌগোলিক সীমানা ও জাতীয়তার বাইরে মানবিক একত্বের ঘোষণা। এই মাত্রাগুলো একসাথে মিলে গড়ে তোলে ইসলামের সার্বজনীন কাঠামো — যা ইতিহাসের যেকোনো যুগে, যেকোনো সমাজে প্রাসঙ্গিক।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন: ইসলামকে যদি একটি মহাসমুদ্রের সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে বলা যাবে — এই সমুদ্র সকলের জন্য। আরবের মরুভূমির তৃষ্ণার্ত মানুষও এখানে পানি পাবে, বাংলার বন্যাপ্লাবিত মানুষও পথ খুঁজে পাবে, আফ্রিকার সাভানার মানুষও আশ্রয় পাবে। ইসলাম কোনো বিশেষ মানুষের জন্য নয় — ইসলাম মানুষের জন্য। — (جَمَالُ الإسلامِ, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.)

﴿ ❧ ﴾

৭.৯ উপসংহার: সার্বজনীনতা — ইসলামের অমর সৌন্দর্য

এই অধ্যায়ের বিস্তারিত আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ইসলামের সার্বজনীনতা কোনো তাত্ত্বিক দাবি নয় — এটি কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিধান এবং ১৪০০ বছরের ইতিহাসে প্রমাণিত বাস্তবতা। ইসলাম এমন একটি দীন যা ৭ম শতাব্দীর আরবে যতটা প্রাসঙ্গিক ছিল, ২১শ শতাব্দীর ডিজিটাল যুগেও ততটাই প্রাসঙ্গিক।

ইসলামের এই সার্বজনীনতার মূল রহস্য হলো এই যে, এটি মানুষের ফিত্রাত বা স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ মানুষকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, সেই প্রকৃতি অনুযায়ীই ইসলামের বিধান রচিত। তাই যুগ বদলালেও, দেশ বদলালেও, সমাজ বদলালেও — ইসলামের মূল বার্তা প্রাসঙ্গিক থাকে। কারণ মানুষের মূল প্রকৃতি পরিবর্তন হয় না।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (সূরা আর-রূম: ৩০)

অর্থ: সুতরাং তুমি একনিষ্ঠভাবে দীনের দিকে মুখ ফিরিয়ে নাও — আল্লাহর সেই ফিত্রাত অনুযায়ী যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই সুদৃঢ় দীন।

'الدِّينُ الْقَيِّمُ' — 'সুদৃঢ় দীন'। কায়্যিম শব্দের অর্থ সেটি যা সব সময় সোজা দাঁড়িয়ে থাকে, যা কখনো হেলে পড়ে না। ইসলাম সেই দীন যা যুগের ঝড়-তুফানে বাঁকে না, মানুষের পরিবর্তনশীল প্রবৃত্তির কাছে নতিস্বীকার করে না — কারণ এটি আল্লাহর বিধান, মানুষের রচনা নয়। যা মানব-রচিত, তা যুগের পরিবর্তনে পুরনো হয়; যা আল্লাহ-প্রদত্ত, তা চিরনতুন।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. তাঁর 'ইসলামের সৌন্দর্য' গ্রন্থে বলেছেন যে ইসলামের সৌন্দর্য কেবল তার আইন বা আচার-অনুষ্ঠানে নয় — এর সৌন্দর্য নিহিত তার সামগ্রিকতায় (شُمُولِيَّة), তার সার্বজনীনতায় (عَالَمِيَّة) এবং তার চিরন্তনতায় (خُلُودِيَّة)। একটি দীন যা সকল কালের, সকল মানুষের এবং সকল ভূখণ্ডের — এটি ইসলাম ছাড়া আর কী হতে পারে? ইসলামের এই সার্বজনীন সৌন্দর্যই তাকে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী জীবনবিধান করে তুলেছে।

পরিশেষে, ইসলামের সার্বজনীনতাকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে কুরআনের সেই আয়াত যা প্রতিটি অধ্যায়ের উপসংহারে ধ্বনিত হয়, কিন্তু এই অধ্যায়ের প্রেক্ষাপটে এটি আরও গভীর অর্থ বহন করে:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ **(সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭)**

অর্থ: আর আমি আপনাকে কেবল বিশ্বজগতের জন্য রহমত হিসেবেই পাঠিয়েছি।

'لِّلْعَالَمِينَ' — বিশ্বজগতের জন্য। 'আলামীন' শব্দটি 'আলাম' থেকে, যার বহুবচন। সমগ্র সৃষ্টির জন্য। শুধু মানুষের জন্য নয়, শুধু মুসলিমদের জন্য নয়, শুধু আরবের জন্য নয় — বিশ্বজগতের প্রতিটি সত্তার জন্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশ্বজগতের রহমত। তাঁর আনা দীনের সার্বজনীনতা — কালোত্তীর্ণতায়, জাতিভেদহীনতায়, ভৌগোলিক সীমাহীনতায়, ধর্মীয় সহিষ্ণুতায় এবং মানবিক একত্বে — এই রহমতের চূড়ান্ত প্রকাশ। এটিই ইসলামের সৌন্দর্য।

অষ্টম অধ্যায় - আধুনিক জীবনে ইসলামের সৌন্দর্য:

মানসিক শান্তি ও নৈতিক সংকটের সমাধান

جَمَالُ الإسلامِ فِي الحَيَاةِ المُعَاصِرَة: الطُّمَأْنِينَةُ النَّفْسِيَّةُ وَحَلُّ الأَزَمَاتِ الأَخْلَاقِيَّة

৮.১ ভূমিকা: আধুনিক যুগের সংকট ও ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা

আমরা বাস করছি ইতিহাসের সবচেয়ে বস্তুগতভাবে সমৃদ্ধ কিন্তু আত্মিকভাবে দরিদ্রতম যুগে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) জানাচ্ছে — প্রতি বছর ৮ লক্ষেরও বেশি মানুষ আত্মহত্যায় মৃত্যুবরণ করে, বিষণ্নতা (depression) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অসুস্থতায় পরিণত হয়েছে, এবং উদ্বেগজনিত মানসিক রোগ (anxiety disorder) এখন ৩০ কোটিরও বেশি মানুষকে আক্রান্ত করছে। প্রযুক্তির উন্নতি, বৈষয়িক সুখ-সুবিধার বিস্তার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সীমাহীন প্রসারের পরেও মানুষ শান্তি খুঁজে পাচ্ছে না — কারণ সে তার নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলছে।

একই সাথে নৈতিক সংকটও অভূতপূর্ব মাত্রা নিয়েছে। পরিবার ভেঙে পড়ছে, সততার অভাবে প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিতে ডুবে যাচ্ছে, পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে অসংযত লোভের কারণে, এবং সামাজিক সম্পর্কগুলো ভার্চুয়াল পর্দার আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষ নৈতিকতার নতুন সংজ্ঞা তৈরি করছে — কিন্তু প্রতিটি নতুন সংজ্ঞাই আরও বেশি বিভ্রান্তি তৈরি করছে, কারণ কোনো অবিচল মানদণ্ড ছাড়া নৈতিকতা দাঁড়াতে পারে না।

এই প্রেক্ষাপটে ইসলাম — মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর ভাষায় — কোনো পুরনো ব্যবস্থা হিসেবে নয়, বরং মানবজাতির চিরন্তন ফিত্রাত (স্বভাব-প্রকৃতি) অনুযায়ী রচিত এক জীবন্ত সমাধান হিসেবে সামনে আসে। তিনি লেখেন: ইসলাম কোনো যুগের ঔষধ নয় — এটি মানুষের মূল রোগের চিকিৎসা। মানুষের মূল রোগ হলো আল্লাহর থেকে বিচ্ছিন্নতা — এবং সেই বিচ্ছিন্নতাই যাবতীয় মানসিক ও নৈতিক সংকটের শিকড়। — (جَمَالُ الإسلام, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.)

এই অধ্যায়ে আমরা আধুনিক জীবনের পাঁচটি প্রধান সংকটের আলোকে ইসলামের প্রদত্ত সমাধান পর্যালোচনা করব: (১) মানসিক শান্তির সংকট — ধিকর ও সালাতের মাধ্যমে সমাধান, (২) পরিচয়ের সংকট — ইসলামী আত্মপরিচয়ের সৌন্দর্য, (৩) নৈতিক অবক্ষয়ের সংকট — ইসলামী আখলাকের প্রাসঙ্গিকতা, (৪) পারিবারিক ভাঙনের সংকট

— ইসলামী পরিবার ব্যবস্থার সৌন্দর্য, এবং (৫) পরিবেশগত ও সামাজিক ন্যায়ের সংকট — ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি।

৮.২ আধুনিক মানসিক সংকট ও ইসলামের সমাধান: হৃদয়ের শান্তি

৮.২.১ আধুনিক যুগের মানসিক রোগের শিকড়: ধর্মহীনতা

মনোবিজ্ঞানের গবেষণাগুলো একটি আশ্চর্যজনক তথ্য সামনে আনছে — যারা ধর্মীয় জীবনযাপন করেন, নিয়মিত প্রার্থনা ও ধ্যানে নিযুক্ত থাকেন এবং কোনো উচ্চতর সত্তার প্রতি বিশ্বাস রাখেন, তাদের মধ্যে বিষণ্নতা ও উদ্বেগের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কম। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের টাইলার ভ্যান্ডারওয়েলের একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে যে নিয়মিত ধর্মীয় অনুশীলনকারীরা অধিক মানসিক স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং জীবনের অর্থবোধ উপভোগ করেন।

ইসলাম কিন্তু এই সত্যটি ১৪০০ বছর আগেই ঘোষণা করেছে এবং শুধু তাত্ত্বিকভাবে নয় — একটি সম্পূর্ণ ব্যবহারিক কাঠামো হিসেবে উপস্থাপন করেছে। কুরআনুল কারীমের একটি বাক্য যা পৃথিবীর সমস্ত মনোবিজ্ঞানের গ্রন্থের চেয়ে গভীর সত্য ধারণ করে:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (সূরা আর-রা'দ: ২৮)

অর্থ: জেনে রাখো! আল্লাহর স্মরণেই হৃদয়সমূহ শান্তি পায়।

এই আয়াতে 'تَطْمَئِنُّ' — 'তাতমাইন্নু' — শব্দটি কেবল 'শান্তি' বোঝায় না। আরবি ভাষায় 'ইত্মিনান' হলো সেই গভীর, স্থায়ী প্রশান্তি যা কোনো বাহ্যিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে না — যা ঝড়ের মধ্যেও থাকে, দুঃখের মধ্যেও থাকে। এটি কেবল সাময়িক আনন্দ (pleasure) নয়, এটি গভীর তৃপ্তি (contentment) — যা আধুনিক মনোবিজ্ঞান 'eudaimonia' বা 'flourishing' নামে খোঁজে।

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: যে হৃদয় আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যায়, সে হৃদয় কখনো স্থায়ী শান্তি পেতে পারে না। সে হয়তো বাহ্যিক আনন্দ-উৎসবে কিছুক্ষণের জন্য ভুলে থাকবে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ শূন্যতা তাকে তাড়া করবেই। এই অভ্যন্তরীণ শূন্যতার নামই হলো আধুনিক যুগের বিষণ্নতা।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. তাঁর লেখায় বলেছেন: মানুষ আল্লাহর জন্য তৈরি হয়েছে। যেভাবে একটি ঘড়ি সময় রাখার জন্য তৈরি — যদি সে কাজ না করে, ঘড়িটি

কাজের যন্ত্র হিসেবে ব্যর্থ। তেমনি মানুষও আল্লাহর ইবাদাতের জন্য তৈরি। এই মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে গেলে মানুষের অস্তিত্বেই এক গভীর শূন্যতা তৈরি হয় যা কোনো বৈষয়িক উপকরণ দিয়ে পূরণ হওয়ার নয়।

৮.২.২ সালাত: ইসলামের মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি

ইসলামের সবচেয়ে মৌলিক ইবাদাত — সালাত বা নামাজ — আসলে একটি পূর্ণাঙ্গ মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। দিনে পাঁচবার, নির্দিষ্ট সময়ে, শরীর-মন-আত্মার সমন্বয়ে একজন মুসলিম আল্লাহর সামনে দাঁড়ান — এই অনুশীলনটির মনোবৈজ্ঞানিক উপকারিতা অত্যন্ত গভীর।

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (সূরা আল-আনকাবুত: ৪৫)

অর্থ: নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ।

এই আয়াতে সালাতের দুটি কাজের কথা বলা হয়েছে: প্রথমত, এটি অশ্লীলতা ও মন্দ থেকে বিরত রাখে — অর্থাৎ এটি একটি নৈতিক নিয়ন্ত্রক (moral regulator)। দ্বিতীয়ত, এটি আল্লাহর স্মরণ — যা সর্বশ্রেষ্ঠ। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় সালাত হলো: Mindfulness (সচেতন উপস্থিতি) — প্রতিটি রাকাআতে পূর্ণ মনোযোগ দাবি করে; Structured Routine (নির্দিষ্ট রুটিন) — নিয়মিত সময়ের সালাত জীবনে শৃঙ্খলা আনে যা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য; Physical Movement (শরীরের সচলতা) — কিয়াম, রুকু, সাজদা — প্রতিটি ভঙ্গি শরীর ও মনকে উপকার করে; Emotional Release (আবেগের মুক্তি) — সাজদার অবস্থানে মাথা মাটিতে রেখে আল্লাহর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করা এক গভীর মানসিক শান্তির অভিজ্ঞতা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো বিষয়ে উদ্বিগ্ন হতেন, সালাতের দিকে ধাবিত হতেন। হুযাইফা রা. বর্ণনা করেন:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى (সুনানে আবু দাউদ: ১৩১৯)

অর্থ: নবী ﷺ যখন কোনো বিষয়ে উদ্বিগ্ন হতেন, সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন।

এই সুন্নতে রাসূল ﷺ-এ আধুনিক Stress Management-এর সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি নিহিত। যে মুহূর্তে উদ্বেগ আসে, সেই মুহূর্তে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো — এটি কেবল ধর্মীয় কর্তব্য নয়, এটি মানসিক স্বাস্থ্যের সর্বোত্তম থেরাপি।

৮.২.৩ সবর ও শুকর: দুটি মানসিক স্তম্ভ

ইসলাম মানুষকে দুটি পরস্পর পরিপূরক মানসিক কৌশল দিয়েছে যা জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতিকে সামলাতে সক্ষম: সবর (ধৈর্য) ও শুকর (কৃতজ্ঞতা)। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বিষয়ে অত্যন্ত সুন্দর একটি হাদিস বলেছেন:

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَه (সহীহ মুসলিম: ২৯৯৯)

অর্থ: মুমিনের বিষয়টি কত আশ্চর্যজনক! তার সমস্ত বিষয়ই কল্যাণময় — এবং এটি কেবল মুমিনের জন্যই। যদি তার সুখ আসে সে শুকর আদায় করে, ফলে এটি তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তার বিপদ আসে সে সবর করে, ফলে এটিও তার জন্য কল্যাণকর হয়।

এই হাদীসে রাসূল ﷺ মুমিনের জন্য এক অপরাজেয় মানসিক কাঠামো বর্ণনা করেছেন। জীবনের দুটি অবস্থা — সুখ ও দুঃখ — উভয়েই মুমিনের জন্য কল্যাণের পথ খোলা। এটি আধুনিক ইতিবাচক মনোবিজ্ঞান (Positive Psychology)-এর 'কৃতজ্ঞতা অনুশীলন' (Gratitude Practice) এবং 'স্থিতিস্থাপকতা' (Resilience)-এর তাত্ত্বিক ভিত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ — কিন্তু ইসলামী কাঠামো আরও গভীর, কারণ এটি কেবল মানসিক কৌশল নয়, এটি আকীদার অঙ্গ।

মাওলানা থানভী রহ. বলেন: কৃতজ্ঞতার প্রকৃত সৌন্দর্য হলো এই যে, এটি মানুষের দৃষ্টি নিজের দিক থেকে আল্লাহর দিকে ঘুরিয়ে দেয়। যখন মানুষ শুধু নিজের দুঃখ দেখে, সে ডুবে যায়। যখন সে আল্লাহর নেয়ামত দেখে এবং কৃতজ্ঞ হয়, সে ভাসতে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনই হলো ইসলামের মানসিক থেরাপির মূল।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد (সূরা ইব্রাহীম: ৭)

অর্থ: আর স্মরণ করো, যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন: যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাদের আরও বাড়িয়ে দেব।

এই আয়াত একটি গভীর মনোবৈজ্ঞানিক সত্য প্রকাশ করে: কৃতজ্ঞতা আরও নেয়ামত আনে। আধুনিক গবেষণায়ও প্রমাণিত হয়েছে যে কৃতজ্ঞতার অনুশীলন মানুষের মস্তিষ্কে ডোপামিন ও সেরোটোনিনের মাত্রা বাড়ায় — যা আনন্দ ও সন্তুষ্টির অনুভূতি তৈরি করে। ইসলাম এই 'কৃতজ্ঞতার বৃত্ত' সৃষ্টি করেছে হাজার বছর আগে।

{ ❧ }

৮.৩ পরিচয়ের সংকট ও ইসলামী আত্মপরিচয়: 'আমি কে?'র উত্তর

৮.৩.১ আধুনিক পরিচয়ের সংকট

আধুনিক মানুষের সবচেয়ে গভীর সংকটগুলোর একটি হলো পরিচয়ের সংকট (Identity Crisis)। মানুষ জানে না সে কে — সে নিজেকে তার পেশায় খোঁজে, তার সম্পদে খোঁজে, তার শারীরিক সৌন্দর্যে খোঁজে, সামাজিক মিডিয়ায় 'লাইক'-এর সংখ্যায় খোঁজে। কিন্তু এই সব পরিচয় ক্ষণস্থায়ী। চাকরি চলে যায়, সম্পদ হারিয়ে যায়, সৌন্দর্য বিবর্ণ হয় — তখন মানুষ সম্পূর্ণ দিশেহারা হয়ে পড়ে।

ইসলাম মানুষকে এমন একটি পরিচয় দেয় যা কোনো বাহ্যিক পরিবর্তনে বিপর্যস্ত হয় না — আল্লাহর খলীফা (প্রতিনিধি) হওয়ার পরিচয়:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (সূরা আল-বাকারা: ৩০)

অর্থ: আর স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন: আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।

'খলীফা' — প্রতিনিধি। এই একটি শব্দে মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় নিহিত। মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি — এর অর্থ হলো মানুষের জীবন উদ্দেশ্যহীন নয়, এটি একটি মহান দায়িত্বের সাথে যুক্ত। প্রতিটি মানুষ — ধনী বা দরিদ্র, বিখ্যাত বা অখ্যাত — এই মর্যাদা বহন করে। এই পরিচয় কোনো মানুষ কেড়ে নিতে পারে না, কোনো পরিস্থিতি মুছে দিতে পারে না।

৮.৩.২ আশরাফুল মাখলুকাত: সেরা সৃষ্টির মর্যাদা

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (সূরা আল-ইসরা: ৭০)

অর্থ: আর আমি বনী আদমকে মর্যাদা দিয়েছি, তাদের স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি, তাদের পবিত্র জীবিকা দিয়েছি এবং আমার অনেক সৃষ্টির উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

এই আয়াতে 'كَرَّمْنَا' — আমি মর্যাদা দিয়েছি — শব্দটি উল্লেখযোগ্য। এই মর্যাদা মানুষ অর্জন করেনি, আল্লাহ দিয়েছেন। এটি জন্মগত, সার্বজনীন এবং অলঙ্ঘনীয়। কোনো মানুষ এই মর্যাদা থেকে বঞ্চিত নয়। সুতরাং যখন একজন মানুষ নিজেকে মূল্যহীন, অকর্মণ্য বা অসফল মনে করে — সে আসলে আল্লাহর দেওয়া মর্যাদাকে অস্বীকার করছে।

মাওলানা থানভী রহ. এই বিষয়ে বলেছেন: মানুষের আত্মসম্মান (self-worth) কারো দেওয়া উপাধি বা অর্জন করা সার্টিফিকেটের উপর নির্ভর করে না। আল্লাহ যে মর্যাদা

দিয়েছেন, সেটাই তার মূল পরিচয়। এই বোধ যার মধ্যে আছে, সে সংকটের মুহূর্তে ভেঙে পড়ে না — কারণ সে জানে তার মূল্য বাহ্যিক সাফল্যের সাথে সংযুক্ত নয়।

৮.৩.৩ উদ্দেশ্যময় জীবন: ইসলামের দেওয়া অর্থ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬)

অর্থ: আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।

এই আয়াতে জীবনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট ঘোষিত হয়েছে। 'لِيَعْبُدُونِ' — ইবাদাতের জন্য। কিন্তু 'ইবাদাত' মানে কেবল নামাজ-রোজা নয়। ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বলেন: ইবাদাত হলো আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও ভালোবাসা সহকারে সমস্ত বৈধ কাজ সম্পাদন করা। অর্থাৎ একজন মুমিনের কাছে কৃষিকাজও ইবাদাত হতে পারে যদি সে আল্লাহর রেজামন্দির নিয়তে করে, ব্যবসাও ইবাদাত হতে পারে, পড়াশোনাও ইবাদাত হতে পারে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অর্থবহ করে তোলে। আধুনিক মানুষ যে 'meaning crisis' বা 'existential crisis'-এ ভুগছে — ইসলাম তার মূল সমাধান দিয়েছে: প্রতিটি কাজ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে সেই কাজ অর্থহীন নয়। ইসলামী ঐতিহ্যে একজন মুচিও তার কাজকে ইবাদাত হিসেবে করতে পারে এবং সেই ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছাকাছি হতে পারে।

৮.৪ নৈতিক অবক্ষয়ের সংকট ও ইসলামী আখলাকের সৌন্দর্য

৮.৪.১ আধুনিক নৈতিক শূন্যতার কারণ

আধুনিক সমাজ নৈতিকতার সংজ্ঞা নিয়ে গভীর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। সেকুলার নৈতিকতার সমস্যা হলো এর কোনো অবিচল ভিত্তি নেই। প্রতিটি যুগ নিজের নৈতিক মানদণ্ড তৈরি করে এবং পরের যুগ সেটি পরিত্যাগ করে। একটি সমাজ যা আজ নৈতিক বলে মনে করছে, পঞ্চাশ বছর পর হয়তো সেটিকে অনৈতিক বলবে। এই অস্থিরতায় মানুষ হারিয়ে যায় — সে জানে না কোনটি সত্যিই ভালো আর কোনটি মন্দ।

ইসলামের নৈতিকতা (আখলাক) এই সমস্যার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এর ভিত্তি হলো আল্লাহর আদেশ ও রাসূল ﷺ-এর আদর্শ — যা পরিবর্তনশীল সামাজিক মতামতের

উপর নির্ভরশীল নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন নিজেই এক জীবন্ত নৈতিক মানদণ্ড। আল্লাহ স্বয়ং তাঁকে প্রশংসা করেছেন:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (সূরা আল-কালাম: ৪)

অর্থ: আর নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।

'خُلُقٍ عَظِيمٍ' — 'মহান চরিত্র'। এটি কেবল একটি প্রশংসা নয় — এটি একটি নির্দেশনা: রাসূল ﷺ-এর চরিত্রই ইসলামের নৈতিক আদর্শ। এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে তাঁর নৈতিক মিশনের ঘোষণা দিয়েছেন:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (মুসনাদে আহমাদ: ৮৯৫২)

অর্থ: আমাকে কেবল সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্য পাঠানো হয়েছে।

এই হাদীসে রাসূল ﷺ তাঁর নবুওয়াতের মিশনকে নৈতিক বিপ্লব হিসেবে বর্ণনা করেছেন। 'লি উতাম্মিমা মাকারিমাল আখলাক' — সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দান করতে। এটি থেকে বোঝা যায় যে ইসলামে ধর্ম ও নৈতিকতা অবিচ্ছেদ্য — আপনি ধর্মীয় হলেই নৈতিক হবেন, এবং সত্যিকারের নৈতিকতা ছাড়া প্রকৃত ধর্মীয়তা সম্ভব নয়।

৮.৪.২ সততা: ইসলামী নৈতিকতার মেরুদণ্ড

আধুনিক সমাজের সবচেয়ে বড় নৈতিক ব্যর্থতাগুলোর একটি হলো সততার অবক্ষয়। ব্যবসায়িক প্রতারণা, একাডেমিক অসাধুতা, রাজনৈতিক মিথ্যা — এগুলো আজ প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গেছে। ইসলাম সততাকে (সিদক) ঈমানের অপরিহার্য অংশ হিসেবে নির্ধারণ করেছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (সূরা আত-তাওবা: ১১৯)

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সততা ও মিথ্যার পরিণতি নিয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদিস বলেছেন:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ (সহীহ বুখারী: ৬০৯৪)

অর্থ: তোমরা অবশ্যই সত্যকে আঁকড়ে ধরো, কারণ সত্য পুণ্যের দিকে নিয়ে যায় এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ সত্য বলতে থাকে ও সত্যের সন্ধান করতে থাকে — অবশেষে আল্লাহর কাছে সে 'সিদ্দীক' হিসেবে লেখা হয়ে যায়। আর মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো, কারণ মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

এই হাদীসে রাসূল ﷺ সততাকে একটি গতিশীল শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন: সততা → পুণ্য → জান্নাত। এটি কেবল ব্যক্তিগত নৈতিকতার বিষয় নয়, এটি একটি সামাজিক আন্দোলন। যদি প্রতিটি মুসলিম তার ব্যবসায়, পেশায়, পারিবারিক জীবনে এই হাদীসের প্রয়োগ করে — সমাজ থেকে দুর্নীতি, প্রতারণা ও মিথ্যার মহামারি দূর হয়ে যাবে।

৮.৪.৩ পরস্পরের অধিকার: ইসলামের সামাজিক নৈতিকতা

ইসলামের নৈতিকতা কেবল ব্যক্তিগত পুণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় — এটি একটি সম্পূর্ণ সামাজিক নৈতিকতা, যেখানে প্রতিটি মানুষ অপরের অধিকারের প্রতি দায়বদ্ধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিবেশীর অধিকার নিয়ে বলেছেন:

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُه (সহীহ বুখারী: ৬০১৪)

অর্থ: জিবরাঈল আ. এত বেশি প্রতিবেশীর ব্যাপারে আমাকে উপদেশ দিতেন যে আমি মনে করতাম হয়তো তাকে উত্তরাধিকারী করে দেওয়া হবে।

এই হাদিস প্রতিবেশীর অধিকারকে ইসলামে কী মাত্রার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা স্পষ্ট করে। আধুনিক নগর জীবনে প্রতিবেশীর সাথে পরিচয়ই নেই — এপার্টমেন্টের পাশের ফ্ল্যাটের মানুষকে মানুষ চেনে না। ইসলাম এই বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে একটি সম্প্রদায়ভিত্তিক সামাজিক কাঠামো নির্মাণ করেছে, যেখানে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

{ ❧ }

৮.৫ পারিবারিক ভাঙনের সংকট ও ইসলামী পরিবার ব্যবস্থার সৌন্দর্য

৮.৫.১ পারিবারিক বিপর্যয়: আধুনিক সভ্যতার গভীর ক্ষত

পরিসংখ্যান বলছে — পাশ্চাত্যের অনেক দেশে বিবাহবিচ্ছেদের হার ৫০%-এর উপরে। একাকীত্ব (loneliness) পাশ্চাত্যে মহামারির রূপ নিয়েছে — এমনকি ব্রিটেন একাকীত্ব মোকাবেলায় 'Minister for Loneliness' নিয়োগ দিয়েছে। সন্তানহীন দম্পতির হার বাড়ছে, বৃদ্ধ পিতামাতারা বৃদ্ধাশ্রমে একা কাঁদছেন, এবং শিশুরা ভাঙা পরিবারের মধ্যে মানসিক আঘাত নিয়ে বড় হচ্ছে। এই পরিবার-বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অতিমাত্রার বিকাশ — যেখানে দায়িত্বের চেয়ে অধিকার, প্রতিশ্রুতির চেয়ে স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থা এই সংকটের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে — কারণ এটি কেবল 'আবেগ' বা 'সুবিধা'র উপর নয়, 'ইবাদাত' ও 'আমানত'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত।

৮.৫.২ বিবাহ: পবিত্র বন্ধনের অপার সৌন্দর্য

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (সূরা আর-রূম: ২১)

অর্থ: আর তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও, এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া স্থাপন করেছেন।

এই আয়াতে ইসলামের বিবাহ-দর্শনের সারসত্য রয়েছে। তিনটি বিশেষ শব্দ লক্ষ্য করার মতো: 'সাকান' (শান্তি) — স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আশ্রয় ও শান্তির উৎস। 'মাওয়াদ্দাহ' (ভালোবাসা) — গভীর প্রেম ও ভালোবাসা। 'রাহমাহ' (দয়া) — যখন ভালোবাসা কমে যায়, দয়া ও মমতা সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখে। আধুনিক বিবাহ কেবল 'ভালোবাসা'র উপর নির্মিত — ভালোবাসা চলে গেলে বিবাহও ভেঙে পড়ে। ইসলামী বিবাহ তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে — সাকান, মাওয়াদ্দাহ এবং রাহমাহ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের সৌন্দর্য নিয়ে বলেছেন:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي (সুনানে তিরমিযী: ৩৮৯৫)

অর্থ: তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি যে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।

এই হাদীসে রাসূল ﷺ একটি বিপ্লবী মাপকাঠি দিয়েছেন: মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার সামাজিক মর্যাদায় নয়, পারিবারিক আচরণে। যে মানুষ বাইরে যত বড়, কিন্তু ঘরে পরিবারের সাথে উত্তম নয় — সে ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বোত্তম নয়। এই মানদণ্ড পারিবারিক সম্পর্ককে সর্বোচ্চ ইবাদাতের অঙ্গ বানিয়ে দেয়।

৮.৫.৩ মাতাপিতার সেবা: ইসলামের সামাজিক বৃদ্ধাশ্রম-প্রতিরোধ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا(সূরা আল-ইসরা: ২৩)

অর্থ: তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং মাতাপিতার সাথে সদয় ব্যবহার করবে। তাদের কেউ একজন বা উভয়েই যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদের 'উফ' বলো না, তাদের ধমক দিও না, বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।

এই আয়াতে আল্লাহ তাওহীদের সাথেই মাতাপিতার সেবাকে জুড়ে দিয়েছেন — যা প্রমাণ করে যে মাতাপিতার সেবা কেবল সামাজিক দায়িত্ব নয়, এটি ধর্মীয় কর্তব্য। 'উফ' শব্দটি আরবিতে সবচেয়ে ছোট অসন্তুষ্টির শব্দ — ইসলাম এতটুকুও নিষেধ করেছে। সুতরাং বৃদ্ধ মাতাপিতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো ইসলামের দৃষ্টিতে কতটা গুরুতর অপরাধ তা সহজেই অনুমান করা যায়।

মাওলানা থানভী রহ. বলেন: ইসলামী পরিবার কাঠামো সমাজের সবচেয়ে বড় কল্যাণ ব্যবস্থা। এতে বৃদ্ধরা পরিবারের মধ্যে সম্মানের সাথে বাঁচেন, শিশুরা ভালোবাসার পরিবেশে বড় হয়, এবং সমাজ থেকে একাকীত্ব, বিষণ্নতা ও পারিবারিক বিপর্যয় দূর হয়। এই ব্যবস্থা কোনো মানবরচিত পরিকল্পনার ফল নয় — এটি স্রষ্টার দেওয়া নকশা।

৮.৬ পরিবেশ ও সামাজিক ন্যায়ের সংকট: ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

৮.৬.১ পরিবেশ রক্ষা: ইসলামের সবুজ নীতি

জলবায়ু পরিবর্তন আজ মানবজাতির সামনে সবচেয়ে বড় সংকট। এই সংকটের মূলে রয়েছে মানুষের অসংযত লোভ ও প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বহীনতা। ইসলাম কিন্তু প্রথম থেকেই মানুষকে প্রকৃতির মালিক নয়, আমানতদার হিসেবে পৃথিবীতে স্থাপন করেছে।

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (সূরা আল-আরাফ: ৫৬)

অর্থ: পৃথিবীতে সংশোধনের পর বিপর্যয় ঘটিও না।

'فَسَاد' — পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা ইসলামে সরাসরি নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পরিবেশ দূষণ, বন ধ্বংস এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় সবকিছুই পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিবেশ সংরক্ষণে এতটাই সচেতন ছিলেন যে যুদ্ধের মাঠেও গাছ না কাটার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (সহীহ বুখারী: ২৩২০)

অর্থ: কোনো মুসলিম যদি কোনো গাছ লাগায় বা ফসল ফলায় এবং তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা পশু খায় — তাহলে এটি তার জন্য সাদাকাহ হবে।

এই হাদীসে রাসূল ﷺ পরিবেশ রক্ষাকে সাদাকাহ — অর্থাৎ পুণ্যের কাজ — হিসেবে ঘোষণা করেছেন। একটি গাছ লাগানো মানে সারাজীবন পাখি, মানুষ ও পশুর উপকার

করে সাদাকাহ পেতে থাকা। এই দৃষ্টিভঙ্গি যদি প্রতিটি মুসলিম ধারণ করে, তাহলে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনের জন্য কোনো আইনের প্রয়োজন হয় না — আকীদাই যথেষ্ট।

৮.৬.২ অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার: সম্পদের ন্যায্য বিতরণ

আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্পদের মেরুকীভবন ঘটছে — শীর্ষ ১% মানুষের হাতে বিশ্বের অর্ধেক সম্পদ। এই বৈষম্য সামাজিক অশান্তি, বিদ্রোহ ও নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ। ইসলাম এই সমস্যার মূলগত সমাধান দিয়েছে — জাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে।

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (সূরা আল-মাআরিজ: ২৪-২৫)

অর্থ: এবং যাদের সম্পদে একটি নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে — প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতদের জন্য।

'حَقٌّ مَّعْلُومٌ' — নির্দিষ্ট অধিকার। এই আয়াতে সম্পদের উপর দরিদ্রদের অধিকারকে 'সাহায্য' নয়, 'হক' (অধিকার) বলা হয়েছে। অর্থাৎ জাকাত ধনীদের দয়া নয় — গরিবের হক। এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পদ বিতরণের পুরো নৈতিক ভিত্তি পরিবর্তন করে দেয়। জাকাত হলো ইসলামের built-in wealth redistribution system — যা যদি পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়, পৃথিবী থেকে চরম দারিদ্র্য দূর হয়ে যেত।

মাওলানা থানভী রহ. বলেন: ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা না পুঁজিবাদ, না সমাজবাদ — এটি একটি মধ্যপন্থী ঐশী ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার আছে, কিন্তু সম্পদ আহরণের পথ সৎ হতে হবে এবং সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ সমাজের কল্যাণে ব্যয় করতে হবে। এই ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাই পারে সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত করতে।

৮.৭ তাওয়াক্কুল ও কাদা-কদর: আধুনিক উদ্বেগের ইসলামী চিকিৎসা

৮.৭.১ তাওয়াক্কুল: আল্লাহর উপর ভরসা

আধুনিক যুগে 'নিয়ন্ত্রণের অভাব' (lack of control) মানসিক উদ্বেগের একটি প্রধান কারণ। মানুষ সব কিছু নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় — কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ ঘটনা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এই নিয়ন্ত্রণ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা মানুষকে উদ্বিগ্ন করে।

ইসলামের 'তাওয়াক্কুল' ধারণা এই সংকটের চমৎকার সমাধান। তাওয়াক্কুল মানে নিষ্ক্রিয়তা নয় — এটি হলো নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টার পরে ফলাফল আল্লাহর উপর ছেড়ে দেওয়া:

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ(সূরা আত-তালাক: ৩)

অর্থ: যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ করেন।

'فَهُوَ حَسْبُهُ' — তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। এই বাক্যটি যে হৃদয়ে প্রবেশ করে, সে হৃদয়ে উদ্বেগের স্থান থাকে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের উদাহরণ দিয়ে তাওয়াক্কুলের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়েছেন:

اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ (সুনানে তিরমিযী: ২৫১৭)

অর্থ: উটটি বেঁধে রাখো, তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করো।

একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন — আমি কি উটটি খুলে রেখে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করব? রাসূল ﷺ বললেন: না, আগে বেঁধে রাখো, তারপর তাওয়াক্কুল করো। এই হাদীসে ইসলামের কার্যকর সমীকরণ স্পষ্ট: পূর্ণ চেষ্টা + আল্লাহর উপর ভরসা = মানসিক শান্তি। এটি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের 'serenity prayer'-এর চেয়ে অনেক গভীর ও কার্যকর সমাধান।

৮.৭.২ কাদা ও কদর: ভাগ্যের বিশ্বাস এবং মানসিক মুক্তি

আধুনিক মানুষ অতীতের অনুশোচনা ও ভবিষ্যতের ভয়ে বিপর্যস্ত। ইসলামের কাদা-কদরের বিশ্বাস এই দুটি সংকটেরই সমাধান দেয়:

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُم (সূরা আল-হাদীদ: ২২-২৩)

অর্থ: পৃথিবীতে বা তোমাদের নিজেদের উপর যে বিপদই আসে, তা সৃষ্টি করার আগেই কিতাবে লিখিত ছিল — এটি আল্লাহর জন্য অতি সহজ। এই জন্য যা তোমরা হারিয়েছ তার জন্য দুঃখিত হয়ো না এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তার জন্য অহংকারী হয়ো না।

এই আয়াতের দুটি অংশ মানুষের দুটি সবচেয়ে বড় মানসিক সংকটের সমাধান দিচ্ছে: 'لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُم' — যা হারিয়ে গেছে তার জন্য অতিরিক্ত শোক করো না। 'وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُم' — যা পেয়েছ তার জন্য অহংকারী হয়ো না। প্রথমটি অতীতের অনুশোচনা থেকে মুক্তি দেয়, দ্বিতীয়টি অহংকার থেকে রক্ষা করে। এই দুটি বিশ্বাস একসাথে মানুষকে বর্তমান মুহূর্তে সচেতনভাবে বাঁচতে শেখায় — যা আধুনিক 'Mindfulness' আন্দোলনের মূল লক্ষ্য।

৮.৮ ইসলামের সমগ্র জীবন-দৃষ্টি: আধুনিকতার সাথে সংলাপ

৮.৮.১ ইসলাম ও বিজ্ঞান: বিরোধ নেই, বরং সমন্বয়

আধুনিক যুগে একটি মিথ প্রচলিত আছে যে ইসলাম ও বিজ্ঞান পরস্পরবিরোধী। এই মিথ ঐতিহাসিকভাবে সম্পূর্ণ ভুল। ইসলামের স্বর্ণযুগে (৮ম-১৩শ শতাব্দী) মুসলিম বিজ্ঞানীরাই বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানে নেতৃত্ব দিয়েছেন: ইবনে সিনা চিকিৎসাবিজ্ঞানে, আল-খোয়ারিজমী গণিতে (algebra শব্দটি তাঁর 'আল-জাবর' থেকে এসেছে), ইবনুল হাইসাম আলোকবিজ্ঞানে, এবং অগণিত মুসলিম পণ্ডিত দর্শন ও বিজ্ঞানে।

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (সূরা আল-আলাক: ১)

অর্থ: পাঠ করো তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

কুরআনের প্রথম শব্দই হলো 'ইকরা' — পাঠ করো, জ্ঞান অর্জন করো। এটি ইসলামের জ্ঞানের প্রতি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি: জ্ঞান অর্জন ইবাদাত, বিজ্ঞান চর্চা আল্লাহর সৃষ্টিকে বোঝার মাধ্যম। আধুনিক বিজ্ঞানের যে কোনো আবিষ্কার যা সত্য, তা ইসলামের বিরোধী হতে পারে না — কারণ সত্যের উৎস আল্লাহ এবং ইসলামও আল্লাহর থেকে।

মাওলানা থানভী রহ. বলেন: ইসলাম ও সঠিক বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। দ্বন্দ্ব থাকলে হয় সেটি সঠিক বিজ্ঞান নয়, অথবা ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং আল্লাহর সৃষ্টি (প্রকৃতি) — উভয়ই আল্লাহর থেকে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে প্রকৃত দ্বন্দ্ব অসম্ভব।

৮.৮.২ ইসলামের মধ্যপন্থা: চরমপন্থার বিরুদ্ধে

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا (সূরা আল-বাকারা: ১৪৩)

অর্থ: এভাবেই আমি তোমাদের মধ্যপন্থী উম্মাহ বানিয়েছি।

'উম্মাতান ওয়াসাতান' — মধ্যপন্থী উম্মাহ। এটি কেবল রাজনৈতিক মধ্যপন্থা নয় — এটি জীবনের সকল দিকে ভারসাম্যের নীতি। আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুজীবনের মধ্যে ভারসাম্য, ইবাদাত ও দুনিয়াদারির মধ্যে ভারসাম্য, ব্যক্তিগত অধিকার ও সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য — এই ভারসাম্যই ইসলামের মূল বৈশিষ্ট্য।

আধুনিক যুগের দুটি চরমপন্থার মধ্যে ইসলাম তার মধ্যপন্থী অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে: একদিকে ধর্মীয় চরমপন্থা যা দুনিয়াকে সম্পূর্ণ বর্জন করে, অন্যদিকে ধর্মহীন বস্তুবাদ যা পরকালকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। ইসলাম বলে: দুনিয়াকে অর্জন করো আখিরাতের পাথেয় হিসেবে। পার্থিব সাফল্য ও আধ্যাত্মিক উন্নতি — উভয়ই ইসলামের লক্ষ্য।

{ ❧ }

৮.৯ পাঁচটি সমাধানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ইসলামের সামগ্রিক শক্তি

এই অধ্যায়ে আমরা আধুনিক জীবনের পাঁচটি প্রধান সংকট এবং ইসলামের প্রদত্ত সমাধান বিশ্লেষণ করেছি। এই সমাধানগুলো কিন্তু পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয় — এগুলো একটি সমন্বিত ব্যবস্থার অঙ্গ।

মানসিক শান্তি অর্জন করা যায় সালাত ও ধিকরের মাধ্যমে — কিন্তু সেই শান্তি টেকসই হয় তখনই যখন পরিচয়ের সংকট কেটে যায় এবং জীবনে উদ্দেশ্য থাকে। পরিচয়ের সংকট কাটে তখন, যখন মানুষ আল্লাহর খলীফা হিসেবে নিজেকে চেনে এবং আখলাকের পথে চলে। আখলাক পরিবারে প্রথম অনুশীলিত হয় — সুতরাং সুস্থ পারিবারিক জীবন নৈতিক সমাজ নির্মাণের ভিত্তি। আর সুষ্ঠু পরিবার ও নৈতিক সমাজ যখন কাদা-কদরের বিশ্বাসে শক্তিশালী হয় — তখন পরিবেশ ও সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নেও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়।

অর্থাৎ ইসলামের পাঁচটি সমাধান একটি শৃঙ্খলের মতো: আত্মার শান্তি → সঠিক পরিচয় → নৈতিক চরিত্র → সুষ্ঠু পরিবার → ন্যায়সঙ্গত সমাজ। আধুনিক সভ্যতা এই শৃঙ্খলের যেকোনো একটি গ্রহণ করতে চায়, পুরো শৃঙ্খলটি নয়। কিন্তু ইসলাম বলে: পুরো কাঠামোটি একসাথে নাও, কারণ আংশিক সমাধান দীর্ঘমেয়াদে কাজ করে না।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. 'ইসলামের সৌন্দর্য' (جَمَالُ الإسلام) গ্রন্থে বলেছেন: ইসলামের সৌন্দর্য হলো এর সামগ্রিকতায় (شُمُولِيَّة)। এটি কোনো একক সমস্যার সমাধান নয় — এটি মানব-অস্তিত্বের সকল সমস্যার সমন্বিত, সামগ্রিক সমাধান। যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করে, সে এমন এক জীবনের সন্ধান পায় যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত অর্থবহ, প্রতিটি কষ্ট পরীক্ষা হিসেবে সহনীয়, এবং প্রতিটি আনন্দ আল্লাহর শুকরিয়ার উপলক্ষ।

{ ❧ }

৮.১০ উপসংহার: আধুনিকতার মধ্যে ইসলামের চিরন্তন সৌন্দর্য

এই অধ্যায়ের বিস্তারিত আলোচনা থেকে একটি সত্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: ইসলাম আধুনিক যুগের জন্য পুরনো কোনো ব্যবস্থা নয় — এটি মানব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক চিরন্তন সমাধান যা যত বেশি সংকট আসে, তত বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে

ওঠে। বিষণ্নতার মহামারিতে ইসলাম বলে: আল্লাহর স্মরণে হৃদয় শান্তি পায়। পরিচয়ের সংকটে ইসলাম বলে: তুমি আল্লাহর খলীফা, সর্বোত্তম সৃষ্টি। নৈতিক অবক্ষয়ে ইসলাম বলে: রাসূল ﷺ-এর আদর্শ অনুসরণ করো। পারিবারিক ভাঙনে ইসলাম বলে: সাকান, মাওয়াদ্দাহ ও রাহমাহর উপর বিবাহ গড়ো। পরিবেশ সংকটে ইসলাম বলে: তুমি পৃথিবীর আমানতদার, ধ্বংসকারী নও।

এই সমাধানগুলো কোনো তাত্ত্বিক আলোচনা মাত্র নয় — এগুলো ১৪০০ বছর ধরে কোটি মানুষের জীবনে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত। ইসলামের ইতিহাসে যখন মুসলিমরা এই মূলনীতিগুলো মেনে চলেছে, তখন তারা বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ, ন্যায়সঙ্গত ও সুখী সভ্যতা গড়েছে। যখন তারা বিচ্যুত হয়েছে, তখন পতন এসেছে — কিন্তু সেই পতন ইসলামের ব্যর্থতা নয়, ইসলামী নীতি পরিত্যাগের ফলাফল।

আধুনিক মুসলিমের কাছে এই অধ্যায়ের বার্তা হলো: পথ খোঁজার জন্য দূরে যেতে হবে না। হাজার বছরের পরীক্ষিত এক মহাসড়ক তার সামনে আছে — কুরআন ও সুন্নাহর পথ। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর বলা সেই কথা দিয়ে এই অধ্যায় শেষ করা যায়: ইসলামের সৌন্দর্য হলো এই যে, এটি মানুষকে কোনো স্থান বা যুগের বন্দী করে না — এটি যেকোনো স্থানে, যেকোনো যুগে মানুষকে তার স্রষ্টার সাথে যুক্ত করে। এবং সেই সংযোগই মানসিক শান্তি, নৈতিক শক্তি ও পরিপূর্ণ জীবনের মূল চাবিকাঠি।

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (সূরা আর-রা'দ: ২৮)

অর্থ: জেনে রাখো! আল্লাহর স্মরণেই হৃদয়সমূহ শান্তি পায়।

এই আয়াতই হলো এই অধ্যায়ের সারসত্য, ইসলামের সৌন্দর্যের চূড়ান্ত প্রকাশ এবং আধুনিক মানবজাতির জন্য ইসলামের চিরন্তন উপহার।

নবম অধ্যায় - উপসংহার ও সারসংক্ষেপ

ইসলামের সৌন্দর্যের চূড়ান্ত বার্তা

সূচনার কথা: একটি দীর্ঘ যাত্রার পরিসমাপ্তি

এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় আমরা ইসলামের এক অসীম সৌন্দর্যময় জগতে বিচরণ করেছি। আকিদার গভীরতা থেকে শুরু করে ইবাদতের পরিশীলতা, নৈতিকতার উচ্চতা থেকে সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রসারতা — প্রতিটি অধ্যায়ে আমরা আবিষ্কার করেছি যে ইসলাম কেবল একটি ধর্মীয় বিধানব্যবস্থা নয়, বরং এটি মানবজীবনের সকল মাত্রাকে আলোকিত করার একটি সম্পূর্ণ জীবনদর্শন।

ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে সবার আগে যে সত্যটি উপলব্ধি করতে হয় তা হলো — এই সৌন্দর্য বাইরের আলঙ্কারিক নয়, এটি ভেতর থেকে উৎসারিত। এটি সেই সৌন্দর্য যা একজন মুসলিমের হৃদয়কে প্রশান্তিতে পূর্ণ করে, তার চরিত্রকে মহিমান্বিত করে এবং তার জীবনকে অর্থবহ করে তোলে।

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"

— সূরা আল-মায়িদা (৫:৩)

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর সারনির্যাস

তাওহীদ: সৌন্দর্যের মূল ভিত্তি

প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম যে তাওহীদ — আল্লাহর একত্বের বিশ্বাস — ইসলামের সমগ্র সৌন্দর্যের মূল ভিত্তি। যখন একজন মানুষ উপলব্ধি করেন যে সমগ্র

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও পালনকর্তা একজনই, তখন তার জীবন থেকে বিভ্রান্তি, দ্বিধা ও আধ্যাত্মিক শূন্যতা দূরীভূত হয়ে যায়। তাওহীদ মানুষকে দেয় এক অপ্রতিম মানসিক স্থিরতা এবং উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা।

কুরআন: চিরন্তন মুজিযা

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা কুরআনের সৌন্দর্য অন্বেষণ করেছিলাম — এর ভাষার অলৌকিকতা, এর বিষয়বস্তুর গভীরতা এবং এর পথনির্দেশনার ব্যাপকতা। চৌদ্দশত বছরেরও বেশি সময় পার হয়েছে, কিন্তু কুরআনের একটি শব্দও পরিবর্তিত হয়নি। বিজ্ঞান যত এগিয়েছে, কুরআনের অনেক ইশারা তত স্পষ্ট হয়েছে। এটিই কুরআনের অতুলনীয় মুজিযা।

নামাজ ও ইবাদত: আত্মার পরিশুদ্ধি

তৃতীয় অধ্যায়ে ইবাদতের সৌন্দর্য আলোচিত হয়েছিল। দিনে পাঁচ বার নামাজ শুধু একটি আনুষ্ঠানিকতা নয় — এটি মানুষের আত্মাকে পার্থিব কলুষ থেকে মুক্ত রাখার এক ঐশ্বরিক ব্যবস্থা। রোজা, হজ ও যাকাতের মাধ্যমে মানুষ শেখে ত্যাগ, সাম্য ও সংযমের মহিমা। এই ইবাদতগুলো একটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক বিকাশের কার্যক্রম।

ইসলামি নৈতিকতা: মানবীয় উৎকর্ষের শিখর

চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম ইসলামের নৈতিক শিক্ষা কীভাবে মানুষকে পশুত্ব থেকে উঠিয়ে মানবীয় উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যায়। সততা, আমানতদারিতা, ন্যায়বিচার, দয়া, ক্ষমা — এই গুণগুলো শুধু ব্যক্তিজীবনকে নয়, সমাজের সামগ্রিক কাঠামোকেই পরিবর্তন করে দেয়।

পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থা

সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছিল ইসলামের পারিবারিক কাঠামো ও সামাজিক ন্যায়বিচারের সৌন্দর্য। ইসলামে পরিবার হলো সভ্যতার মূল ইউনিট। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, সন্তান-পালন, প্রতিবেশীর হক এবং সমাজের দুর্বল শ্রেণির প্রতি দায়িত্ব — এই বিষয়গুলোতে ইসলামের দিকনির্দেশনা এত সূক্ষ্ম ও সুচিন্তিত যে আধুনিক সভ্যতাও এই মডেল থেকে শিক্ষা নিতে পারে।

ইসলামের সৌন্দর্যের পাঁচটি মূল স্তম্ভ

ইসলামের সৌন্দর্য পাঁচটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত: সারল্য ও সহজলভ্যতা, ন্যায়বিচার ও ভারসাম্য, করুণা ও মানবিকতা, বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি এবং সার্বজনীনতা।

প্রথম স্তম্ভ: সারল্য ও সহজলভ্যতা (ইউসর)

ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এর সারল্য। আল্লাহ তায়ালা এই দ্বীনকে মানুষের জন্য সহজ করেছেন, কঠিন করেননি। কুরআনে বলা হয়েছে: 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না।' (সূরা বাকারা: ১৮৫) ইসলামে এমন কোনো বিধান নেই যা মানুষের সাধ্যের বাইরে। অসুস্থতায় রোজার বিকল্প, সফরে নামাজ সংক্ষেপ করার সুযোগ, অসামর্থ্যে জাকাত মওকুফ — এই সব বিধান প্রমাণ করে যে ইসলাম একটি ফিতরাহসম্মত ও বাস্তববাদী দ্বীন।

দ্বিতীয় স্তম্ভ: ন্যায়বিচার ও ভারসাম্য (আদল)

ইসলাম আধ্যাত্মিকতা ও পার্থিব জীবনের মধ্যে, ব্যক্তির অধিকার ও সমাজের দায়িত্বের মধ্যে, এই জীবন ও পরকালের মধ্যে এক অপূর্ব ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। না এটি বৈরাগ্যবাদ শেখায়, না বস্তুবাদী ভোগবিলাসকে উৎসাহ দেয়। ইসলামের পথ হলো মধ্যপন্থার পথ — সিরাতুল মুস্তাকিম — যা মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করে।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

"এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি।"

— সূরা আল-বাকারা (২:১৪৩)

তৃতীয় স্তম্ভ: করুণা ও মানবিকতা (রাহমা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে কুরআন ঘোষণা করেছে: 'আমি তোমাকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।' (সূরা আম্বিয়া: ১০৭) ইসলামের প্রতিটি বিধানের

মূলে রয়েছে মানুষের প্রতি করুণা ও দয়া। শুধু মানুষের প্রতি নয়, পশু-পাখি থেকে শুরু করে গাছপালা পর্যন্ত সমগ্র সৃষ্টির প্রতি ইসলাম দয়া ও যত্নের শিক্ষা দেয়। পরিবেশ সংরক্ষণ, প্রাণীর প্রতি সদাচার — এ সব ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

চতুর্থ স্তম্ভ: জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রতি সম্মান

ইসলামের প্রথম নাযিলকৃত আয়াত হলো 'ইকরা' — পড়ো। এই একটি শব্দে ইসলামের জ্ঞানপিপাসার সম্পূর্ণ মনোভাব ব্যক্ত হয়ে যায়। ইতিহাসে ইসলামি সভ্যতা এমন এক জ্ঞানবিপ্লব ঘটিয়েছিল যা আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি গড়ে দিয়েছে। আলজেবরা, অ্যালগরিদম, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা — এই ক্ষেত্রগুলোতে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান অপরিসীম। ইসলাম বিশ্বাস ও জ্ঞানকে পরস্পর প্রতিযোগী মনে করে না; বরং সত্যিকারের জ্ঞান সবসময় ঈমানকে আরও গভীর করে।

পঞ্চম স্তম্ভ: সার্বজনীনতা ও সমতা

ইসলামে জাতি, বর্ণ, ভাষা বা অর্থনৈতিক অবস্থানের কোনো বৈষম্য নেই। বিদায় হজের ভাষণে রাসূল ﷺ বলেছিলেন: 'কোনো আরবের অ-আরবের উপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কোনো অ-আরবের আরবের উপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই; কোনো শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই — একমাত্র তাকওয়া ছাড়া।' এই সাম্যের বাণী চৌদ্দশত বছর আগে যখন উচ্চারিত হয়েছিল, তখন পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজ বর্ণবাদ ও সামাজিক বৈষম্যে নিমজ্জিত ছিল।

আধুনিক মানুষের কাছে ইসলামের বার্তা

আজকের পৃথিবী এক গভীর আধ্যাত্মিক সংকটে ভুগছে। বস্তুগত সমৃদ্ধি বেড়েছে, কিন্তু মানসিক শান্তি হ্রাস পেয়েছে। প্রযুক্তি মানুষকে সংযুক্ত করেছে, কিন্তু একাকিত্ব বেড়েছে। তথ্যের বিস্ফোরণ ঘটেছে, কিন্তু জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অভাব তীব্র হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ইসলামের বার্তা আগের চেয়েও বেশি প্রাসঙ্গিক।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বে প্রতি বছর ৭০ কোটিরও বেশি মানুষ মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়। ইসলামের আত্মিক চিকিৎসা — নামাজ, জিকির, কুরআন তিলাওয়াত এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল — এই সংকটের সবচেয়ে কার্যকর সমাধান।

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।"

— সূরা আর-রাদ (১৩:২৮)

আধুনিক মানুষ জীবনের অর্থ খুঁজছে। কেন বেঁচে আছি? কোথায় যাচ্ছি? মৃত্যুর পর কী? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দর্শন দিতে পারেনি, বিজ্ঞান দিতে পারেনি। শুধু ওহির আলো — কুরআন ও সুন্নাহ — এই প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক ও পরিপূর্ণ উত্তর দিতে সক্ষম। ইসলাম বলে: তুমি এসেছ আল্লাহর কাছ থেকে, ফিরে যাবে আল্লাহর কাছে। তোমার জীবনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন।

ইসলামের পথে চলার আহ্বান

জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে

ইসলামের সৌন্দর্য উপলব্ধির প্রথম পদক্ষেপ হলো জ্ঞান অর্জন। কুরআন পড়ুন — শুধু তিলাওয়াত নয়, অর্থ ও তাফসির সহ বোঝার চেষ্টা করুন। নবী করীম ﷺ-এর জীবনচরিত পাঠ করুন। ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতার অবদান সম্পর্কে জানুন। যত বেশি জানবেন, তত বেশি ইসলামের গভীরতা ও সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করবে।

আমলের মাধ্যমে

জ্ঞান শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক তৃপ্তির জন্য নয় — এটি আমলের জন্য। নামাজকে খুশুর সাথে আদায় করুন। প্রতিটি ইবাদতে আল্লাহর উপস্থিতির অনুভূতি জাগান। কুরআনের শিক্ষাকে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করুন। আপনি যখন ইসলামের বিধানগুলো

আন্তরিকভাবে পালন করতে শুরু করবেন, তখন নিজেই অনুভব করবেন এই দ্বীনের অন্তরের আলো।

চরিত্র গঠনের মাধ্যমে

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: 'মুমিনদের মধ্যে ঈমানে সবচেয়ে পরিপূর্ণ ওই ব্যক্তি যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম।' (তিরমিযী) ইসলামের সৌন্দর্য সবচেয়ে প্রকাশিত হয় একজন আদর্শ মুসলিমের চরিত্রে। সততা, বিনয়, উদারতা, ক্ষমাশীলতা ও মানুষের প্রতি সহানুভূতি — এই গুণগুলো যখন একজন মুসলিমের জীবনে প্রতিফলিত হয়, তখন ইসলামের দাওয়াহ কথার চেয়ে আচরণে বেশি প্রভাব ফেলে।

চূড়ান্ত বার্তা: ইসলামই একমাত্র পরিত্রাণের পথ

সমস্ত আলোচনার পর যে চূড়ান্ত বার্তায় আমরা পৌঁছাই তা হলো — ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়, এটি মানবজাতির প্রতি আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ আল্লাহর বাণী নিয়ে এসেছেন, এবং সেই দীর্ঘ নবুওয়াতের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাধ্যমে, যাঁর উপর কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য চিরন্তন বিধান নাযিল হয়েছে।

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন অন্বেষণ করবে, তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

— সূরা আলে-ইমরান (৩:৮৫)

এই আয়াতটি কঠোর মনে হলেও এটি আসলে আল্লাহর গভীর করুণার প্রকাশ — কারণ তিনি মানবজাতিকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন কোন পথে পরিত্রাণ আছে, যাতে কেউ পথ হারিয়ে না যায়। ইসলাম মানুষকে বলে না 'অন্ধভাবে বিশ্বাস করো' — বরং বলে 'চিন্তা করো, গবেষণা করো, জানো এবং তারপর সত্যকে গ্রহণ করো।'

ইসলামের দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত। যে কোনো মানুষ, যে কোনো সময়, যে কোনো স্থানে মাত্র একটি কালিমা উচ্চারণ করে এই সৌন্দর্যময় দ্বীনে প্রবেশ করতে পারেন: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

সমাপনী প্রতিফলন: সৌন্দর্যের অনুসন্ধান

এই গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য ছিল একটাই — ইসলামের সেই অফুরন্ত সৌন্দর্যের কিছুটা আভাস দেওয়া যা প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়ে সুপ্ত থাকে, এবং যা অমুসলিমদের কাছে অনেক সময় অজানা থাকে। এই কয়টি অধ্যায়ে আমরা ইসলামের বিস্তৃত সাগরের মাত্র কয়েকটি ঢেউয়ের সাথে পরিচিত হয়েছি। প্রকৃত সৌন্দর্য তো উপলব্ধি করতে হয় জীবন দিয়ে, হৃদয় দিয়ে।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেছেন: 'হৃদয়ের মধ্যে এমন একটি শূন্যতা আছে যা কেবল আল্লাহর সাথে সম্পর্কের মাধ্যমেই পূরণ হতে পারে।' আধুনিক মানুষ এই শূন্যতা পূরণের জন্য অর্থ, ক্ষমতা, বিনোদন ও সম্পর্কের দিকে ছুটে যাচ্ছে — কিন্তু তৃপ্তি পাচ্ছে না। ইসলামের পথই সেই একমাত্র পথ যা এই শূন্যতাকে চিরতরে পূর্ণ করতে পারে।

فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

"যাকে আল্লাহ হেদায়াত দিতে চান, তার বুককে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।"
— সূরা আল-আনআম (৬:১২৫)

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও

এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো। — সূরা আল-বাকারা (২:২০১)

পরিশেষে, আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি — তিনি যেন আমাদের ইসলামের সত্যিকারের সৌন্দর্য উপলব্ধি করার তাওফিক দান করেন, এই দ্বীনের আলোয় আমাদের জীবন আলোকিত করেন, এবং কিয়ামতের দিন তাঁর রহমতের ছায়ায় আমাদের আশ্রয় দেন। আমিন।

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।